BANGLA POST Year: 23 ♦ Issue: 1069 ♦ Friday 24 October - Thursday 30 October 2025 FREE

বাংলা পোস্ট

BRITAIN'S HIGHEST DISTRIBUTED FREE BANGLA NEWSPAPER

‘আই লাভ মুহাম্মদ’ বলায় ভারতে মুসলিমদের ধরপাকড়

--১৫ পৃষ্ঠায়

মানবতাবিরোধী অপরাধে সেনা কর্মকর্তাদের বিচার শুরু

বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা : আওয়ামী লীগের শাসনামলে গুমের দুই মামলা ও জুলাই আগস্টে রামপুরায় মানবতাবিরোধী অপরাধের পৃথক মামলায় ১৫ সেনা কর্মকর্তাকে গ্রেপ্তার দেখিয়ে কারাগারে পাঠানোর নির্দেশ দিয়েছেন আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল-১। একইসঙ্গে এ বিষয়ে পরবর্তী শুনানির জন্য আগামী ২০ নভেম্বর দিন ধার্য করেছেন আদালত।
এদিকে সকাল ১০টা ১০ মিনিটে কড়া নিরাপত্তার মধ্য দিয়ে ট্রাইব্যুনালের মূল ফটক দিয়ে তাদের নিয়ে যাওয়া হয়। আসামিদের (সেনা কর্মকর্তা) গ্রেপ্তার করে আদালতে (ট্রাইব্যুনালে) হাজির করার ব্যাপারে সেনাবাহিনী সম্পূর্ণ সহযোগিতা করেছেন বলে জানিয়েছেন চিফ প্রসিকিউটর মোহাম্মদ তাজুল ইসলাম। গুমের অভিযোগে শেখ হাসিনাসহ পলাতকদের হাজিরে পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের নির্দেশ।
আওয়ামী লীগের শাসনামলে গুমের দুই মামলা ও জুলাই আগস্টে রামপুরায় মানবতাবিরোধী অপরাধের পৃথক মামলায় ১৫ সেনা কর্মকর্তাকে গ্রেপ্তার

দেখিয়ে কারাগারে পাঠানোর নির্দেশ দিয়েছেন আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল-১। গুমের মামলা দুটি হলো টিএফআই সেলে নির্যাতন এবং জয়েন্ট ইন্টারোগেশন সেলে নির্যাতন। এদিকে এই তিন মামলার পলাতক আসামিদের ট্রাইব্যুনালে হাজির হতে একটি বাংলা ও একটি ইংরেজি পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশেরও নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।
একইসঙ্গে গুমের দুই মামলায় পরবর্তী শুনানির জন্য ২০ নভেম্বর ও রামপুরায় মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলায় পরবর্তী শুনানির জন্য ৫ নভেম্বর দিন ধার্য করেছেন বিচারপতি মো. গোলাম মর্তুজা মজুমদারের নেতৃত্বাধীন তিন সদস্যের আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল-১।
ট্রাইব্যুনালে প্রসিকিউশনের পক্ষে চিফ প্রসিকিউটর মোহাম্মদ তাজুল ইসলাম শুনানি করেন। আসামি পক্ষে শুনানি করেন ব্যারিস্টার --১৬ পৃষ্ঠায়

হ্যালো আমি তারেক রহমান বলছি......

॥ এম. হাসানুল হক উজ্জ্বল ॥

একটি ফোন কলের অপেক্ষায় অনেকটা তীর্থের কাকের মতো চেয়ে আছেন আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বিএনপির মনোনয়ন প্রত্যাশী নেতারা। দলের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান যুক্তরাজ্য থেকে ফোন করে সম্ভাব্য প্রার্থীকে গ্রীণ সিগনাল দিলেই শুরু হচ্ছে প্রার্থী সমর্থকদের মধ্যে আনন্দ আর উচ্ছাস। তাই দেশের ৩০০ আসনের প্রার্থীরাই তাদের নেতার ফোনের অপেক্ষায় প্রহর গুনছেন। কখন কাঙ্খিত ফোন আসবে আর জানতে পারবেন ধানের শীষ প্রতিক নিয়ে নির্বাচন করার নির্দেশনা। আসন্ন সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে বিএনপি প্রার্থী চূড়ান্ত শুরু করেছে।

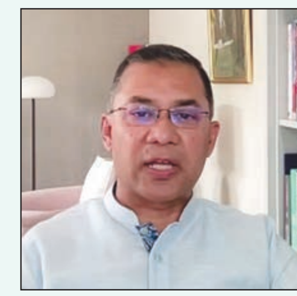

লন্ডন থেকে দলের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান ভাগ্যবান প্রার্থীদের ফোন করেই আসন নিশ্চিতের বিষয়টি জানিয়ে দিচ্ছেন। ইতোমধ্যে অনেক প্রার্থীকে তারেক রহমান ফোন করে তাদের প্রার্থীতা নিশ্চিত করে কাজ চালিয়ে যাওয়ার --১৬ পৃষ্ঠায়

যুক্তরাজ্যে বন্ধ হচ্ছে পিৎজা হাটের ৬৮ রেস্তোরাঁ

পোস্ট ডেস্ক : যুক্তরাজ্যে ৬৮টি রেস্তোরাঁ এবং ১১টি ডেলিভারি সাইট বন্ধ করে দিচ্ছে পিৎজা হাট। এর ফলে চাকরি হারাচ্ছেন ১২১০ কর্মী।
প্রতিবেদন বলছে, পিৎজা হাটের যুক্তরাজ্যের রেস্তোরাঁ পরিচালনাকারী ডিসি লন্ডন পাই লিমিটেড সোমবার এফটিআই কনসাল্টিংকে প্রশাসক হিসেবে নিযুক্ত করেছে। এরই পরই এমন সিদ্ধান্ত আসে।
তবে পিৎজা হাটের বিশ্বব্যাপী মালিকানা প্রতিষ্ঠান ইয়াম!ব্র্যান্ডস ৬৪টি রেস্তোরাঁ

বন্ধ না করার ব্যাপারে ইতিবাচক সাড়া দিয়েছে। এর ফলে ১২৭৬ কর্মীর চাকরি আপাতত যাচ্ছে না বলে জানিয়েছে বিবিসি।
পিৎজা হাট ইউরোপ --১৬ পৃষ্ঠায়

বিএনপির যুগ্ম মহাসচিব হলেন হুমায়ুন কবির

স্টাফ রিপোর্টার : বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের পররাষ্ট্র বিষয়ক উপদেষ্টা হুমায়ুন কবিরকে দলের যুগ্ম মহাসচিব করা হয়েছে। তিনি এই দায়িত্বে থেকে দলটির আন্তর্জাতিক বিষয়কগুলো দেখভাল করবেন। হুমায়ুন কবির দলের একজন --১৬ পৃষ্ঠায়

দেশে ৯ মাসে ২ হাজার ৩৬১ হত্যা

বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা : ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন এলাকায় দিনদুপুরে ডাকাতি ও ছিনতাইয়ের ঘটনা বেড়েছে। খোদ পুলিশ সদস্যরাও ছিনতাইয়ের শিকার হচ্ছেন। নদী থেকে লাশ উদ্ধারের ঘটনা বেড়েছে। হত্যার পর আলামত নষ্ট করার উদ্দেশ্যে লাশ নদীতে ফেলা হয় বলে পুলিশের ধারণা। এমন পরিস্থিতিতে গভীর উদ্বেগ ও অনিশ্চয়তায় দিন কাটাচ্ছে সাধারণ মানুষ।
পুলিশ সদর দপ্তরের তথ্য অনুযায়ী, চলতি বছরের ১ জানুয়ারি থেকে গত ৩০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ৯ মাসে দেশে দুই

হাজার ৩৬১টি হত্যাকাণ্ড ঘটেছে। এই সময়ের মধ্যে থানাগুলোতে দুই হাজার ৯১১টি মামলা করা হয়েছে। এর মধ্যে অন্তর্বর্তী সরকার দায়িত্ব নেওয়ার আগে হত্যার ঘটনায় মামলা রয়েছে ৫৫০টি। এই পরিসংখ্যান অনুযায়ী, অন্তর্বর্তী সরকারের আমলে মাসে গড়ে আড়াইশর বেশি হত্যা মামলা --১৬ পৃষ্ঠায়

লন্ডনে ৪০ হাজার মোবাইল পাচার চক্রের সন্ধান

পোস্ট ডেস্ক : যুক্তরাজ্য থেকে চুরি হওয়া মোবাইল ফোন চীনে পাচার করার ঘটনায় যুক্তরাজ্যের পুলিশ একটি আন্তর্জাতিক চক্রকে ধরেছে। পুলিশের ধারণা, চক্রটি গত বছর ৪০ হাজারের মতো চুরি যাওয়া মোবাইল ফোন চীনে পাচার করেছে।
মেট্রোপলিটন পুলিশ জানিয়েছে, এটি যুক্তরাজ্যে মোবাইল ফোন চুরির ঘটনায় এখন পর্যন্ত চালানো সবচেয়ে বড় অভিযান। অভিযানে ১৮ জন সন্দেহভাজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে এবং দুই হাজারের বেশি চুরি যাওয়া ডিভাইস উদ্ধার করা হয়েছে। পুলিশ মনে করছে, লন্ডনে চুরি হওয়া মোট ফোনের প্রায় অর্ধেকই বিদেশে পাচার করা হয়েছে।
চুরি হওয়া ফোনের অনুসন্ধান শুরু হয়, যখন এক ভুক্তভোগী তার আইফোন ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে ট্র্যাক করেন। গোয়েন্দা পরিদর্শক মার্ক গ্যাভিন জানিয়েছেন, ‘ঘটনাটি বড়দিনের আগের দিন ঘটে। হিথরো বিমানবন্দরের কাছে একটি গুদামে ফোনটি শনাক্ত করা হয়। নিরাপত্তাকর্মীরা সহযোগিতা করলে একটি বাক্সে ফোনটি --১৬ পৃষ্ঠায়

জাতীয় সংসদ নির্বাচন-২০২৬

নিরপেক্ষ মাঠ প্রশাসন চায় বিএনপি-জামায়াত-এনসিপি

বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা : জাতীয় নির্বাচনের প্রস্তুতির মধ্যে প্রশাসনের নিরপেক্ষতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে তিন রাজনৈতিক দল। এ ছাড়া অন্যান্য দলের পক্ষ থেকেও এই প্রশ্ন তোলা হয়েছে। প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূসের সঙ্গে বৈঠকে বিএনপি, জামায়াত এবং জাতীয় নাগরিক পার্টির পক্ষ থেকে প্রশাসনের নিরপেক্ষতা নিয়ে প্রশ্ন তোলা হয়। এর আগে জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের আলোচনায় অংশ নেয়া কয়েকটি দলও এমন প্রশ্ন তুলে সরকারকে প্রশাসনের নিরপেক্ষতা নিশ্চিতের তাগিদ দেয়। মঙ্গলবার চলমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূসের সঙ্গে বৈঠক করে বিএনপি'র একটি প্রতিনিধিদল। বৈঠকে দলটির পক্ষ থেকে প্রশাসনে নিরপেক্ষতা নিশ্চিতে প্রধান উপদেষ্টাকে তাগিদ দেয়া হয়। বৈঠক শেষে বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর উপস্থিত সাংবাদিকদের আলোচনার বিষয় অবহিত করেন। সরকারের কোনো দলীয় ব্যক্তি থাকলে তাদের অপসারণের দাবি জানানো হয় বলে উল্লেখ করে মির্জা ফখরুল।
প্রশাসনের অবস্থান তুলে ধরে তিনি বলেন, সেক্রেটারিয়েটে যারা এখনো আছেন, যাদের চিহ্নিত ফ্যাসিস্টের দোসর বলা হয়- তাদেরকে সরিয়ে সেখানে নিরপেক্ষ --১৬ পৃষ্ঠায়

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অ্যালামনাই ইন দ্য ইউকের সদস্যদের পর্যটন শহর আগাদির ভ্রমণ

লন্ডন : যুক্তরাজ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রাক্তন ছাত্র সংগঠন ঢাকা ইউনিভার্সিটি অ্যালামনাই ইন দ্য ইউকের সদস্যের একটি দল মরক্কোর একটি গুরুত্বপূর্ণ পর্যটন শহর আগাদিরে তিন দিনের এক চমৎকার ভ্রমণ উপভোগ করেছেন।

আগাদির উত্তর আফ্রিকার রাষ্ট্র মরক্কোর একটি প্রধান নগরী। এটি এটলাস পর্বতমালার পাদদেশে, আটলান্টিক মহাসাগরের তীরে সুস নদীর মোহনার ঠিক উত্তরে অবস্থিত।

গত ১১ থেকে ১৪ অক্টোবর সংগঠনের প্রায় ৪০ জনের একটি দল পরিবারসহ মনোরম পরিবেশে সুন্দর অরগানা হোটেলে অবস্থান করে সবাই আনন্দে মেতে ছিলেন। সেই সঙ্গে প্রতিদিন তিন বেলা সুস্বাদু খাবার উপভোগ করেছেন। রাতে হোটেল লবিতে জমেছিল মজার আড্ডা। গান, নাচ, কৌতুক, আবৃত্তি কোন কিছু বাদ যায়নি। প্রখ্যাত গানের শিল্পী লুসি রহমান যেখানে সহযাত্রী সেখানে গানের আড্ডাতো জমবেই।

সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক মেজবাহ উদ্দিন ইকোর নেতৃত্বে সংগঠনের সদস্য শাহাগীর বখত ফারুক, হাবিব রহমান, বীর মুক্তিযোদ্ধা গৌস সুলতান, আবুল কালাম, সকলের মধ্যমণি এম কিউ হাসান, করিৎকর্মা এরিনা সিদ্দিকী, মিজানুর রহমান, মারুফ চোধুরী, মাহফুজা তালুকদারসহ আগাদির গমনের যাত্রীরা নির্দিষ্ট সময়ে গেটউইক এয়ারপোর্টে সমবেত হন। তার আগে এই ট্রিপ কিভাবে আনন্দদায়ক করা যায় তা নিয়ে গত তিন মাস ধরে চলেছে বিভিন্ন পরিকল্পনা।

এই ভ্রমণটি সদস্যদের মধ্যে আন্তরিক সম্পর্ক আরও দৃঢ় করার, একে অপরের সঙ্গে মেলামেশার এবং আগাদির শহরের সৌন্দর্য একসাথে উপভোগ করার দারুণ সুযোগ এনে দেয়। প্রায় সাড়ে তিন ঘণ্টার ফ্লাইটে আগাদির আল-মাসিরা আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর (অএঅ)-এ পৌঁছানোর পর, হোটেলের ব্যবস্থাপনায় একটি বাসে করে সবাইকে হোটেলে নেওয়া হয়। পৌঁছানোর পর সদস্যদের কক্ষ বরাদ্দ করা হয় এবং হোটেলের রেস্তোরাঁয় পরিবেশিত সুস্বাদু মধ্যাহ্নভোজ উপভোগ করেন আগতরা। মধ্যাহ্নভোজের পরে সবাই যাত্রাপথের ক্লান্তি ভুলে আড্ডায় মেতে উঠেন।

পরদিন সকালে নাস্তার পর সবাই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রাক্তন ছাত্র সংগঠনের

ব্যানারসহ হোটেলের সুইমিং পুলের পাশে এক স্মরণীয় গ্রুপ ছবি তোলেন। এরপর বেশিরভাগ সদস্য অ্যাটলান্টিক মহাসাগরের সমুদ্র সৈকতে যান, সেখানে সাঁতার এবং আনন্দ-উল্লাসে সময় কাটে। বিকেলে শুরু হয় শহর ভ্রমণ, যার মধ্যে ছিল রোমাঞ্চকর ক্যাবল কার রাইড এবং উটের পিঠে চড়া। যেগুলো থেকে আগাদিরের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, আটলান্টিক উপকূল ও সবুজ প্রান্তরের মনোমুগ্ধকর দৃশ্য উপভোগ করেছে সবাই।

দিনশেষে অনেকেই বিখ্যাত শহুরে বাজারে কেনাকাটা করেন এবং সন্ধ্যায় হোটেলে ফিরে রাতের খাবারের পর একটি আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়, যেখানে ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা নিয়ে মতবিনিময় করা হয়। একই দিন একটি ছোট দল সূর্যাস্তের সময় বোট ট্রিপ এবং উট ভ্রমণে অংশ নেয় - যা ছিল এক অনন্য, রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা।

পরদিন সদস্যরা দুটি দলে বিভক্ত হন -

* এক দল যায় মনোরম ও ঐতিহাসিক প্যারাডাইস ভ্যালি ভ্রমণে।

* অন্য দল অংশ নেয় অ্যাটলান্টিক কোস্ট বাগি ট্রিপ অ্যাডভেঞ্চারে, যার নেতৃত্ব দেন মাফুজা তালুকদার এবং সংগঠনের উপদেষ্টা শাহাগীর বখত ফারুক।

এই রোমাঞ্চকর যাত্রাকে আরও স্মরণীয় করে তোলে সুপ্রভা, কনক, মিজান, এম কিউ হাসান এবং সুপ্রভার ছেলে আলমীরসহ অন্যান্য সদস্যদের প্রাণবন্ত উপস্থিতি। ভ্রমণের সময় দুটি মনোরম বিরতি ছিল একটি অ্যাটলান্টিক মহাসাগরের তীরে, আরেকটি একটি আরামদায়ক চা ঘরে, যেখানে স্থানীয় সঙ্গীত দলের সুরেলা পরিবেশনা মুহূর্তটিকে আরও মায়াময় করে তোলে। এটি ছিল সত্যিই এক অবিস্মরণীয় অভিজ্ঞতা - হাসি, আনন্দ, বন্ধুত্ব ও মরক্কোর প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে ভরা এক যাত্রা, যা অংশগ্রহণকারীদের মনে দীর্ঘদিন ধরে গেঁথে থাকবে।

আগাদির শহরটি ১৯১১ সালে ফ্রান্স ও জার্মানির মধ্যকার একটি সঙ্কটের কেন্দ্রস্থল ছিল, যা প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আভাস দেয়। ১৯৬০ সালে একটি ভূমিকম্পে শহরটি বিধস্ত হয়। এরপর আবশ্যকীয় ভূমিকম্পরোধী আদর্শমান মেনে শহরটিকে পুনঃনির্মান করা হয়। বর্তমানে আগাদির শহরটি মরক্কোর বৃহত্তর সমুদ্রতীরবর্তী অবকাশযাপন কেন্দ্র। এখানে সারা বছর জুড়ে বহু পর্যটক বেড়াতে আসে। সুন্দর শহরটিতে ভ্রমণ করে ঢাকা ইউনিভার্সিটি আ্যলামনাই ইন দ্য ইউকের সদস্যরাও অনেক আনন্দিত। অনেকেই বলেছেন, এমন উপভোগ্য ভ্রমনের জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষায় থাকবো।

টাওয়ার হ্যামলেটসে শুরু হলো 'গেট অনলাইন উইক ২০২৫'

ডিজিটাল দক্ষতা ও অন্তর্ভুক্তি বাড়াতে এক সপ্তাহব্যাপী আয়োজন

যুক্তরাজ্যের বৃহত্তম ডিজিটাল অন্তর্ভুক্তি অভিযান "গেট অনলাইন উইক" এ এবারও অংশ নিচ্ছে টাওয়ার হ্যামলেটস। ২০ থেকে ২৬ অক্টোবর পর্যন্ত চলবে সপ্তাহব্যাপী এই আয়োজন, যেখানে স্থানীয় নাগরিকরা ডিজিটাল দক্ষতা বৃদ্ধির সুযোগ পাবেন।

বারার আইডিয়া স্টোরগুলিতে বয়স্ক ও প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য একাধিক ড্রপ-ইন সেশন, ওয়ার্কশপ ও কোড ক্লাব অনুষ্ঠিত হবে। মঙ্গলবার, ২১ অক্টোবর, বয়স্কদের জন্য "ডিসকভার টি ডিজিটাল ওয়ার্ল্ড এট প্রাইম টাইম" (Discover the Digital World at Prime Time!) শিরোনামের একটি সেশনে ৫০ বছর বা তার বেশি বয়সের মানুষদের জন্য ডিজিটাল বই, অডিওবুক, পত্রিকা ও ম্যাগাজিনের সুবিধা দেখানো হবে।

প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য ড্রপ-ইন সেশন চলবে ক্রিস্প স্ট্রিট ও হোয়াইটচ্যাপেল আইডিয়া স্টোরে। এই সেশনে অংশগ্রহণকারীরা চাকরির খোঁজ, পারিবারিক ইতিহাস, অনলাইন শপিং, অর্থ ও স্বাস্থ্য তথ্য, সোশ্যাল মিডিয়া এবং ড্রাইভিং থিওরি প্র্যাকটিসসহ আরও অনেক বিষয়ে সহায়তা পাবেন।

বৃহস্পতিবার, ২৩ অক্টোবর, ডিজিটাল এক্সেসিবিলিটি ওয়ার্কশপ আয়োজন করা হয়েছে ওয়াটনি মার্কেট আইডিয়া স্টোরে। ব্যক্তিগতভাবে অন্ধ এবং আংশিক দৃষ্টিশক্তিহীনদের জন্য এই সেশনে নতুন প্রযুক্তি প্রদর্শন করা হবে। সেশনটি পরিচালনা করবেন নিবন্ধিত অন্ধ প্রশিক্ষক দবিন্দার কুল্লার।

শিশুদের জন্য একই দিন আইডিয়া স্টোর ক্রিস্প স্ট্রিট ও হোয়াইটচ্যাপেলে কোড ক্লাব অনুষ্ঠিত হবে। ৮ বছরের বেশি বয়সী শিশুদের জন্য এই সেশনটি স্ক্রাচ (Scratch) এবং মাইক্রোবিট (Microbit) ব্যবহার করে নিজস্ব গেম ও অ্যানিমেশন তৈরি করার সুযোগ দেবে।

টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিলের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, এই সপ্তাহব্যাপী ইভেন্টের মূল লক্ষ্য হলো ডিজিটাল অন্তর্ভুক্তি বাড়ানো এবং স্থানীয় মানুষদের অনলাইনে দক্ষ ও আত্মবিশ্বাসী করে তোলা।

বিস্তারিত তথ্য বা অংশগ্রহণের জন্য ভিজিট করুন: www.ideastore.co.uk/get-online

টাওয়ার হ্যামলেটস্ বরায় হাফ-টার্ম ফান এবং সাঁতারের ক্র্যাশ কোর্স

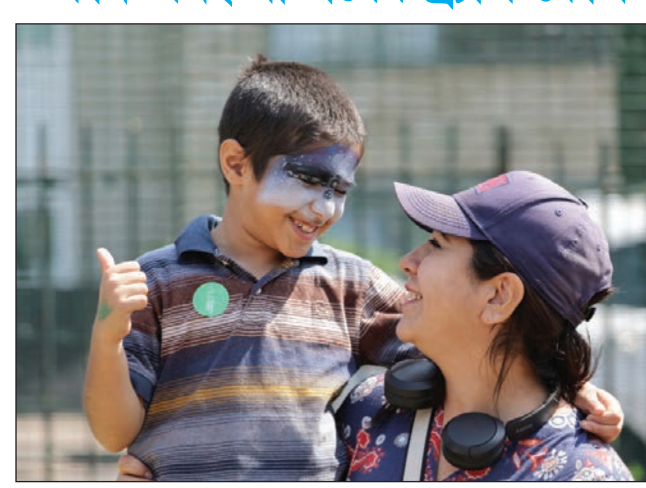

এই হাফ-টার্মের ছুটিতে টাওয়ার হ্যামলেটস্ বরার শিশু ও পরিবারদের জন্য রয়েছে নানা আয়োজন। রয়েছে, মাইল এন্ড চিলড্রেন্স পার্কে থিমভিত্তিক শিল্প ও কারুশিল্প (আর্টস এন্ড ক্রাফ্‌টস) এবং কুমড়ো (পাম্পকিন) খোদাই করার কাজ থেকে শুরু করে ভিক্টোরিয়া পার্কে ট্রেজার খোঁজার খেলা এবং বি ওয়েল লেজার সেন্টারগুলোতে দ্রুত সাঁতার শেখার কোর্স।

বি ওয়েলের ৫-দিনের সাঁতারের ক্র্যাশ কোর্স অর্থাৎ দ্রুত শেখার প্রশিক্ষণ শুরু হচ্ছে ২৭শে অক্টোবর থেকে মাইল এন্ড, টিলার এবং ইয়র্ক হল লেজার সেন্টারে। কোর্সে কী কী অন্তর্ভুক্ত:

* প্রতিদিন ৩০ মিনিটের লেসন
* অভিজ্ঞ ইন্সট্রাক্টর বা প্রশিক্ষকদের সাথে ছোট ছোট গ্রুপ সেশন
* পানিতে আত্মবিশ্বাস, নিরাপত্তা ও কৌশলের উপর ফোকাস
* প্রতি লেসন প্রতি চার্জ শুরু মাত্র ৶৬.৩২

এছাড়াও, ইন্টারেক্টিভ গল্প বলা সেশন, কোডিং, লেগো ক্লাব ইত্যাদি হাফ-টার্মের ছুটির দিনগুলিতে নানা কার্যক্রমের জন্য আপনার নিকটস্থ আইডিয়া স্টোর ভিজিট করুন।

বিস্তারিত জানতে ভিজিট করুন টাওয়ার হ্যামলেটস্ কাউন্সিলের ওয়েবসাইট : www.towerhamlets.gov.uk/News_events/Events/Events.aspx?Calendar_List_TaxonomyKey=0%2f1%2f18%2f19%2f270

কৃষ্ণাঙ্গ কমিউনিটির শিল্প, সংস্কৃতি ও ইতিহাসে ভরপুর ব্ল্যাক হিস্ট্রি মান্থ পালিত হচ্ছে টাওয়ার হ্যামলেটসে

টাওয়ার হ্যামলেটস এই অক্টোবর মাসে উদযাপন করছে ব্লযাক হিস্ট্রি মান্থ, যা শিল্প, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের প্রতি আগ্রহীদের জন্য ভিন্নধর্মী আয়োজন নিয়ে এসেছে। এক্সিবিশন, পারফরম্যান্স, ওয়ার্কশপ, সিনেমা, সঙ্গীত, কবিতা এবং আলোচনা-সব আয়োজন মিলে পুরো মাসটি করে তুলেছে বিশেষ।

২০ অক্টোবর থেকে ২১ অক্টোবর পর্যন্ত জেনেসিস সিনেমা (৯৩-৯৫ মাইল এন্ড রোড) -এ অনুষ্ঠিত হবে ব্লযাক হিস্ট্রি মান্থ আর্ট এক্সিবিশন, যেখানে চারজন শিল্পীর কাজ দর্শকদের নতুন দৃষ্টিভঙ্গি প্রদান করবে। একই সময়ে শুরু হচ্ছে "ইট টেকস এ ভিলেজ ব্লযাক হিস্ট্রি মান্থ পপ-আপ মার্কেট" (It Takes A Village Black History Month Pop-up Market) যা ৩১ অক্টোবর পর্যন্ত চলবে।

২৪ অক্টোবর লন্ডন মিউজিয়াম ডকল্যান্ডস-এ অনুষ্ঠিত হবে "লন্ডন, সুগার্ স্লেভারি"

গ্যালারির পরিচিতি আলোচনা। এছাড়া ২৬ অক্টোবর জর্জিয়ান লন্ডনে 'আফ্রিকান বংশোদ্ভূত মানুষ' শিরোনামের সেশনে লন্ডনের ১৮শ শতাব্দীর প্রায় ১৫,০০০ আফ্রিকান বংশোদ্ভূত মানুষের জীবন ও ইতিহাস তুলে ধরা হবে।

২৫ অক্টোবর অনুষ্ঠিত হবে "আফ্রিকা: আমাদের ভুলে যাওয়ার আগে" শিরোনামের ৪৫ মিনিটের ইমারসিভ ওয়ার্কশপ, যেখানে মধ্যযুগীয় আফ্রিকার ইতিহাস ও সংস্কৃতি ঘিরে একটি ভ্রমণ উপস্থাপন করা হবে।

৩০ অক্টোবর, কুইন মেরি বিশ্ববিদ্যালয়, আর্টস ওয়ান বিল্ডিং-এ প্রদর্শিত হবে ডকুমেন্টারি "ফ্যাদারলেস নো মোর" (Fatherless No More), যেখানে একজন অরল্যান্ডো ভিত্তিক পাস্তর ও সাবেক সুপার বোল চ্যাম্পিয়নের জীবনযাত্রা ও কর্মপ্রেরণার কাহিনী তুলে ধরা হবে। প্রদর্শনের পর প্রশ্নোত্তর সেশন অনুষ্ঠিত হবে।

শিশুদের জন্যও আয়োজন আছে - ২৩ অক্টোবর, ক্রিস্প স্ট্রিট ও হোয়াইটচ্যাপেলে আইডিয়া স্টোরে অনুষ্ঠিত হবে কোড ক্লাব, যেখানে ৮ বছর বা তার বেশি বয়সী শিশুরা স্ক্রাচ (Scratch) ও মাইক্রোবিট (Microbit) ব্যবহার করে নিজের গেম এবং অ্যানিমেশন তৈরি করতে পারবে।

টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিলের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, এই মাসব্যাপী আয়োজনের লক্ষ্য হলো কমিউনিটিতে বৈচিত্র্য, ঐতিহ্য ও শিল্প সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি করা এবং সব বয়সের মানুষের জন্য ডিজিটাল ও সাংস্কৃতিক শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি করা।

বিস্তারিত তথ্য বা অংশগ্রহণের জন্য ভিজিট করুন: www.towerhamlets.gov.uk/lgnl/leisure_and_culture/Black-History-Month/Black-History-Month.aspx

"গ্রেটার সিলেট কমিউনিটি ইউ'কের নর্থ রিজিওনাল কমিটির অভিষেক অনুষ্ঠান সফলভাবে সম্পন্ন

শেখ নুরুল ইসলামঃ বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনায় ও আনন্দঘন পরিবেশে গ্রেটার সিলেট কমিউনিটি ইউ'কের নর্থ রিজিওনাল কার্যকরি নতুন কমিটিকে অভিষিক্ত করা হয়েছে।

ব্রাডফোর্ড এর শাপলা কমিউনিটি সেন্টারে ১৭ই অক্টোবর বেলা ৩ ঘটিকায় সংগঠন এর কেন্দ্রীয় উপদেষ্টা কমিউনিটি ব্যাক্তিত্ব আলহাজ্ব ফয়জুর রহমান চৌধুরীর সভাপতিত্বে, এবং নর্থ রিজিওনের সেক্রেটারি এনামুল হক ও জয়েন্ট সেক্রেটারি রুহেল মিয়ার যৌথ পরিচালনায় অনুষ্ঠিত অভিষেক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন গ্রেটার সিলেট ইউকের প্রেট্রন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ড. হাসনাত এম হোসাইন এম বি ই, বিশেষ অতিথি হিসাবে গ্রেটার সিলেট কমিউনিটি ইউ'কের কেন্দ্রীয় কনভেনর মোহাম্মদ মকিস মনসুর, কেন্দ্রীয় কো-কনভেনর মসুদ আহমদ, গ্রেটার সিলেট এর সাবেক সেক্রেটারি ৭১ এর বীর মুক্তিযুদ্ধা সৈয়দ আবদুল কাইয়ুম কায়সর, ড. মনুজ জোসি এম বি ই ডি এল, কমিউনিটি ব্যাক্তিত্ব শওকত আহমদ এমবিই, কেন্দ্রীয় ট্রেজারার কাউন্সিলার আশরাফ মিয়া, সংগঠন এর কেন্দ্রীয় উপদেষ্টা আলহাজ্ব সুরাবুর রহমান. রিজিওনাল ট্র্বেজারার কাউন্সিলার ফুলজার আহমদ, সাউথ ওয়েষ্ট রিজিওনাল চেয়ারপার্সন নজমুল ইসলাম, জেনারেল সেক্রেটারি এডভোকেট মীর গোলাম মস্তোফা, সাবেক ছাত্রনেতা রুহুল আমিন রুহেল, সাংবাদিক সৈয়দ ছাদেক আহমদ, কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক শাহ শাফি কাদির, ইউনিটি অব মৌলভীবাজার এর প্রেসিডেন্ট আব্দুর রুউফ তালুকদার, সাউথ ওয়েষ্ট রিজিওনাল ট্রেজারার সোহেল মিয়া, ও সাংস্কৃতিক ব্যাক্তিত্ব সৈয়দ কাহের সহ কেন্দ্রীয় অন্যান্য নেতৃবৃন্দ বক্তব্য রাখেন। পবিত্র কোরআন মজিদ থেকে তেলওয়াত করেন আব্দুল কুদ্দুস।

রিজিওনাল নেতৃবৃন্দের মধ্যে জামাল আলী জেপি, শাহাব উদ্দিন, মোহাম্মদ সালেহ, মোহাম্মদ রুকনুজ্জামান, কবির উদ্দিন, মসুদ চৌধুরী, সৈয়াদ আনোয়ার হোসেন,ও আব্দুল বাসিত সহ প্রমুখ নেতৃবৃন্দ বক্তব্য রাখেন। অনুষ্টান শেষে সমাপনী বক্তব্য রাখেন প্রবীণ মুরব্বি কবির উদ্দিন।

অনুষ্ঠানের শুরুতেই নবগঠিত কমিটিকে পরিচয় ও শপথ বাক্য পাঠ করান গ্রেটার সিলেট কমিউনিটি ইউ'কের কেন্দ্রীয় কনভেনর কমিউনিটি লিডার ও মিডিয়া ব্যাক্তিত্ব মোহাম্মদ মকিস মনসুর।

গ্রেটার সিলেট কমিউনিটি ইউ'কের নর্থ রিজিওনাল নতুন কমিটিতে কাউন্সিলার আশরাফ মিয়াকে চেয়ারপার্সন , এনামুল হক কে জেনারেল সেক্রেটারী ও কাউন্সিলার ফুলজার আহমদকে ট্রেজারার করে ৩৫ সদস্য বিশিষ্ট কার্যকরী কমিটি ও ১৫ সদস্য উপদেষ্টা পরিষদের তালিকা প্রকাশ করা হয়।

গ্রেটার সিলেট ইউকের প্রেট্রন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ড. হাসনাত এম হোসাইন এম বি ই, সবাইকে এই সংগঠনের সাথে সম্পৃক্ত হওয়ার আহব্বান জানিয়ে নতুন কমিটি আগামী দু'বছর লকাল কমিউনিটির উন্নয়ণে ও প্রবাসে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করতে এবং গ্রেটার সিলেট বাসীর দাবি দাওয়ার ক্যাম্পেইণে ও মানবতার কল্যাণে কমিউনিটির মুখপাত্র হিসেবে কাজ করবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেছেন।

গ্রেটার সিলেট কমিউনিটি ইউ'কের কেন্দ্রীয় কনভেনর ও ইউকে বিডি টিভির চেয়ারম্যান মোহাম্মদ মকিস মনসুর প্রবাসীদের বাংলাদেশে ও বিমানবন্দরে নানা ধরনের হয়রানি বন্ধ, নো-ভিসা ফি ও বিমানের ভাড়া কমানো এবং সিলেট টু ঢাকা ৬-লেন মহাসড়কের কাজ অবিলম্বে সর্বোচ্চ গতিতে সম্পন্ন করার জোর দাবী জানিয়েছেন।

নতুন কমিটির চেয়ারপার্সন কাউন্সিলার আসরাফ মিয়া সংগঠনকে এগিয়ে নিতে সকলের সহযোগিতা প্রত্যাশা করেছেন।

গ্রেটার সিলেট কমিউনিটি ইউ'কের নর্থ রিজিওনাল ২০২৫ ও ২০২৭ সালের জন্য নতুন কমিটিতে কাউন্সিলার আশরাফ মিয়াকে চেয়ারপার্সন, এনামুল হক কে জেনারেল সেক্রেটারী ও কাউন্সিলার ফুলজার আহমদকে ট্রেজারার করে ৩৫ সদস্য বিশিষ্ট কার্যকরী কমিটি ও ১৫ সদস্য উপদেষ্টা পরিষদের তালিকা প্রকাশ করা হয়।

নতুন কমিটির সম্মানিত উপদেষ্টা পরিষদে রয়েছেন আলহাজ্ব ফয়জুর রহমান চৌধুরী, হাজি কবির উদ্দিন, হাজি জিতু মিয়া, শেখ মোহাম্মদ মানিক মিয়া, শাহাব উদ্দিন, আলহাজ্ব মানিক মিয়া, হামজা আলী, মুনসেফ আলী জিলু, রাফিক আলী, কাউন্সিলার কামাল হোসেন, লালু মিয়া, মোহাম্মদ ওয়াদুদুর রহমান মাখন, ও ইসমাইল আলী মিরাস, ২০২৫ ও ২০২৭ সালের জন্য নব নির্বাচিত কমিটির দায়িত্বপ্রাপ্তরা হচ্ছেন, ভাইস চেয়ারম্যান, মনওর আলী রুকনুজ্জামান, সৈয়দ আনোয়ার হোসেন, মোহাম্মদ লয়লু মিয়া,খালিদুর রহমান, আসক আলী, আব্দুল খালিক, পংকি মিয়া, জয়েন্ট সেক্রেটারি রুহেল মিয়া, ও আব্দুল কুদ্দুস, জয়েন্ট ট্রেজারার শাহীন আহমেদ, ও আজমল হোসেন, অর্গানাইজিং সেক্রেটারি শাহিদুল ইসলাম, জয়েন্ট অর্গানাইজিং সেক্রেটারি জুনেদ চৌধুরী, মেম্বারশিপ সেক্রেটারি কবির আহমেদ, জয়েন্ট মেম্বারশিপ সেক্রেটারি নাজমুল ইসলাম, সুন্দর আলী, ও গিয়াস উদ্দিন, প্রেস এন্ড পাবলিক সিটি সেক্রেটারি শেখ মোহাম্মদ আলেক্স, জয়েন্ট প্রেস এন্ড পাবলিক সিটি সেক্রেটারি এমদাদুল হক ও মুসা আহমেদ, কালচারাল সেক্রেটারি নুরুজ্জামান জামাল, জয়েন্ট কালচারাল সেক্রেটারি মনির পারভেজ, স্পোর্টস সেক্রেটারি আরজ আলী, জয়েন্ট স্পোর্টস সেক্রেটারি হেলাল মিয়া, এডুকেশন সেক্রেটারি সয়ফুর রহমান, জয়েন্ট এডুকেশন সেক্রেটারি শেখ মোহাম্মদ লায়েক মিয়া, রিলিজিয়াস সেক্রেটারি এম এ মান্নান, জয়েন্ট রিলিজিয়াস সেক্রেটারি লুতফুর রহমান, উইমেন্স অর্গানাইজিং সেক্রেটারি জয়নব আক্তার, ইসি মেম্বার মোহাম্মদ মালিক, সিরাজুল ইসলাম, ও মোহাম্মদ সিরাজ মিয়া।

সম্মানিত উপদেষ্টা পরিষদে রয়েছেন আলহাজ্ব ফয়জুর রহমান চৌধুরী, হাজি কবির উদ্দিন, হাজি জিতু মিয়া, শেখ মোহাম্মদ মানিক মিয়া, শাহাব উদ্দিন, আলহাজ্ব মানিক মিয়া, হামজা আলী, মুনসেফ আলী জিলু, রাফিক আলী, কাউন্সিলার কামাল হোসেন, লালু মিয়া,মোহাম্মদ ওয়াদুদুর রহমান মাখন, ও ইসমাইল আলী মিরাস।

আমাদের ফস্টার কেয়ারার ও আত্মীয় পরিচর্যাকারীদের অক্লান্ত ভালোবাসার সম্মাননা

গত সপ্তাহে ন্যাশনাল কিনশিপ কেয়ার সপ্তাহ উপলক্ষে অনুষ্ঠিত বার্ষিক ফস্টার ও কিনশিপ কেয়ারার উদযাপন অনুষ্ঠানে প্রায় ১০০ জন ফস্টার ও আত্মীয় যত্ন প্রদানকারীকে সম্মানিত করা হয়েছে।

এই বিশেষ সন্ধ্যায় সারা বরো জুড়ে থাকা পরিচর্যাকারী ও স্টাফরা একত্রিত হয়েছিলেন, যাতে ফস্টার কেয়ার বা কেয়ারে থাকা শিশু ও তরুণদের প্রতি তাদের অসাধারণ নিষ্ঠা এবং ভালোবাসা স্বীকৃতি পায়। অনুষ্ঠানে দীর্ঘদিন ধরে শিশুদের সহায়তা করে আসা কেয়ারারদের সেবার স্বীকৃতিস্বরূপ বিশেষ পুরস্কার প্রদান করা হয়। উল্লেখযোগ্যভাবে, কেউ কেউ ২০ বছরেরও বেশি সময় ধরে ফস্টার কেয়ারার হিসেবে কাজ করে আসছেন। টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিল জানিয়েছে, এই ধরনের উদযাপন শুধু কেয়ারারদের উৎসাহিত করে না, বরং কমিউনিটিতে শিশুদের প্রতি যত্ন ও সুরক্ষার গুরুত্বকেও সামনে নিয়ে আসে।

যদি আপনি মনে করেন আপনি একজন শিশুকে নিরাপদ ও ভালোবাসাময় ঘর দিতে পারেন, তবে বিস্তারিত তথ্যের জন্য ভিজিট করুন: www.fosteringtowerhamlets.co.uk

Organisation for the Recognition of 'BANGLA'
as an Official Language of the UN
অর্গ্যানিজেশন্ ফর দ্যা রেকগনিশন্ অফ্ বাংলা
এ্যাজ এ্যান অফিসিয়াল ল্যাংগুয়েজ অফ্ দ্যা ইউনাইটেড নেশন্স

সম্মানিত সহকর্মীবৃন্দ,
আস্সালামু আলাইকুম।

বিষয়: সাধারণ সভা এবং ইতিবৃত্ত বিষয়ক বইয়ের মোড়ক উন্মোচন, ২০২৫।

এতদ্বারা সকল কার্যকরী পরিষদ এবং সাধারণ সদস্যের সদয় অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, ২রা নভেম্বর এক সাধারণ সভা ও সংগঠনের ইতিবৃত্তসম্বলিত দ্বিতীয় সংস্করণের মোড়ক উন্মোচন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে।

নিম্নে সময়, স্থান এবং আলোচ্যসূচী উল্লেখ করা হলোঃ

সময় ও তারিখঃ দুপুর ১ ঘটিকা, ২রা নভেম্বর
স্থানঃ বাংলাদেশ মাল্টি পারপাছ সেন্টার,
136-148 Victoria Rd,
Birmingham, B6 5HH

আলোচ্যসূচীঃ
১। সভাপতির স্বাগত ভাষণ
২। সম্মেলন এবং সংগঠনের আলোকে বাংলা ভাষার স্বীকৃতির ইতিহাস
৩। সংগঠনের ইতিবৃত্ত নিয়ে বইয়ের
দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশনা উদযাপন
৪। ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা
৫। অন্য কোনো বিষয়

মধ্যাহ্নভোজের ব্যবস্থা রয়েছে।

অনুগ্রহপূর্বক আপনাদের উপস্থিতি নিশ্চিত করে কৃতজ্ঞ করবেন।

অনুরোধক্রমে,

তাফাজ্জল হোসেন চৌধুরী, সভাপতি।
ফয়জুর রহমান চৌধুরী এমবিই, মহাসচিব।

C/O Bangladesh Centre, 97 Walford Road, Sparkbrook, Birmingham B11 1NP
E-Mail: tafazzalchowdhury@gmail.com / faizchoudhurymbe@hotmail.com
Mobile: 0789 7618 548 / 0787 0592 109

জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম ইউকে, নিউহ্যাম শাখার উদ্যোগে গঠনমূলক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত

মাওলানা জুনায়েদ আহমদ, মাহফুজ চৌধুরী ও আলহাজ্ব মিজানুল ইসলামের ইউকে জমিয়তে যোগদান

জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম ইউকে, নিউহ্যাম শাখার উদ্যোগে গত ২১ অক্টোবর মঙ্গলবার মাদ্রাসাতুর রাওদ্বা শেইড সেন্টার মিলনায়তনে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশিক্ষণ মূলক আলোচনা সভা ও পরামর্শ মিটিং অনুষ্ঠিত হয়। ইউকে জমিয়ত নিউহ্যাম শাখার সভাপতি হাফিজ জিয়া উদ্দীনের সভাপতিত্বে ও নিউহ্যাম শাখার সেক্রেটারি মাওলানা আবদুল গাফ্ফারের সুন্দর পরিচালনায় অনুষ্ঠিত এ তাৎপর্যপূর্ণ ও গঠনমূলক আলোচনা সভায় উপস্থিত নেতৃবৃন্দ ইউকে জমিয়তের কার্যক্রমকে গতিশীল করার জন্য খোলামনে অতীব জরুরি প্রস্তাবাবলী পেশ করেন। ইউকে, ইউরোপ ও পশ্চিমা বিশ্বের সরেজমিন বাস্তবতাকে গভীর অনুভূতির সাথে উপলব্ধি করে কর্মসূচি প্রণয়নের প্রতি সমধিক গুরুত্বারোপ করেন উপস্থিত সকল বিজ্ঞজন।

সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্য দেন ইউকে জমিয়তের সভাপতি ডক্টর মাওলানা শুয়াইব আহমদ, প্রধান বক্তা হিসেবে তাৎপর্যপূর্ণ আলোচনা পেশ করেন ইউকে জমিয়তের সিনিয়র সহ-সভাপতি মুফতি আবদুল মুনতাকিম, বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্যে রাখেন ইউকে জমিয়তের সহ-সভাপতি মাওলানা সৈয়দ তামীম আহমদ, হাফিজ হুসাইন আহমদ বিশ্বনাথী ও ইউকে জমিয়তের জেনারেল সেক্রেটারি মাওলানা সৈয়দ নাঈম আহমদ। অন্যান্যের মধ্যে আলোচনায় অংশ নেন জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম ইউকের জয়েন্ট সেক্রেটারী হাফিজ মাওলানা মুহাম্মদ ইলিয়াস, জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম ইউকের ট্রেজারার হাফিজ রশিদ আহমদ, জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম ইউকের সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক মাওলানা মঈনুদ্দীন খান, জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম ইউকের তাফসীরুল কোরআন বিষয়ক সম্পাদক হাফিজ মাওলানা মোস্তাক আহমদ, লন্ডন মহানগর জমিয়তের সেক্রেটারী মুফতি সৈয়দ রিয়াজ আহমদ, জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম ইউকের সহ সাংগঠনিক সম্পাদক মাওলানা নাজমুল হাসান,ইউকে জমিয়তের উপদেষ্টা আলহাজ্ব খালিছ মিয়া,লন্ডন মহানগর জমিয়তের-প্রচার সম্পাদক মাওলানা আব্দুল হাই আল-হাদী, জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম ইউকে নিউহাম শাখার সহ সভাপতি হুছাইন আহমদ এবং মাওলানা বদরুল ইসলাম প্রমুখ।

সভায় কমিউনিটির তিনজন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব ও সমাজসেবী সর্বজনাব মাওলানা জুনায়েদ আহমদ, বিশিষ্ট ব্যবসায়ী মাহফুজ চৌধুরী ও প্রকৌশলী জনাব মিজানুল ইসলাম জমিয়তের কার্যক্রমকে গতিশীল করার প্রত্যয় নিয়ে জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম ইউকের দায়িত্বশীল কর্মী হিসেবে আনুষ্ঠানিকভাবে ইউকে জমিয়তে যোগদান করেন। এসময় ইউকে জমিয়ত নেতৃবৃন্দ কর্মবীর তিন জন আলেম ও কমিউনিটি ব্যক্তিত্বকে শতবর্ষ পূর্তি উপলক্ষে প্রকাশিত স্মারক ম্যাগাজিন হাতে তুলে দিয়ে বরণ করে নেন।

একসাথে সবুজ টাওয়ার হ্যামলেটস গড়ে তুলুন: যোগ দিন ক্লাইমেট অ্যালায়েন্সে

"টাওয়ার হ্যামলেটস ক্লাইমেট অ্যালায়েন্স” নামে টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিল নতুন এক বরো-ব্যাপী উদ্যোগের সূচনা করেছে। এই উদ্যোগের লক্ষ্য হলো স্থানীয় প্রতিষ্ঠান, ব্যবসা ও কমিউনিটি গুলোকে একত্রিত করে সমন্বিত এবং পরিমাপযোগ্য জলবায়ু কার্যক্রম পরিচালনা করা।

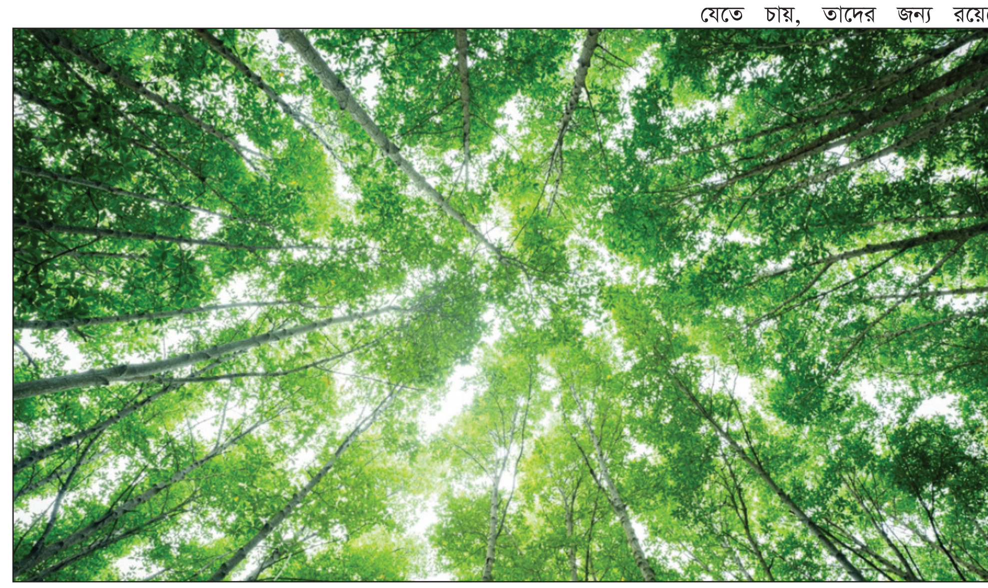

যে কোনো প্রতিষ্ঠান, যারা ইতিমধ্যেই টেকসই উন্নয়নের পথে নেতৃত্ব দিচ্ছে কিংবা এখনই এই যাত্রা শুরু করছে, তারা এই অ্যালায়েন্সের মাধ্যমে সহযোগিতা, জ্ঞান বিনিময় এবং যৌথ পদক্ষেপের সুযোগ পাবে। ক্লাইমেট অ্যালায়েন্সে যোগদান সম্পূর্ণ ফ্রি।

এই অ্যালায়েন্স টাওয়ার হ্যামলেটসের মধ্যে একটি দৃশ্যমান ও ক্রমবর্ধমান আন্দোলনের সূচনা করবে, যা স্থানীয় পর্যায়ে জলবায়ু সংকট মোকাবেলায় বাস্তব পদক্ষেপ নেবে। অংশগ্রহণকারী প্রতিষ্ঠানগুলো কেবল নিজেদের পরিবেশগত দায়বদ্ধতা বাড়াবেই না, বরং একে অপরের সঙ্গে সহযোগিতা করে দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব ফেলতে পারবে।

অ্যালায়েন্সের সদস্যরা জলবায়ু কর্মে প্রতিশ্রুতিশীল অংশীদার হিসেবে স্বীকৃতি পাবে এবং বরো-ব্যাপী ইভেন্ট ও জলবায়ু প্রচারণায় অংশ নেওয়ার আমন্ত্রণ পাবে। এছাড়াও, তাদের কাজ কেইস স্টাডি, সংবাদ প্রকাশনা ও অন্যান্য মাধ্যমে প্রদর্শিত হবে। যৌথ প্রকল্প ও তহবিলের সুযোগও থাকবে সদস্যদের জন্য।

সদস্যপদ উন্মুক্ত ও ফ্রি ক্লাইমেট অ্যালায়েন্সে সদস্যপদ সব ধরনের প্রতিষ্ঠানের জন্য উন্মুক্ত - ব্যবসা প্রতিষ্ঠান, কমিউনিটি গ্রুপ, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, হাউজিং অ্যাসোসিয়েশন, চ্যারিটি এবং সরকারি সংস্থা সকলেই সদস্য হতে পারবে।

সদস্য হতে কোনো বিশেষ জলবায়ু বিশেষজ্ঞ হওয়ার প্রয়োজন নেই; শুধু উদ্যোগী মানসিকতা এবং পদক্ষেপ নেওয়ার ইচ্ছাই যথেষ্ট।

যোগ দিতে আগ্রহীরা অনলাইনে (www.towerhamlets.gov.uk/lgnl/environment_and_waste/Sustainability/Climate-Alliance.aspx) সহজেই সাইন আপ করতে পারেন।

জলবায়ু নেতৃত্বে অগ্রগামীদের জন্য “চ্যাম্পিয়ন সদস্যপদ”

যেসব প্রতিষ্ঠান আরও এক ধাপ এগিয়ে যেতে চায়, তাদের জন্য রয়েছে “চ্যাম্পিয়ন সদস্য” হওয়ার সুযোগ।

চ্যাম্পিয়ন সদস্যরা নেট জিরো লক্ষ্য নির্ধারণ, অগ্রগতি প্রতিবেদন, কর্মীদের প্রশিক্ষণ ও স্থানীয় জলবায়ু উদ্যোগে সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে বরোতে জলবায়ু নেতৃত্বের উদাহরণ স্থাপন করবে। এর বিনিময়ে তারা পাবে বিশেষ স্বীকৃতি, এক্সক্লুসিভ সহায়তা এবং টাওয়ার হ্যামলেটসের জলবায়ু নেতৃত্বে আলোকপাতের সুযোগ।

বিস্তারিত জানতে বা টাওয়ার হ্যামলেটস ক্লাইমেট অ্যালায়েন্স টিমের সঙ্গে কথা বলতে যোগাযোগ করুন:

ইমেইল: climate@towerhamlets.gov.uk

গ্রিন ফ্ল্যাগ পুরস্কার-প্রাপ্ত টাওয়ার হ্যামলেটসের পার্কের জন্য ভোট দিন

জাতীয়ভাবে শীর্ষ ১০টি ইউকে পার্ক নির্বাচন করার জন্য গ্রিন ফ্ল্যাগঅ্যাওয়ার্ড সবাইকে তাদের প্রিয় সবুজ স্থান বেছে নেওয়ার জন্য আহবান জানিয়েছে।

কর্মী ও স্বেচ্ছাসেবকদের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে, টাওয়ার হ্যামলেটসে আমাদের ১৪টি গ্রিন ফ্ল্যাগ পুরস্কার-প্রাপ্ত পার্ক রয়েছে, যার মধ্যে রয়েছে আমাদের অত্যন্ত প্রিয় ভিক্টোরিয়া পার্ক, যা আবারও প্রতিযোগিতায় রয়েছে ২০২৫ সালের গ্রিন ফ্ল্যাগ পিপল’স চয়েস অ্যাওয়ার্ডের জন্য।

ভোট দিতে আপনার মাত্র ৩০ সেকেন্ড সময় লাগবে, কিন্তু এটি ভিকি পার্কের সৌন্দর্য, কমিউনিটির চেতনা এবং সবুজ উৎকর্ষকে সারা দেশে তুলে ধরতে সাহায্য করতে পারে।

ভিকি পার্ককে ১৩তম ধারাবাহিক বারের মতো পিপল’স চয়েস খেতাব ধরে রাখতে সাহায্য করুন।

www.greenflagaward.org/park-summary/?park=1577- এই ওয়েবসাইটে গিয়ে আপনার প্রিয় ভিক্টোরিয়া পার্ককে ভোট দিন।

লন্ডনের হাউস অফ লর্ডসে জমকালো আয়োজনে অনুষ্ঠিত হলো ৬ষ্ঠ ন্যাশনাল কারি অ্যাওয়ার্ড ২০২৫

এহসানুল ইসলাম চৌধুরী শামীম

লন্ডনে জমকালো আয়োজনে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল যুক্তরাজ্যের রেস্টুরেন্টে শিল্পের অন্যতম মর্যাদাপূর্ণ অনুষ্ঠান ‘ন্যাশনাল কারি অ্যাওয়ার্ড ২০২৫। ন্যাশনাল কারি এওয়ার্ডের উদ্যোগে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে ব্রিটিশ রাজনীতিক, সংসদ সদস্য, লর্ড সভার সদস্য, ব্যবসায়ী ও রেস্টুরেন্ট উদ্যোক্তাদের উপস্থিতিতে উদযাপিত হয় যুক্তরাজ্যের রেস্টুরেন্ট খাতে বাংলাদেশিদের সাফল্য।

ন্যাশনাল কারি অ্যাওয়ার্ড ২০২৫। অনুষ্ঠানটি প্রাণবন্তভাবে উপস্থাপনা করেন জনপ্রিয় মিডিয়া ব্যক্তিত্ব মোমিন খান।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ওয়েস্টমিনস্টার সিটি কাউন্সিলের লর্ড মেয়র কাউন্সিলর পল ডিমোলডেনবার্গ (Cllr. Paul Dimoldenberg)। তিনি তাঁর বক্তব্যে বলেন, কারি ইন্ডাস্ট্রি এখন শুধু একটি ব্যবসা নয়, এটি ব্রিটেনের সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের অবিচ্ছেদ্য অংশ। বলা ইন্ডাস্ট্রি শুধু ব্যবসা নয়, এটি এক সাংস্কৃতিক সেতুবন্ধন। এখানে বিভিন্ন জাতি, সংস্কৃতি ও স্বাদের মিলন ঘটে- যা ব্রিটিশ সমাজের ঐক্যের প্রতীক।”

কাউন্সিলর ম্যাগি কারম্যান বলেন, “কারি হাউসগুলো আজ শুধু খাবারের জায়গা নয়, বরং কমিউনিটির মানুষের মিলনস্থল। এই শিল্প আমাদের সমাজে বন্ধুত্ব, ঐক্য ও ভালোবাসার বার্তা ছড়িয়ে দেয়।”

এবারের অনুষ্ঠানে ইংল্যান্ডের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বাছাই করা ২২টি সেরা

অনুষ্ঠানের উদ্বোধনী বক্তব্যে ন্যাশনাল কারি এওয়ার্ডের ফাউন্ডার আব্দুল আহাদ চৌধুরী বলেন, “রেস্টুরেন্ট শিল্প নানা চ্যালেঞ্জের মধ্যেও এগিয়ে চলছে।

এই শিল্পের সাফল্য তুলে ধরতে ন্যাশনাল কারি অ্যাওয়ার্ড গত ৬ বছর ধরে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

যায়, কারি এখন ইংল্যান্ডের জাতীয় খাবার।

অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন এন্ডি ম্যাকন্যাক এমপি (Andy MacNac MP), আনা গেলডার্ড এমপি (Anna Gelderd MP), ওয়ারিন্ডার জ্যাস এমপি (Warinder Jass MP) এবং কাউন্সিলর ম্যাগি কারম্যান

রেস্টুরেন্টকে চারটি ক্যাটাগরিতে পুরস্কার প্রদান করা হয়- ‘বেস্ট কারি রেস্টুরেন্ট’, ‘রাইজিং স্টার রেস্টুরেন্ট’ এবং ‘লাইফটাইম অ্যাচিভমেন্ট অ্যাওয়ার্ড’।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত অতিথিরা বলেন, এ ধরনের আয়োজন দক্ষিণ এশীয় কমিউনিটির গর্ব ও ঐক্যের প্রতীক।

ন্যাশনাল কারি অ্যাওয়ার্ডের সংগঠক আহাদ চৌধুরী তাঁর বক্তব্যে আরনওবলেন, “এই অ্যাওয়ার্ডের মূল উদ্দেশ্য হলো ব্রিটিশ কারি ইন্ডাস্ট্রির অবদানকে জাতীয়ভাবে স্বীকৃতি দেওয়া এবং যারা দিন-রাত পরিশ্রম করে এই ইন্ডাস্ট্রিকে এগিয়ে নিচ্ছেন, তাদের সম্মান জানানো।”

তিনি আরও বলেন, কারি এখন ব্রিটিশ জীবনের অংশ। আমরা চাই, আগামী প্রজন্ম এই ঐতিহ্যকে এগিয়ে নিয়ে যাক এবং ব্রিটিশ কারির সুনাম আরও উজ্জ্বল করুক।”

ব্রিটিশ কারি ইন্ডাস্ট্রির ঐতিহ্য, অবদান ও সাফল্য উদযাপন করতে লন্ডনের ঐতিহাসিক হাউস অফ লর্ডস-এ অনুষ্ঠিত হলো বহুল প্রতীক্ষিত ৬ষ্ঠ

(Cllr. Maggie Carman)। তাঁরা সকলেই ব্রিটিশ অর্থনীতি ও সংস্কৃতিতে দক্ষিণ এশীয় কমিউনিটির অবদানের উচ্চ প্রশংসা করেন।

এন্ডি ম্যাকন্যাক এমপি বলেন, কারি ব্যবসা আজ ব্রিটেনে হাজার হাজার মানুষের কর্মসংস্থান তৈরি করেছে। এটি শুধু একটি খাবার নয়, বরং আমাদের সমাজের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির একটি গুরুত্বপূর্ণ চালিকাশক্তি।”

আনা গেলডার্ড এমপি বলেন, বাংলাদেশি, ভারতীয় ও পাকিস্তানি রেস্টুরেন্ট মালিকরা তাঁদের পরিশ্রম ও মেধার মাধ্যমে ব্রিটেনের বহুসাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে আরও সমৃদ্ধ করেছেন। তাঁদের অবদান অনন্য।”

ওয়ারিন্ডার জ্যাস এমপি বলেন, “কারি এটি শুধু রেস্টুরেন্ট ব্যবসার সাফল্য নয়, বরং এক বিশাল সাংস্কৃতিক উদযাপন।

২০০৮ সালের এক জরিপের ফলাফল অনুযায়ী বিলেতে বাঙালী মালিকানাধীন প্রায় ১২ হাজার কারি হাউস আছে বলে ধরে নেওয়া হয়।

এই শিল্পে কাজ করছেন ১শ হাজারের বেশি মানুষ। বিলেতে বাঙালী মালিকানাধীন কারি ইন্ডাষ্ট্রির বাৎসরিক টার্নওভার প্রায় ৪ দশমিক ২ বিলিয়ন পাউন্ড। বিলেতে বাঙালী মালিকানাধীন রেষ্টুরেন্ট ও টেকওয়ে তথা এই সেক্টরের ব্যবসা প্রতিষ্ঠানকে কেন্দ্র করে এখন অনেকগুলো সংগঠন কাজ করছে। তার মধ্যে ন্যাশনাল কারি এওয়ার্ড ও অন্যতম।

যুক্তরাজ্যের করবিতে সিএমএ ফুটবল টুর্নামেন্টে বেঙ্গল ব্লাড এফসি চ্যাম্পিয়ন

উৎসবমুখর পরিবেশে অনুষ্ঠিত সিএমএ ফুটবল টুর্নামেন্ট ২০২৫। নর্থাম্পটন শায়ারের করবির টিশাম কলেজ মাঠে ১৯ অক্টোবর রবিবার দিনব্যাপী খেলায় ছিল উচ্ছ্বাস আর আনন্দ।এবারের টুর্নামেন্টে অংশ নেয় ৫টি দল।দল গুলো হচ্ছে বেঙ্গল ব্লাড এফসি, বেঙ্গল বলারস এফসি, অল স্টার এসি বাই পার্টস এফ সি ওএফ সি লেজেন্ড। কবি মুসলিম কমিউনিটি তৃতীয়বারের মতো এই চ্যারিটি ফুটবল টুর্নামেন্ট আয়োজন করে। খেলা দেখার জন্য বিপুলসংখ্যক ক্রীড়া মোদী দর্শক ও খেলোয়াররা উপস্থিত ছিলেন।

এতে ফাইনাল খেলায় বেঙ্গল ব্লাড এফসি ১-০গোলে বেঙ্গল বলারস এফসি কে হারিয়ে প্রথমবারের মতো চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করে। খেলায় সর্বোচ্চ গোলদাতার পুরস্কার পান বেঙ্গল ব্লাড এফসির হাবিবুল্লাহ মিসবাহ ও গোল্ডেন গ্লাভস পান একই দলের গোলাম রব্বানী নাহিন। স্পোর্টস অর্গানাইজিং ম্যানেজমেন্ট বালেন্ডর এএওয়ার্ড পান ইউসুফ চৌধুরী।

খেলা শুরু হওয়ার আগে করবি মুসলিম কমিউনিটির চেয়ারম্যান ইউসুফ চৌধুরী সভাপতিত্বে ও সেক্রেটারি সাবেক করবি মেয়র মুজিবুর রহমানের পরিচালনায় এতে এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন করবি ও ইস্ট নর্থাম্পটন শায়ারের এমপি লি ব্যারন, বিশেষ অতিথি ছিলেন নর্থাম্পটন শায়ারের পুলিশ ফায়ার ও ক্রাইম কমিশনার ড্যানিয়েল স্টোন, করবি টাউন কাউন্সিলের ডেপুটি মেয়র সুজান কালাইয়ংহাম, নাফার আহমদ, আবু লেইস ও সিরাজ আলী বিইম।

অন্যান্য মধ্যে বক্তব্য রাখেন করবি

মুসলিম কমিউনিটির ট্রেজারার আব্দুল খালিক ও ট্রাস্টি হাজী সমির মিয়া।

খেলায় ১৩ টি ক্যাটাগরিতে ১৩০ টি অ্যাওয়ার্ড প্রদান করা হয়।

খেলা শেষে চ্যাম্পিয়ন ও রানার্সআপ দলের খেলোয়ার কর্মকর্তাদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন নর্থাম্পটন শায়ারের পুলিশ ফায়ার ও ক্রাইম কমিশনার ড্যানিয়েল স্টোন, করবি টাউন কাউন্সিলের ডেপুটি মেয়র সুজান কালাইয়ংহাম।

এই ফুটবল টুর্নামেন্ট থেকে করবি সেন্ট্রাল মসজিদের জন্য সংগ্রহ করা হয় এক হাজার ৬৭০ পাউন্ড।

করবি মুসলিম কমিউনিটির চেয়ারম্যান সাবেক কাউন্সিলর ইউসুফ চৌধুরী এওয়ার্ড পাওয়ার পর তার প্রতিক্রিয়ায় বলেন, ২০১১ সাল থেকে গত এক দশক ধরে ক্রীড়া সংগঠিত ব্যবস্থাপনা খাতে আমার অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ, এই মর্যাদাপূর্ণ Ballon d'Or Award-এর প্রথম প্রাপক হতে পেরে আমি গভীরভাবে সম্মানিত।

আমি বিশ্বাস করি এই স্বীকৃতি একটি নজির স্থাপন করবে এবং অন্যদেরকে সম্প্রদায় এবং কর্বি সেন্ট্রাল মসজিদে অর্থপূর্ণ অবদান রাখতে অনুপ্রাণিত করবে, ইনশাআল্লাহ।

আবারও আপনাদের সকলের প্রতি আপনাদের দয়া এবং কৃতজ্ঞতার জন্য আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা। আপনাদের ভালোবাসা এবং স্নেহ আমাকে অনুপ্রাণিত করে এবং এই চমৎকার সম্প্রদায়ের মধ্যে আমাকে মূল্যবান বোধ করায়।

এছাড়াও আমি আমাদের সম্মানিত অতিথি ড্যানিয়েল স্টোন (নর্থাম্পটনশায়ারের পুলিশ ফায়ার অ্যান্ড ক্রাইম কমিশনার) এবং সুজান কানিংহাম (করবি টাউন কাউন্সিলের ডেপুটি মেয়র) কে ধন্যবাদ জানাতে চাই। তাদের কাছ থেকে এই বেলুন ডি'অর গ্রহণ করা একটি আনন্দের মুহূর্ত ছিল।

প্রিয় ভাই মোহাম্মদ মুজিবুর রহমান (করবি মুসলিম কমিউনিটির সচিব) কে অসংখ্য ধন্যবাদ, সম্প্রদায়ের প্রতি আমার অবদানের স্বীকৃতি দেওয়ার জন্য তাঁর সুন্দর কথার জন্য।

HOME TUITION

Are you worried about Maths, Science and English?

No worries! Call our UK expert GCSEs, 11plus and SATs qualified teachers.

- 100% proven grades 8/9 in GCSEs Maths and Science in 2025.
- 99 % proven success rates for 11 plus in Redbridge, Bexley, Kent and private schools in past 7 years.
- Outstanding proven results in KS2 SATS over the last 12 years.
- From year 1 to GCSEs. 12 years of success. Expert in AQA, Edexcel, OCR GCSEs exams and 11 plus mock preparation.

Speak directly to a DBS verified teacher, and discuss your child's tuition now .

Shohel Ahmed, B.COM (Hons) in Accounting with Maths
Mob: 07921881890, email: Shohel_1000@yahoo.com
Najia Rahman Chowdhury QTS in Primary
Mob: 07931510811.
Address: 42 Blake Avenue Barking, IG11 9SQ

বার্মিংহামের বাংলাদেশ কালচারাল সোসাইটি মিডল্যান্ডসের চার দশক পুর্তি

সরওয়ার আহমেদ : চার দশকে পদার্পন করাকে স্মরণীয় করতে আড়ম্ভরপুর্ণ নানা আয়োজনে, উৎসবে গৌরবের চার দশক উদযাপন করেছে বার্মিংহামের বাংলাদেশ কালচারাল সোসাইটি মিডল্যান্ডস। সংগঠনটির পক্ষ থেকে গত ২০ অক্টোবর আয়োজন করা হয় দিন্যব্যাপি অনুষ্টান মালা। শিল্প-সংস্কৃতি-কৃষ্টির সাথে সংশ্লিষ্ট বাঙালী কমিউনিটির সৃজনশীল নানা গুনীজন এবং প্রবাসী বাঙালীদের উপস্থিতিতে বার্মিংহামের একটি হলে এই অনুষ্টানমালা অনুষ্ঠিত হয়। সাংস্কৃতিক সম্পাদিকা হাফিজা ইসলামের সঞ্চালনায় সাধারণ সম্পাদক জায়েদ খান, ডঃ মিনার ও ডক্টর উম্মে রুমানা হকের তত্বাবধানে শুরু হওয়া গৌরবের ৪০ বছর শীর্ষক এই অনুষ্টানে সভাপতিত্ব করেন সভাপতি মোহাম্মদ তৌফিক ইসলাম। শুরু থেকে সাম্প্রতিক সময় পর্যন্ত বাংলাদেশ কালচারাল সোসাইটি মিডল্যান্ডসের চার দশকের বর্ণাঢ্য পথচলায় নানাভাবে ভূমিকা রাখায় অনুষ্টানে ১৪ জনকে বিশেষ সম্মাননা এওয়ার্ড প্রদান করা হয়। একই সাথে এওয়ার্ড প্রদান করা হয় নবপ্রজন্মের কৃতিমান বেশ ক'জন প্রতিভাময়ীদেরও। অনুষ্টানে প্রধান অতিথি হিসেবে যোগ দেন বার্মিংহামের লর্ড মেয়র কাউন্সিলর জাফর ইকবাল এমবিই। আর বিশেষ অতিথি ছিলেন বার্মিংহামের বাংলাদেশী সহকারী হাইকমিশনের ফাষ্ট সেক্রেটারী হামিদা খাতুন। বাংলাদেশ কালচারাল সোসাইটি মিডল্যান্ডসের চার দশক পুর্তিতে শুভেচ্ছা জানাতে অনুষ্টানে যোগ দেন, বিঅন টিভি ইউকে প্রধান নির্বাহী আব্দুল এম চৌধুরী সুমনসহ বাঙালী কাউন্সিলর মমতাজ হোসেন, ডাক্তার সাইদ, বাংলাদেশ মাল্টিপারপাস সেন্টারের চেয়ারম্যান কামরুল হাসান চুনু, কমিউনিটি ব্যক্তিত্ব তফাজ্জল হোসেন চৌধুরী, রওশন চৌধুরী, আবু জাহের কাবির, ডঃ মিজান প্রমূখসহ অন্যান্যরা। সবশেষে ছিলো মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক পরিবেশনাও। নৃত্যশিল্পি অনন্যার দৃষ্টিনন্দন নৃত্য ছাড়াও এতে সঙ্গীত পরিবেশন করেন ইশতিয়াক, ডাক্তার মিনার, বাপিতা ও প্রীতমসহ অন্যান্যরা।

শেফিল্ডে বেঙ্গল ষ্টার স্পোর্টস এসোসিয়েশনের ফুটবল প্রতিযোগিতা

এবাদুর রহমান খালেদ (শেফিল্ড) ঃ প্রবাসে বেড়ে উঠা নতুন প্রজন্মের বাঙালীদের খেলাধুলার বিষয়ে আগ্রহী করার লক্ষ্যে বার্মিংহামের নিকটবর্তী শেফিল্ড বেঙ্গল ষ্টার স্পোর্টস এসোসিয়েশনের উদ্যোগে ক্ষুদে ফুটবলারদের নিয়ে এক ফুটবল প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়েছে। প্রতিযোগিতায় অংশ নেওয়া বিভিন্ন দলের খেলোয়াড় কর্মকর্তা সমর্থক ও অভিভাবকসহ বিপুল ক্রীড়ামোদী দর্শকদের উপস্থিতিতে ১৮ অক্টোবর শনিবার ওয়ালসলের ব্রডওয়ে ওয়েষ্ট প্লেয়িং ফিল্ডস এই প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। তিনটি ক্যাটাগরীতে ছয় থেকে ষোলো বছর বয়সী ক্ষুদে ফুটবলারদের নিয়ে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রতিযোগিতায় অংশ নেওয়া বাঙালী শিশু কিশোররা ছাড়াও অংশ নেয় সংখ্যালঘু কমিউনিটিরও অনেক খেলোয়াড়। নিজেদের সন্তানদের উৎসাহ যোগাতে আসা অভিভাবকরা উপভোগ করেন এই প্রতিযোগিতা। বিপুল সংখ্যাক মহিলার উপস্থিতি ছিলো লক্ষনীয়। খেলা শেষে পুরস্কার বিতরণীতে অংশ নেন আয়োজক সংগঠন বেঙ্গল ষ্টার স্পোর্টস এসোসিয়েশনের সভাপতি শফিক মিয়া, সহ সভাপতি ময়না মিয়া, সাধারণ সম্পাদক ইলিয়াস খোন্দকার, কোষাধ্যক্ষ ছুরুক মিয়া, স্থানীয় কাউন্সিলর নওয়াজ ও ওয়ালসলের কাউন্সিলের কর্মকর্তা নাহিদ আহমেদ প্রমূখ। উল্লেখ্য ওয়ালসল কাউন্সিলের সহযোগিতায় উক্ত প্রতিযোগিতায় মুল স্পন্সর ছিলো এফবি সুপার মার্কেট ও সি মস টেকনোলজী ওয়ালসল।

চট্রলার মেজবান দেখলো বার্মিংহামের বাঙালীরা

রাকিব আহমেদ ঃ বার্মিংহামে চট্রগ্রাম সমিতি ইউকের ৩০ বছর পুর্তি উপলক্ষ্যে অনুষ্ঠিত হয়েছে চট্রলাবাসীর ঐতিহ্যবাহী মেজবান অনুষ্টান। বার্মিংহাম ও তার পার্শ্ববতী বিভিন্ন শহরে থাকা বৃহত্তর চট্রগ্রামের বিভিন্ন উপজেলার প্রবাসী বাংলাদেশীসহ বার্মিংহামের বাঙালী কমিউনিটির বিভিন্ন নেতৃবৃন্দের উপস্থিতিতে গত ১২ অক্টোবর স্মলহীথের একটি বানকুয়েটিং হলে এই মেজবান অনুষ্ঠিত হয়। পারস্পরিক সহযোগিতা সহমর্মিতাসহ প্রবাসে থাকা চট্টগ্রামবাসীদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব-ঐক্য ও বন্ধন আরো সুদৃঢ় করার লক্ষ্যে দীর্ঘ তিন দশক ধরে চট্রগ্রাম সমিতি ইউকে কাজ করে যাচ্ছে বলে জানিয়ে আয়োজকরা জানান, তাদের ঐতিহ্যকে ধারন করতেই এই প্রথমবারের মতো বার্মিংহামে মেজবান আয়োজন করা হয়েছে।

গ্রেটার সিলেট ডেভেলপমেন্ট এন্ড ওয়েলফেয়ার কাউন্সিল ইন ইউকে নর্থ রিজিয়নের স্বেচ্ছায় পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা অভিযানে অংশগ্রহণ

যুক্তরাজ্যের স্কানথর্প শহরে গ্রেটার সিলেট ডেভেলপমেন্ট এন্ড ওয়েলফেয়ার কাউন্সিল ইন ইউকে নর্থ রিজিয়নের স্কানথর্প শাখার আয়োজনে ও নর্থ লিঙ্কনশায়ার কাউন্সিলের সহযোগিতায় স্বেচ্ছায় পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা অভিযানে অংশগ্রহণ করেন সংগঠনের সকল নেতৃবৃন্দ।

রোববার দুপুর ১২টা থেকে দিনব্যাপী এই পরিষ্কার এ অভিযানে স্কানতর্প শহরের মেইন সড়ক ফ্রডিংহাম রোড, এলিজাবেথ স্ট্রীট, বাঁকলে স্ট্রিট, টিল স্ট্রিট পার্সিভল স্ট্রিট, স্মিথ স্ট্রিট সহ বেশ কয়েকটি সড়কের দুপাশের আবর্জনা তুলে পরিষ্কার করে সংগঠনটির সকল সদস্যরা।

এই পরিষ্কার অভিযানে উপস্থিত ছিলেন নর্থ লিঙ্কন শায়ের কাউন্সিল লিডার রবওয়েলতাম এমবি, সংগঠনের চেয়ারম্যান শহীদুর রহমান জামাল, সিনিয়র সহ-সভাপতি আখতার চৌধুরী, সাধারণ সম্পাদক শাহ আক্কাস আলী, জয়েন্ট সেক্রেটারি এনামুল আলম, কোষাধক্ষ্য আব্দুল্লাহ আল আজিজ, সহ-কোষাধক্ষ্য এবাদুর রহমান, সাংগঠনিক সম্পাদক নাঈম তালুকদার, সহ - সাংগঠনিক সম্পাদক মহিবুর রহমান জাকির, কালচারাল সেক্রেটারি মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম নবাব, এসিসট্যান্ট কালচারাল সেক্রেটারি সফিকুর রহমান, প্রেস এন্ড পাবলিসিটি সেক্রেটারি খাদিমুল ইসলাম, এসিসটেন্ট প্রেস এন্ড পাবলিসিটি সেক্রেটারি রামিম রহমান, মেম্বারশিপ সেক্রেটারি আব্দুল মালেক, মেম্বারশীপ সেক্রেটারি মাহমুদুল হক মান্না, এক্সিকিউটিভ মেম্বার কারিমুল হাসান, সাহেদুর রহমান, খালেদ মিয়া, কাওসার, সহ আরো অনেকেই।

কাউন্সিল অব মস্কের সাধারণ সভা ও নির্বাচন সম্পন্ন

শামসুল হক চেয়ারম্যান, হীরা ইসলাম সেক্রেটারি, জাহেদী ক্যারল ট্রেজারার

টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিল এলাকার মসজিদ পরিচালনাকারী শীর্ষ সেবামূলক সংগঠন 'কাউন্সিল অব মস্ক'-এর সাধারণ সভা ও নির্বাচন সম্পন্ন হয়েছে। শনিবার (১৮ নভেম্বর) লন্ডন মুসলিম সেন্টারে আয়োজিত এ নির্বাচনে সংগঠনের ভোটার (কাউন্সিলর) ও প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে প্রত্যক্ষ ভোটের মাধ্যমে নতুন কমিটি গঠন করা হয়।

নির্বাচন পরিচালনা করেন টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিলের নির্বাহী মেয়র লুতফুর রহমান। তাকে সহযোগিতা করেন কাউন্সিল অব মস্কের সিনিয়র অফিসার আজম খান ও কয়েছ আহমেদ। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন ডেপুটি মেয়র মায়ুম তালুকদার, কাউন্সিলর সাফি আহমেদ, কামরুল হোসেন, বেলাল উদ্দিন ও ফারুক খান।

প্রধান নির্বাচন কমিশনার ও টাওয়ার হ্যামলেটসের নির্বাহী মেয়র লুতফুর রহমান বলেন, "২৫ অক্টোবর হোয়াইটচ্যাপেলে ফার-রাইট গ্রুপের উপস্থিতির বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে। তাদের ঘৃণা ও বিভেদের রাজনীতির বিরুদ্ধে আমাদের ঐক্যই সবচেয়ে বড় জবাব।" তিনি লন্ডন মুসলিম সেন্টারে কাউন্সিল অব মস্ক আয়োজিত সাধারণ সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে এ আহ্বান জানান।

নবনির্বাচিত কমিটি (২০২৫-২০২৭): চেয়ারম্যান: আলেমে দ্বীন হাফেজ মাওলানা শামসুল হক, জেনারেল সেক্রেটারি: সিরাজুল ইসলাম হীরা, ট্রেজারার: সিনিয়র সাংবাদিক ও কমিউনিটি ব্যক্তিত্ব মো. আব্দুল মুনিম জাহেদী ক্যারল, সিনিয়র ভাইস-চেয়ারম্যান: আলহাজ্ব ফারুক আহমদ, ভাইস-চেয়ারম্যান: মুহাম্মদ শামসুল হক, ডেপুটি সেক্রেটারি: মাহফুজ রব, এক্সিকিউটিভ মেম্বারগণ: মুহাম্মদ আতিক মিয়া, বসির আহমদ, নুরুল উল্লাহ, নুরুল আমিন, মুসলেহ উদ্দিন, ইতাওয়ার হোসেন মুজিব, আরজু মিয়া, মহিন উদ্দিন মজুমদার ও আতাউর রহমান

আগামী দুই বছর এই কমিটি টাওয়ার হ্যামলেটসের মসজিদ পরিচালনার কেন্দ্রীয় সংগঠন 'কাউন্সিল অব মস্ক'-এর নেতৃত্ব দেবে।

ঐক্য ও নিরাপত্তা জোরদারের আহ্বান

মেয়র লুতফুর রহমান বলেন, "হোয়াইটচ্যাপেলে ফার-রাইট ও ইউকিপ সমর্থকদের পরিকল্পিত কার্যক্রমের প্রতিক্রিয়ায় টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিল সম্প্রদায়ের নিরাপত্তা ও সংহতি নিশ্চিত করতে দৃঢ় পদক্ষেপ নেবে।"

তিনি আরও জানান, ২৫ অক্টোবর ২০২৫ তারিখে অনুষ্ঠিত 'টাওয়ার হ্যামলেটস ইউনিটি ডেমো' ছিল একটি ঐক্য ও সংহতির প্রতীক, যার মূল উদ্দেশ্য ছিল চরম ডানপন্থী গোষ্ঠীর বিভাজনমূলক কর্মকাণ্ডের প্রতিবাদ এবং স্থানীয় সম্প্রদায়ের ঐক্য ও সহনশীলতা বজায় রাখা।

তিনি সকল স্থানীয় বাসিন্দা, মুসলিম সম্প্রদায়ের সদস্য ও নাগরিক সংগঠনকে শান্তিপূর্ণ ঐক্য উদ্যোগে সক্রিয় অংশগ্রহণের আহ্বান জানান।

সভায় উপস্থিতি ও বক্তব্য

দুই পর্বে অনুষ্ঠিত সভার প্রথম পর্বে সভাপতিত্ব করেন কাউন্সিল অব মস্কের চেয়ারম্যান আল্লামা হাফেজ মাওলানা শামসুল হক, এবং পরিচালনা করেন জেনারেল সেক্রেটারি সিরাজুল ইসলাম হীরা।

সভায় উপস্থিত ছিলেন - ইস্ট লন্ডন মসজিদ ও লন্ডন মুসলিম সেন্টারের চেয়ারম্যান ড. আব্দুল হাই মুর্শেদ, দারুল উম্মাহ মসজিদের চেয়ারম্যান সলিছিটার আহমেদ মালিক, হেকনি রোড শাহ পরান মসজিদের ভাইস চেয়ারম্যান নূর বক্স, বায়তুল আমান মসজিদের চেয়ারম্যান আব্দুল বারী, সেক্রেটারি মঞ্জুর আলি প্রমুখ।

বক্তারা বলেন, আলেম-উলামা ও ইসলামী নেতৃত্বের এ সংগঠনটি শুধু ধর্মীয় ক্ষেত্রেই নয়, বরং সামাজিক ও আর্থসামাজিক উন্নয়নেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

তারা টাওয়ার হ্যামলেটসে ড্রাগ, নাইফ ক্রাইম ও অন্যান্য সামাজিক অপরাধ বৃদ্ধিতে উদ্বেগ প্রকাশ করেন এবং সমাজের প্রতিটি নাগরিককে অপরাধ প্রতিরোধে সক্রিয় ভূমিকা নেওয়ার আহ্বান জানান।

বক্তারা মত দেন যে, মসজিদগুলো সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধি ও যুব সমাজের সঠিক দিকনির্দেশনায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে।

লন্ডন বাংলা প্রেসক্লাবের মিডিয়া কাপ ফুটবল নিয়ে বাংলা কাগজের পর্যারলাচনা সভা

এবাদুর রহমান খালেদ ঃ লন্ডন বাংলা প্রেসক্লাবের উদ্যোগে সম্প্রতি অনুষ্ঠিত হওয়া মিডিয়া কাপ ফুটবল প্রতিযোগিতায় বাংলাদেশ স্পেন ও ইংল্যান্ড থেকে প্রকাশিত সংবাদপত্র বাংলা কাগজের অংশগ্রহন নিয়ে এক পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। বাংলা কাগজের ডাইরেক্টর,উপদেষ্টা ও সম্পাদকমন্ডলীর সদস্যসহ নানাজনের উপস্থিতিতে গত ২১ অক্টোবর বাংলা কাগজের বার্মিংহামের লজেলসের কার্যালয়ে এই সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে বাংলা কাগজ ফুটবল দলের অভুতপুর্ব সাফল্যে অংশ নেওয়া সকল খেলোয়াড় ও কর্মকর্তাদের প্রশংসায় উদ্ভাসিত করা হয়। বাংলা কাগজের সেক্রেটারী খসরু খানের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত উক্ত সভায় সভাপতিত্ব করেন বাংলা কাগজের চেয়ারম্যান আজাদ আবুল কালাম আর স্বাগত বক্তব্য রাখেন ফাইনেন্স ডাইরেক্টর আব্দুল কাদির আবুল। সভায় বাংলা কাগজের ফুটবল দলের মধ্যে অত্যন্ত চমৎকার ক্রীড়া নৈপুণ্য প্রদর্শন করে লন্ডন বাংলা প্রেসক্লাবের মিডিয়া কাপ ফুটবল প্রতিযোগিতায় সর্ব্বোচ্চ গোলদাতা হওয়ার গৌরব অর্জন করায় সাহিদুর রহমান সুহেল ও গোলরক্ষকের দায়িত্বে থাকা মিজানুর রহমানকে সকলের পক্ষ থেকে ফুলেল শুভেচ্ছা জানানো হয়। সভায় বিঅন টিভি ইউকের প্রধান নির্বাহী ও বাংলা কাগজের অন্যতম ডাইরেক্টর আব্দুল এম চৌধুরী সুমন, উপদেষ্টামন্ডলীর সভাপতি মাফিজ খান, উপদেষ্টা ফিরোজ রাব্বানী, এমদাদুল হক লাভলু ও বেলাল মাখনী, নির্বাহী সম্পাদক রিয়াদ আহাদ, বার্মিংহাম ব্যুরো প্রধান জয়নাল ইসলাম, বার্মিংহাম প্রতিনিধি লোকমান হোসেন কাজী, বিশেষ প্রতিনিধি আমিরুল ইসলাম বেলাল ছাড়াও প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন বার্মিংহাম বাংলা প্রেসক্লাবের প্রতিষ্টাতা সভাপতি প্রবীণ সাংবাদিক মোস্তফা চৌধুরী যুবরাজ। আর স্বরচিত কবিতা পাঠ করেন বাংলা কাগজের সাব এডিটর কবি মাফিদুল গণি মাহতাব। সভা শেষে বাংলা কাগজ স্পেন সংস্করনের উপদেষ্টা দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত বার্সেলোনার বাঙালী কমিউনিটি ব্যক্তিত্ব আব্দুল বাছিত কয়ছরের আশু রোগ মুক্তি কামনায় এক বিশেষ দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়।

হৃদয়ে বঙ্গবন্ধু ইউকের প্রতিবাদ সভা

লন্ডনঃ স্টাফ রিপোর্টার, যুক্তরাজ্যে বসবাসরত প্রাক্তন ছাত্রনেতাদের উদ্যোগে গঠিত" হৃদয়ে বঙ্গবন্ধু"ইউকের আয়োজনে বাংলাদেশে বর্তমান অশান্ত রাজনৈতিক পরিস্থিতি, বঙ্গবন্ধু ও মুক্তিযোদ্ধাদের অবমাননা তথা মব সন্ত্রাসের প্রতিবাদে এক সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত ১৯ অক্টোবর রবিবার বিকেলে পূর্ব লন্ডনের একটি কমিউনিটি সেন্টারে সংগঠনটির ব্যানারে আয়োজিত প্রতিবাদী সমাবেশে যুক্তরাজ্যের বিভিন্ন শহর থেকে সাবেক ছাত্রনেতা ও শুভানুধ্যায়ীসহ বিপুলসংখ্যক লোকের অংশগ্রহণে এ প্রতিবাদ সভায় সভাপতিত্ব করেন সাবেক ছাত্রনেতা আবুল হোসেন অদুদ এবং যৌথভাবে পরিচালনা করেন সাবেক ছাত্রনেতা লুৎফুর রহমান ও দেলওয়ার হোসেন দেলু ।সমাবেশে যোগ দিয়ে অতিথির বক্তব্য রাখেন রণাঙ্গনের বীর মুক্তিযোদ্ধা দেওয়ান গৌস সুলতান, বীর মুক্তিযোদ্ধা ফয়জুর রহমান খান, বীর মুক্তিযোদ্ধা সাদ উদ্দিন সানা,যুক্তরাজ্য আওয়ামীলীগের সিনিয়র যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক নঈম উদ্দিন রিয়াজ, জাতীয় চারনেতা পরিষদ যুক্তরাজ্যের সভাপতি ও লেখক গবেষক এডভোকেট শাহ ফারুক আহমেদ, বীর মুক্তিযোদ্ধা আলা উদ্দিন প্রমুখ।

সরকারের মদদে মব সন্ত্রাসের অবসান, জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব এবং মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি চরম অবমাননার তীব্র প্রতিবাদ করে তা অবিলম্বে বন্ধ এবং অবৈধ দখলদার ইউনুস সরকারের পদত্যাগের দাবি জানিয়ে বক্তব্য রাখেন সাবেক ছাত্রনেতা সাংবাদিক মোঃ বাবুল হোসেন, আতিকুর রহমান, বিয়ানীবাজার পৌরসভার সাবেক মেয়র সাবেক ছাত্রনেতা আব্দুস শুক্কুর, যুক্তরাজ্য যুবলীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক জামাল আহমদ খান, সাবেক ছাত্রনেতা ও শিক্ষাবিদ এনাম উদ্দিন, সাবেক ছাত্রনেতা কয়েস আহমদ, মাসুদ আহমেদ, মোয়াজিম হোসেন মজনু, রেজাউল করিম রেজা, জসিম উদ্দিন, আনোয়ার আহমদ, সাংবাদিক আলতাফ হোসেন, জেবুল ইসলাম, মুজাহিদ আহমদ, সেলিম মাহমুদ,আবেদুর রহমান শিপু, আশরাফ আহমদ, হাসান আহমদ, জুবের আহমদ, গিয়াস উদ্দিন, গোলাম কবির রুমেলসহ আরো অনেকে বক্তৃতা করেন।

সভায় আওয়ামীলীগ এর অঙ্গ ও সহযোগী সংগঠনের ওপর অবৈধ নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার, অবৈধ সরকারের পাতানো অবৈধ জামাতি আইসিটি আদালতের কার্যক্রম বন্ধ করে দেশে সুষ্ঠু ধারার রাজনৈতিক পরিবেশ সৃষ্টির আহ্বান জানানো হয় ।

মুসলিম কমিউনিটি অ্যাসোসিয়েশনের পূর্ণাঙ্গ কমিটি গঠন

মুসলিম কমিউনিটি অ্যাসোসিয়েশন এমসিএ এর নতুন সেশন ২০২৫-২০২৭ এর জন্য পূর্ণাঙ্গ কমিটি গঠিত হয়েছে। গত রোববার ১৮ অক্টোবর এমসিএ এর প্রথম শূরা কাউন্সিল সভায় নতুন এ কমিটি ঘোষণা করা হয়।

এর আগে ৫ অক্টোবর অনুষ্ঠিত বার্ষিক সাধারণ সভায় কেন্দ্রীয় সভাপতি ও শূরা কাউন্সিল নির্বাচন সম্পন্ন হওয়ার পর শুরা কাউন্সিলের প্রথম অধিবেশনে নতুন ও পূর্ণাঙ্গ কমিটির নাম ঘোষণা ও দায়িত্ব বন্টন করা হয়। সভায় নবনির্বাচিত কেন্দ্রীয় সভাপতি শূরা কাউন্সিলের পরামর্শক্রমে সাধারণ সম্পাদকসহ অন্যান্য দায়িত্বশীলদের বিভিন্ন দায়িত্ব বন্টন করেন। এই সেশনে শূরা কাউন্সিলে ৪০ জন নির্বাচিত সদস্য ও ২০ জন মনোনীত সদস্য অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন।

নবগঠিত কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পেয়েছেন হামিদ হোসাইন আজাদ ও সাধারণ সম্পাদক হিসেবে নির্বাচিত হয়েছেন নুরুল মতিন চৌধুরী। প্রথম শূরা কাউন্সিল সভায় ৬০ জনকে শূরা কাউন্সিলে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। সেইসাথে কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির নাম ঘোষনা করা হয় যারা হলেন, হামিদ হোসাইন আজাদ, নুরুল মতিন চৌধুরী, ড. দিলদার হোসেন চৌধুরী, মুসাদ্দিক আহমেদ, মুহাম্মদ মুস্তাক আহমেদ, নেসার আহমেদ, হাসান কাউসার আহমেদ, ড. আবদুদ দাইয়ান মোহাম্মদ ইউনুস, মনোয়ার হোসেন, রাজু মোহাম্মদ শিবলী, আছমা খান, সাইয়েদা আঞ্জুমারা বেগম এবং দিলওয়ার হোসাইন খান। সেইসাথে বিভাগীয় দায়িত্বসমূহ বন্টন করা হয়, যারা হলেন, কেন্দ্রীয় সভাপতি হামিদ হোসাইন আজাদ, সাধারণ সম্পাদক নুরুল মতিন চৌধুরী, এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর দিলওয়ার হোসাইন খান, ডেপুটি সেক্রেটারী ড. দিলদার হোসেন চৌধুরী ও মুসাদ্দিক আহমেদ, এ্যাসিটেন্ট সেক্রেটারী হাসান কাউসার আহমেদ ও ড. আশরাফ মাহমুদ। প্রশিক্ষণ সম্পাদক ড. আবদুদ দাইয়ান মোহাম্মদ ইউনুস, দাওয়াহ সম্পাদক নেসার আহমেদ, অফিস ও সমাজকল্যাণ সম্পাদক মুহাম্মদ মুস্তাক আহমেদ, সামাজিক ন্যায়বিচার, কমিউনিটি সম্প্রীতি ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক মনোয়ার হোসেন, মিডিয়া, গবেষণা ও প্রকাশনা সম্পাদক মুজাম্মেল হোসেন তুহিন, স্কাউট ও অ্যাফিলিয়েটস যুব সম্পাদক হাসান সিরাজ সালেকিন এবং যুব সম্পাদক তারেক রহমান।

এছাড়াও ৫ জন সাংগঠনিক সম্পাদক হিসেবে দ্বায়িত্ব পালন করবেন যারা হলেন, হাফিজ আবুল হুসাইন খান, জমিরুল ইসলাম বাবু, সাইয়েদ তোফায়েল হোসাইন, রাজু মোহাম্মদ শিবলী এবং মাহফুজ নাহিদ।

নতুন নেতৃত্বের প্রতি শুভেচ্ছা জানিয়ে এমসিএ এর সদস্যরা আশা প্রকাশ করেছেন, নতুন কমিটির উদ্যোগে ইউকে ও ইউরোপের মুসলমানদের প্রাণের সংগঠন আগামী দিনে আরও শক্তিশালী ও কার্যকর ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে ইনশা'আল্লাহ।

গ্লোবাল জালালাবাদ এসোসিয়েশন এর ৩য় আন্তর্জাতিক সন্মেলন স্পেনেরবার্সেলোনায় সফল ভাবে সম্পন্ন

তৃতীয় আন্তর্জাতিক জালালাবাদ উৎসব ২০২৫, স্পেনের বানিজ্যিক শহর বার্সেলোনায়১৯ অক্টোবর একটি অভিজাত হোটেলের হলরুমে জাঁকজমকপূর্ণ আয়োজনের মধ্যদিয়ে সম্পন্ন হয়েছে। বিশ্ব সিলেটিদের এ মিলন মেলায় যোগদান করতে ইংল্যান্ড,

আয়ারল্যান্ড, পর্তুগাল, ফ্রান্স, ইতালী, গ্রীস, আমেরিকা সহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকেস্পেনের বার্সেলোনায় সমবেত হন নেতৃবৃন্দ।

এবারের সন্মেলনে যে সব দাবী দাওয়া নিয়ে আলোচনা এবং সেমিনার সিম্পোজিয়ামঅনুষ্ঠিত হয় তার মোধ্যে উল্লেখযোগ্য বিষয় ছিল ঢাকা সিলেট মহাসড়কের কাজ দ্রুত সম্পন্ন করা।

সিলেট ওসমানী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে সরাসরি ফ্লাইটপরিচালনা করা।

এবং প্রবাসীদের ভোটাদিকার নিশ্চিত করা।

এ ছাড়াও সিলেটের উন্নয়নে বিভিন্ন দাবীদাওয়া উত্তাপিত হয়।

তিন পর্বের অনুষ্ঠানে প্রথমে সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের কেন্দ্রীয় সভাপতি, মুহিবুররহমান মুহিব এবং সঞ্চালনা করেন, সাধারণ সম্পাদক মইনুল হক চৌধুরী হেলাল ।শুরুতে শুভেচছা বক্তব্য রাখেন ফাউন্ডার ভাইস প্রেসিডেন্ট আবুল কালাম আজাদ ছোটন।

২য় পর্বে সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের স্পেন শাখার সভাপতি আমিন আলী রফিক এবংসঞ্চালনা করেন সাধারণ সম্পাদক সাব্বির রহমান। ৩য় পর্বে বিশেষ আকর্ষণ হিসেবেথাকে মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান । গান পরিবেশন করেন স্থানীয় শিল্পী সহ লন্ডন থেকেআগত স্বনামধন্য শিল্পীরা।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন স্কটিশ পার্লামেন্ট সদস্য ফয়ছলচৌধুরী(এম বি ই)

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আহমেদ উস সামাদ চৌধুরী জেপি (চেয়ারম্যান, চ্যানেল এস) ডক্টর অলী তছর উদ্দিন (এম বি ই)

(ডি বি এ) (জে পি)। বাংলাদেশ ক্যাটারারস অ্যাসোসিয়েশনের সাবেক প্রেসিডেন্ট, এম. এ. মুনিম, (অ বি ই,) বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের সাবেক হুইপ ও এমপি আলহাজ্বসেলিম উদ্দিন, এসিএফ চেয়ারম্যান ইয়ার খান, ক্রয়ডনের প্রাক্তন মেয়র কাউন্সিলরসেরওয়ান চৌধুরী, প্রবিণ রাজনীতিবিদ মারুফ চৌধুরী এবং বাংলাদেশ সেন্টারেরসাবেক ট্রেজারার, সিরাজুল ইসলাম।

এছাড়াও উক্ত অনুষ্ঠানের উপস্থিত ছিলেন, গ্লোবাল জালালাবাদ অ্যাসোসিয়েশন এরকেন্দ্রীয় কমিটির প্রধান ট্রেজারার রফিকুল হায়দার, ভাইস প্রেসিডেন্ট আবুল কালামআজাদ ছোটন, মোঃ আব্দুল মুনিম জাহেদী ক্যারল, অলি উদ্দিন শামিম, কাউন্সিলররিতা বেগম, কেন্দ্রীয় যুগ্ন সাধারণ সম্পাদক আব্দুল ওয়াদুদ দিপক আয়ারল্যান্ড থেকেকেন্দ্রীয় যুগ্ন সাধারণ সম্পাদক সাংবাদিক সেলিম আলম আলী ও গোলাম নাবী বাবুল, যুগ্ন সাধারণ সম্পাদক আবুল হোসেন, কেন্দ্রীয় দপ্তর সম্পাদক মোস্তাক আহমদ বাংলাদেশ ক্যাটারারস অ্যাসোসিয়েশনের সেক্রেটারি মিটু চৌধুরী, ভাইস প্রেসিডেন্ট ওবাংলাদেশ সেন্টারের ট্রেজারার ফয়জুল হক, জালালাবাদ অ্যাসোসিয়েশন ইউকে'রপ্রেসিডেন্ট সৈয়দ সাদেক আহমেদ,ফ্রান্স শাখার সভাপতি ফয়ছল উদ্দিন ও সাধারণসম্পাদক মিজানুর রহমান, পর্তুগাল শাখার সাধারণ সম্পাদক, মাছুম আহমেদ ও যুগ্মসাধারণ সম্পাদক ইকবাল হুসাইন কাঞ্চন,স্কটল্যান্ড থেকে গ্লোবাল জালালাবাদএসোসিয়েশনের আহ্বায়ক এনামুল হক চৌধুরী জালাল । গ্রীসের সভাপতি ও সাধারণসম্পাদক , বার্সেলোনার বাংলাদেশ কমিউনিটির নেতৃবৃন্দ সহ বিভিন্ন আঞ্চলিকরাজনৈতিক ও সামাজিক সংগঠনের নেতৃবৃন্দ।

কমিউনিটিতে বিশেষ অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ অনুষ্ঠানে তিন গুণী ব্যক্তিকে আজীবনসম্মাননা পুরস্কার প্রদান করা হয়। তারা হলেন, ডক্টর ওয়ালি তসর উদ্দিন, এমবি, ডিবিএ, জেপি, কাউন্সিলর সেরওয়ান চৌধুরী ও মাহমুদ হাসান, এমবিই। এই মর্যাদাপূর্ণসম্মাননা তাদের হাতে তুলে দেন, ফয়ছল চৌধুরী স্কটিশ এমপি এবং গ্লোবালজালালাবাদ অ্যাসোসিয়েশনের কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ।

গ্লোবাল জালালাবাদ অ্যাসোসিয়েশনের বিশ্ব সিলেটি প্রবাসীদের এ মিলন মেলায় দেশও জাতীর কল্যাণে ঐক্যবদ্ধ ভাবে কাজ করার অংগীকার এবং সিলেট বিভাগেরউন্নয়নে ভূমিকা রাখার দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করে সম্মেলনের সমাপ্তি ঘোষণা করে।

SHAHBAG JAMIA MADANIA QASIMUL ULUM
MADRASHA &ORPHANAGE
UK Charity No. 1126168
NGO Affairs Bureau Bangladesh Registration No- 3052
UK: 71-75 Blakeland Street, Birmingham, B9 5XQ
Bangladesh : P.O: Shahbag, Zakiganj, Sylhet.
Phone: 0088 01716602167 / 0088 0171 5336357

Welfare
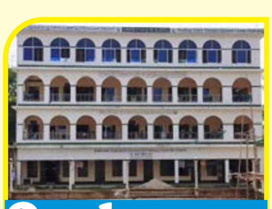
Orphanage

Madrasah
Please Help supporting the poor & needy with your:
Lillah Sadaqah Zakat Fitra
Fidya Kaffara Qurbani
PROJECTS
Hafiz Sponsor £250 x 3 = £750 .00
Shops (permanent income for Orphanage) Per Shop £2500.00
Class/Living Room for Orphanage Per Room £3000.00
Support Needed FISHERY Project to Generate Permanent Income for Madrasha & Orphanage
33 Decimal Land £1000, One Cow £400 Minnow (Fishery), Tree plant £100
Ashab-e-Badr Fund
one off payment £700.00 x 313 Donor
CAN DONATE VIA :
Paypal: shahbagjamia@yahoo.com
Online: www.shahbagjamia.com
Telephone: 0798 335 7324
UK Bank Details:
Shahbag Jamea Madania Quasimul Ulum Trust
HSBC Bank
Sort Code: 40-21-05 Account No: 51625608
B.I.C Swift Code- HBUKGB4112U
IBAN-GB98HBUK40210551625608
For further information please contact:
Maulana Abdul Hafiz, Principal
Mobile: 0798 335 7324
e: shahbagjamia@yahoo.com www.shahbagjamia.com

শাহজালাল বিমানবন্দরে কার্গো ভিলেজের আগুন : ১২ হাজার কোটি টাকার ক্ষতি

বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা : হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের কার্গো ভিলেজে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় প্রায় ১২ হাজার কোটি টাকার ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে বলে দাবি করেছে রপ্তানিকারকদের সংগঠন এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (ইএবি)। এই পরিস্থিতিতে অগ্নিকাণ্ডে ক্ষতিগ্রস্ত পণ্যের বিপরীতে বিমা দাবি দ্রুত নিষ্পত্তি ও বিমার বাইরে করা পণ্যের ক্ষেত্রে সরকারি বিশেষ তহবিল গঠন করে ক্ষতিপূরণ ও সহায়তা নিশ্চিত করার দাবি জানিয়েছে সংগঠনটি।

সোমবার রাজধানীর কারওয়ান বাজারে হোটেল সোনারগাঁওয়ে এক সংবাদ সম্মেলনে এসব দাবি জানান ইএবি সভাপতি মোহাম্মদ হাতেম। সংবাদ সম্মেলনে তৈরি পোশাক, বস্ত্রকল, ওষুধ, চামড়াসহ বিভিন্ন খাতের ব্যবসায়ী নেতারা উপস্থিত ছিলেন।

লিখিত বক্তব্যে মোহাম্মদ হাতেম বলেন, বিমানবন্দরের কার্গো ভিলেজে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় ব্যবসায়ীরা শঙ্কিত। এর মাধ্যমে নিরাপত্তা ব্যবস্থার ব্যাপক দুর্বলতা প্রকাশ পেয়েছে। এ ঘটনায় প্রাথমিকভাবে ১২ হাজার কোটি টাকার ক্ষয়ক্ষতি হয়ে থাকতে পারে।

তিনি বলেন, এই অগ্নিকাণ্ডে স্পষ্ট যে কার্গো ভিলেজের নিরাপত্তা ব্যবস্থা কার্যকর নয়। নিরাপত্তা ঘাটতির কারণে কেবল ব্যবসায়িক ক্ষতি নয়, আন্তর্জাতিক ক্রেতাদের কাছেও বাংলাদেশের ভাবমূর্তি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। দীর্ঘদিন ধরে রপ্তানিকারকরা কার্গো ভিলেজে নিরাপত্তাহীনতা, গুদাম

ব্যবস্থাপনায় অব্যবস্থাপনা ও মালামাল চুরির অভিযোগ জানিয়ে আসলেও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ কোনো কার্যকর পদক্ষেপ নেয়নি।

সংবাদ সম্মেলনে ইএবি বলেছে, ওষুধ, তৈরি পোশাক, কৃষিপণ্য, ফলমূল, হিমায়িত খাদ্য ও অন্যান্য রপ্তানিকারক খাত এতে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এই ঘটনায় বিদেশি ক্রেতারা বাংলাদেশের রপ্তানি পণ্যের নিরাপত্তা নিয়ে শঙ্কিত হতে পারেন, যা ভবিষ্যতে রপ্তানি চুক্তি ও অর্ডারে নেতিবাচক প্রভাব ফেলবে।

সরকারের প্রতি আহ্বান জানিয়েছে ইএবি সভাপতি বলেন, আগুনের ঘটনাটি যথাযথ গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করতে হবে এবং দ্রুত তদন্ত সম্পন্ন করে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে, যাতে ভবিষ্যতে এ ধরনের অঘটন আর না ঘটে।

এ সময় কার্গো ভিলেজের আধুনিকায়ন ও নিরাপত্তা ব্যবস্থার উন্নয়ন, ওষুধ শিল্পের জন্য আলাদা শীতাতপনিয়ন্ত্রিত গুদাম স্থাপন, নিরাপদ দূরত্বে রাসায়নিক গুদাম নির্মাণ ও সম্পূর্ণ অটোমেটেড ও আধুনিক প্রযুক্তিনির্ভর গুদাম ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করার দাবি জানিয়েছেন ব্যবসায়ীরা।

উল্লেখ্য, গত শনিবার দুপুর আড়াইটার দিকে বিমানবন্দরের কার্গো এলাকায় আকস্মিকভাবে আগুন লাগে।

রোহিঙ্গাদের সহায়তায় ৫০ লাখ ডলার অনুদান দিল দক্ষিণ কোরিয়া

বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা : বাংলাদেশে আশ্রয় নেওয়া রোহিঙ্গা শরণার্থীদের জন্য মানবিক সহায়তা ও সুরক্ষা কার্যক্রমে জাতিসংঘ শরণার্থীবিষয়ক সংস্থাকে (ইউএনএইচসিআর) ৫০ লাখ মার্কিন ডলারের অনুদান দিয়েছে দক্ষিণ কোরিয়া। সোমবার এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে ইউএনএইচসিআর এ তথ্য জানিয়েছে। ইউএনএইচসিআর জানায়, এই অর্থ প্রতিবন্ধী অন্তর্ভুক্তি, সুরক্ষা

কার্যক্রম ও রান্নার জন্য এলপিজি সরবরাহ জোরদারে ব্যবহার করা হবে।

বাংলাদেশে নিযুক্ত ইউএনএইচসিআরের প্রতিনিধি ইভো ফ্রেইসেন বলেন, রোহিঙ্গা শরণার্থীদের চাহিদা ক্রমবর্ধমান, বিশেষ করে প্রতিবন্ধী শরণার্থীদের ক্ষেত্রে। দক্ষিণ কোরিয়ার এই উদার সহায়তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। জীবনরক্ষাকারী সহায়তার তীব্র ঘাটতির এ সময়ে কোরিয়ার জনগণ ও সরকারের সমর্থনের জন্য আমরা কৃতজ্ঞ।

২০১৭ সালের আগস্টে মিয়ানমার থেকে পালিয়ে আসা ১১ লাখ ৬০ হাজারের বেশি রোহিঙ্গা এখনো কক্সবাজার ও ভাসানচরে মানবিক সহায়তার ওপর নির্ভরশীল। ২০২৪ সালের শুরু থেকেই রাখাইন রাজ্যে নতুন সহিংসতার কারণে আরও প্রায় ১ লাখ ৫০ হাজার মানুষ বাংলাদেশে আশ্রয় নিয়েছে।

দক্ষিণ কোরিয়ার এই অনুদান মূলত প্রতিবন্ধী শরণার্থীদের সহায়তায় ব্যয় হবে। এর মধ্যে থাকবে প্রাথমিক শনাক্তকরণ, পুনর্বাসন, সহায়ক যন্ত্র সরবরাহ, মানসিক স্বাস্থ্য ও মনোসামাজিক সহায়তা এবং সহজে ব্যবহারযোগ্য গোসলখানা ও শৌচাগার নির্মাণ।

এছাড়া এলপিজি সরবরাহ অব্যাহত থাকায় শরণার্থীরা পরিচ্ছন্ন রান্নার জ্বালানি ব্যবহার করতে পারবে। এলপিজি ব্যবহারে নারী ও কিশোরীদের সুরক্ষা ঝুঁকি কমেছে, শিশুদের স্কুলে পড়াশোনার জন্য আরও সময় মিলেছে এবং শরণার্থী শিবির ও আশপাশের এলাকায় পরিবেশের ক্ষতি কমেছে।

বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়, বাংলাদেশে আশ্রয় নেওয়া রোহিঙ্গারা বিশ্বের সবচেয়ে ঘনবসতিপূর্ণ শিবিরে বসবাস করছে এবং আট বছরের এই সংকটে আন্তর্জাতিক সহায়তা তাদের জীবনধারণের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

'জুলাই সনদে'র প্রশংসা কানাডার

বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা : শান্তিপূর্ণ গণতান্ত্রিক উত্তরণের পথে এগিয়ে যাওয়ায় বাংলাদেশের প্রতি দৃঢ় সমর্থন পুনর্ব্যক্ত করেছে কানাডা। বাংলাদেশে নিযুক্ত কানাডার হাইকমিশনার অজিত সিং গত সোমবার হাইকমিশনের অফিসিয়াল ফেসবুক পেজে প্রকাশিত বিবৃতিতে বলেন, 'অবাধ, সুষ্ঠু, অন্তর্ভুক্তিমূলক ও

অংশগ্রহণমূলক নির্বাচনের মাধ্যমে শান্তিপূর্ণ রূপান্তরের দিকে এগিয়ে যাওয়ায় কানাডা বাংলাদেশের পাশে রয়েছে।'

অন্তর্বর্তী সরকারের এক বছরেরও বেশি সময়ের ঐকমত্যের পর রাজনৈতিক দলগুলো 'জুলাই জাতীয় সনদে' সই করে। ঐতিহাসিক মুহূর্তটির সাক্ষী থাকা কানাডিয়ান হাইকমিশনারসহ অন্য কূটনীতিকরা একে বাংলাদেশের রাজনৈতিক যাত্রার মাইলফলক হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

'জুলাই জাতীয় সনদ' সইয়ের প্রশংসা করে অজিত সিং বলেন, 'মূল গণতান্ত্রিক সংস্কারগুলো বাস্তবায়নের রূপরেখা জুলাই সনদে দেওয়া হয়েছে।

এটা জাতীয় ঐক্য, জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছ শাসনকে এগিয়ে নিতে বাংলাদেশের রাজনৈতিক নেতৃত্বের সম্মিলিত প্রতিশ্রুতিকে তুলে ধরে।

শুক্রবার সইয়ের পরপর প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূস বলেন, 'জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫'-এ সই ঐক্যের ধ্বনিকে প্রতীকায়িত করেছে, যা জাতিকে আসন্ন জাতীয় নির্বাচনের পথে দিকনির্দেশনা দেবে। তিনি আশা প্রকাশ করেন, আগামী বছরের ফেব্রুয়ারিতে সুষ্ঠু ও উৎসবমুখর নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। রাজনৈতিক অংশীদারদের মধ্যে বিদ্যমান সম্প্রীতি বজায় থাকবে।

কূটনৈতিক পর্যবেক্ষকরা এই উদ্যোগকে বাংলাদেশের চলমান রাজনৈতিক পালাবদলের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হিসেবে প্রশংসা করেছেন। তারা জোর দিয়ে বলেন, অন্তর্ভুক্তিমূলক অংশগ্রহণ এবং গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের প্রতি অঙ্গীকার জনগণের আস্থা জোরদার এবং দীর্ঘস্থায়ী স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করবে।

বাংলাদেশের উন্নয়ন সহযোগী কানাডা শাসন ব্যবস্থা, শিক্ষা, লিঙ্গ সমতা ও মানবাধিকারসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে কাজ করছে। হাইকমিশনের এই অঙ্গীকার বাংলাদেশে গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান ও সুশাসন গড়ে তুলতে কানাডার অব্যাহত সহায়তার প্রতিফলন।

একনেকে ১৩ প্রকল্প অনুমোদন

বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা : গ্রামীণ মাটির রাস্তা সংস্কারসহ ১৩ প্রকল্প অনুমোদন দিয়েছে জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটি (একনেক)। এগুলো বাস্তবায়নে ব্যয় হবে ১ হাজার ৯৮৮ কোটি টাকা। এর মধ্যে সরকারি তহবিলের ১ হাজার ৮৮৫ কোটি ৭ লাখ, বৈদেশিক ঋণ ৫৩ কোটি ২ লাখ এবং সংস্থার নিজস্ব তহবিল থেকে ৫০ কোটি টাকা ব্যয় করা হবে।

মঙ্গলবার (২১ অক্টোবর) রাজধানীর শেরেবাংলা নগরের এনইসি সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত বৈঠকে এ অনুমোদন দেওয়া হয়। বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস।

একনেকে অনুমোদিত প্রকল্পগুলো হলোঃ

রেজিলিয়েন্স স্ট্রেংদেনিং থ্রো অ্যাগ্রি-ফুড সিস্টেম ট্রান্সফরমেশন প্রকল্প, খুলনা বিভাগীয় পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন এবং জামালপুর শহরের নগর স্থাপত্যের পুনঃসংস্কার ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্র উন্নয়ন প্রকল্প। গাজীপুর সিটি করপোরেশনের ১-৫ নং জোনের অভ্যন্তরীণ রাস্তা, নর্দমা ও ফুটপাত নির্মাণ, উত্তরা লেক উন্নয়ন প্রকল্প, অস্ট্রেলিয়ার ক্যানবেরায় বাংলাদেশ চ্যান্সারি ভবন নির্মাণ, কিশোরগঞ্জ-পাকুন্দিয়া-মির্জাপুর-টোক জেলা মহাসড়ক যথাযথ মানে উন্নীতকরণ, বিএসটিআই পদার্থ ও রসায়ন পরীক্ষণ ল্যাবরেটরি সম্প্রসারণ।

এছাড়া ঘোড়াশাল ৩য় ইউনিট রি-পাওয়ারিং প্রকল্প, পাবনা মানসিক হাসপাতালকে আন্তর্জাতিক মানসিক স্বাস্থ্য ইনস্টিটিউট ও হাসপাতালে রূপান্তর, রেলওয়ের পশ্চিমাঞ্চলের লেভেল ক্রসিং গেটগুলোর পুনর্বাসন ও মানোন্নয়ন, রেলওয়ের পূর্বাঞ্চলের লেভেল ক্রসিং গেটগুলোর পুনর্বাসন ও মানোন্নয়ন প্রকল্প।

বাংলা পোস্ট

Bangla Post
Unit - S7, The Whitechapel Centre
85 Myrdle Street, London E1 1HL
Tel: News - 0203 674 7112
Sales - 0203 633 2545
Email: info@banglapost.co.uk
Web: www.banglapost.co.uk

Honorary Chairman
Sheikh Md. Mofizur Rahman
Founder & Managing Director
Taz Choudhury
Marketing Director
Sayantan Das Adhikari

Board of Director
Kamruz Zaman Shuheb

Advisers
Mahee Ferdhaus Jalil
Tafazzal Hussain Chowdhury
Shofi Ahmed
Abdul Jalil

Editor in Chief
Taz Choudhury
Editor
Barrister Tareq Chowdhury
News Editor
Hasan Muhammad Mahadi
Head of Production
Shaleh Ahmed
Sub Editor
Md Joynal Abedin
Marketing Manager
Mahfuzur Choudhury

Sylhet Bureau Chief
Hasanul Hoque Uzzal
Birmingham Correspondent
Atikur Rahman

Sylhet Office
Abdul Aziz Zafran
Dhaka Office
Md Zakir Hossen

বাংলাদেশের স্বল্পোন্নত দেশ উত্তরণ

২০২১ সালে অনুষ্ঠিত জাতিসংঘের সাধারণ অধিবেশনের সিদ্ধান্ত অনুসারে ২০২৬ সালের ২৪ নভেম্বর বাংলাদেশের স্বল্পোন্নত দেশ বা এলডিসি (লিস্ট ডেভেলপড কান্ট্রি) থেকে উত্তরণ হওয়ার কথা। এ পরিপ্রেক্ষিতে সাম্প্রতিক সময়ে বাংলাদেশের এলডিসি উত্তরণ বিলম্বিত করার বিষয়টি গণমাধ্যম ও সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন গোষ্ঠী, বিশেষ করে ব্যবসায়ী মহলের বিভিন্ন প্ল্যাটফর্মে, গুরুত্বের সঙ্গে আলোচিত হচ্ছে।

এলডিসি উত্তরণ বাংলাদেশকে বহুমাত্রিক চ্যালেঞ্জের মুখে ফেলবে এবং এগুলো মোকাবিলার জন্য বাংলাদেশের কিছু বাড়তি সময় প্রয়োজন বলে স্বার্থসংশ্লিষ্ট অনেকেই মনে করছেন। অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের দিক থেকে এ বিষয়ে আনুষ্ঠানিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের বিষয়টিও এ পটভূমিতে সামনে চলে এসেছে।

স্বল্পোন্নত দেশ হিসেবে বাংলাদেশ বিভিন্ন দেশে পণ্য রপ্তানির ক্ষেত্রে শুল্কমুক্ত বাজার-সুবিধা, ওষুধশিল্প খাতে মেধাস্বত্ব আইনের প্রয়োগের ক্ষেত্রে ছাড়, বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার বিভিন্ন চুক্তির বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে বিশেষ এবং বিভাজিত সুবিধা (যেমন বিশ্ববাণিজ্য সংস্থার বিভিন্ন চুক্তির অধীন বাধ্যবাধকতার প্রলম্বিত বাস্তবায়ন, প্রণোদনা ও ভর্তুকি সহায়তা প্রদানের ক্ষেত্রে নমনীয় দৃষ্টিভঙ্গি ইত্যাদি) এবং স্বল্পোন্নত দে.

এলডিসি উত্তরণের ফলে এসব সুবিধা আর থাকবে না; তখন আন্তর্জাতিক বাজারে এসব সুবিধাভোগী খাতসমূহের প্রতিযোগিতা সক্ষমতার ওপর নেতিবাচক প্রভাব পড়ার যে আশঙ্কা প্রকাশ করা হচ্ছে, তা অমূলক নয়। এলডিসি উত্তরণের জন্য আরও কিছু বাড়তি সময় পেলে লাভ ছাড়া ক্ষতি নেই, এটা বোধগম্য। কিন্তু এ প্রসঙ্গে চারটি প্রশ্ন গভীরতর পর্যালোচনার দাবি রাখে।

প্রথমত, এলডিসি উত্তরণ পেছানোর এ দাবি পূরণের সম্ভাবনা কতটা বাস্তবসম্মত?

দ্বিতীয়ত, উত্তরণের লক্ষ্যে গৃহীত প্রস্তুতিমূলক কর্মকাণ্ডের বর্তমান অবস্থা কী?

তৃতীয়ত, যদি কয়েক বছরের জন্য উত্তরণ পেছানো সম্ভবও হয় তাহলে অন্তর্বর্তীকালীন সময়টুকু কীভাবে সর্বোত্তমভাবে কাজে লাগানো যায়?

চতুর্থত, এলডিসি উত্তরণ পেছানো যদি সম্ভব হয়, তাহলে এই অজুহাতে প্রস্তুতিমূলক কর্মকাণ্ডে অবহেলার আশঙ্কা আছে কি?

জাতিসংঘের সিডিপি ও ইকোসকের সুপারিশের পটভূমিতে ২৪ নভেম্বর ২০২১ সালে অনুষ্ঠিত জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের ৭৬তম অধিবেশনে বাংলাদেশের এলডিসি থেকে উত্তরণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এটা কার্যকর হওয়ার কথা ২৪ নভেম্বর ২০২৬ সালে (কোভিডের কারণে সব এলডিসির উত্তরণ দুই বছর বিলম্বে কার্যকর করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়)। বাংলাদেশের সঙ্গে কিছু দেশ একই সময়ে এলডিসি উত্তরণ করবে বলে সিদ্ধান্ত হয়েছিল।গত সরকারের আমলেই বাংলাদেশের রপ্তানিমুখী কার্যক্রমের সঙ্গে জড়িত ব্যবসায়ী সম্প্রদায় এলডিসি উত্তরণ কয়েক বছর পিছিয়ে দেওয়ার দাবি তুলেছিলেন। এলডিসি উত্তরণের সময় আরও কাছে আসার পটভূমিতে এ দাবি বর্তমানে আরও জোরালো হচ্ছে; যদিও কথাটি হওয়া উচিত: 'সরকারের পক্ষ থেকে আবেদন করার দাবি'। কারণ, এ বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের, বাংলাদেশ সরকারের নয়। সরকার কেবল আবেদন করতে পারে।

সাম্প্রতিককালে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার 'উত্তরণ যথাসময়ে হবে' পূর্বঘোষিত এ অবস্থান থেকে কিছুটা সরে এসেছে বলে মনে হয়। কিছুদিন আগে বাণিজ্যসচিব বলেছেন, যদি উত্তরণ তিন বছরের মতো পেছানো যায়, তা দেশের জন্য ইতিবাচক হবে। প্রধান উপদেষ্টার সাম্প্রতিক জাতিসংঘ সফরের সময় বাংলাদেশের এলডিসি প্রস্তুতির আলোচনার প্রাসঙ্গিকতায় উত্তরণ পেছানোর আবেদনের সম্ভাবনার বিষয়টি আবার উঠে এসেছে।

বিমানবন্দরে আগুন : নিছক দুর্ঘটনা, নাকি অন্তর্ঘাত

মাহবুব হাসান খালিদ

১৮ অক্টোবর ২০২৫। অন্য দশটা স্বাভাবিক দিনের মতোই মানুষ জীবন শুরু করেছিল; কিন্তু মধ্যাহ্নের পরপরই এক ভয়াবহ সংবাদে থমকে দাঁড়ায় গোটা দেশ। রাজধানীর প্রাণকেন্দ্র এবং দেশের অর্থনীতির অন্যতম প্রবেশদ্বার, শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের কার্গো ভিলেজে দাউ দাউ করে জ্বলে ওঠে সর্বনাশা আগুন। এটি নিছক কোনো সাধারণ দুর্ঘটনা নয়, বরং দেশের অর্থনীতির প্রবেশমুখে এ অগ্নিকাণ্ড জন্ম দিয়েছে গভীর সংশয়। প্রশ্নবিদ্ধ করেছে রাষ্ট্রের নিরাপত্তাব্যবস্থাকে এবং আঙুল তুলেছে দুর্নীতি ও অব্যবস্থাপনার এক অন্ধকার জগতের দিকে। আমদানি-রপ্তানির গুরুত্বপূর্ণ পণ্যসামগ্রী যেখানে মজুত থাকে, সেই কার্গো কমপ্লেক্সে আগুনের সূত্রপাত। সাত ঘণ্টার প্রাণান্তকর চেষ্টায়, সাঁইত্রিশটি ফায়ার সার্ভিসের ইউনিট, সেনাবাহিনী এবং বিমানবাহিনীর ফায়ার ইউনিটের অক্লান্ত পরিশ্রমে আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে; কিন্তু ততক্ষণে যা ক্ষতি হওয়ার, তা হয়ে গেছে। সাত ঘণ্টা বন্ধ ছিল ফ্লাইট ওঠানামা, ২৩টি আন্তর্জাতিক ফ্লাইট বাধ্য হয়েছে অন্য বিমানবন্দরে অবতরণ করতে। শুধু আর্থিক ক্ষতি নয়, বিশ্বের কাছে দেশের ভাবমূর্তি হয়েছে ক্ষুণ্ন, উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা ছড়িয়ে পড়েছে বিদেশগামী যাত্রী ও ব্যবসায়ীদের মধ্যে। ৩৫ জন আহত হয়েছেন, যাদের কুর্মিটোলা হাসপাতালে চিকিৎসা দেওয়া হয়েছে।

বিমানবন্দর-একটি দেশের সবচেয়ে সুরক্ষিত এবং সংবেদনশীল এলাকা। পর্যাপ্ত সিকিউরিটি, জনসমাগম নিয়ন্ত্রণ এবং বিশেষ নজরদারিতে ঘেরা এ সংরক্ষিত এলাকায় এত বড় অগ্নিকাণ্ড, তার সম্প্রসারণ এবং ৭ ঘণ্টা ধরে তার নিয়ন্ত্রণহীনতা নিছকই স্বাভাবিক ঘটনা হতে পারে না। আগুন লাগার পর কার্গো কমপ্লেক্সের প্রবেশপথে সরু নল প্রবেশ করাতে ফায়ার সার্ভিসের কর্মীদের বেগ পাওয়া, উন্মুক্ত স্থানে বাতাসের ঘূর্ণি এবং এলোমেলোভাবে কার্গো পড়ে থাকার কারণে আগুন নেভাতে দেরি হওয়া-এসবই কি শুধু অব্যবস্থাপনা? নাকি এর পেছনে লুকিয়ে আছে আরও বড় কোনো ষড়যন্ত্র?

অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের বিমানবিষয়ক উপদেষ্টা এবং আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থার গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিরা দ্রুত বিমানবন্দর পরিদর্শন করেছেন। সরকারি প্রেসনোটের মাধ্যমে জানানো হয়েছে, আগুনের ঘটনায় 'নাশকতার' দিক খতিয়ে দেখা হচ্ছে। জড়িতদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার অঙ্গীকারও করা হয়েছে। তবে এ 'নাশকতা' শব্দটিই জনমনে সন্দেহের বীজ বপন করে দিয়েছে।

একটি নাশকতার শৃঙ্খল?

সাম্প্রতিক অতীতে বাংলাদেশে বারবার অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটতে দেখা যাচ্ছে। গত পাঁচ দিনে এই নিয়ে তিনটি বড় ঘটনা আমাদের উদ্বিগ্ন করেছে। চট্টগ্রাম ইপিজেডের অ্যাডামস ক্যাপস অ্যান্ড টেক্সটাইল লিমিটেড এবং জিহা মেডিকেল কলেজের গুদামে আগুন, মিরপুরের শিয়ালবাড়িতে রাসায়নিক গুদামে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড-যেখানে ১৩টি মরদেহ পাওয়া যায় এবং সবশেষে ঢাকার আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের কার্গো ভিলেজে আগুন।

এ তিনটি স্পর্শকাতর স্থানের অগ্নিকাণ্ড কি বিচ্ছিন্ন ঘটনা? নাকি এক সুতায় গাঁথা এক বৃহত্তর ষড়যন্ত্রের অংশ? শিয়ালবাড়ির রাসায়নিক গুদাম, ইপিজেডের শিল্পকারখানা এবং আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের কার্গো কমপ্লেক্স-প্রত্যেকটিই দেশের অর্থনীতির জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং দাহ্য পদার্থের মজুত থাকার কারণে সংবেদনশীল। এক সপ্তাহে পরপর এ ধরনের বিপর্যয় কি দেশে অস্থিতিশীলতা সৃষ্টি করার এক পরিকল্পিত প্রচেষ্টা? এ প্রশ্ন এখন জনমনে ঘুরপাক খাচ্ছে।

কার্গো ভিলেজে পোশাকশিল্পের কাঁচামাল, ইলেকট্রনিকস দ্রব্যাদি, মোবাইল, কম্পিউটার এবং বিভিন্ন রাসায়নিক দ্রব্যাদি মজুত ছিল। একটি সিঅ্যান্ডএফ প্রতিনিধির আক্ষেপ, 'আমার যে বিমা করা আছে, তা ছয় হাজার ডলার; আর এখন ক্ষতি হয়েছে শত কোটি ডলার'। লেলিহান অগ্নিশিখা আমদানি-রপ্তানিকারকদের বিশাল আমানত পুড়িয়ে দিয়েছে। এ বিশাল অর্থনৈতিক ক্ষতি কে বহন করবে?

দুর্নীতির কালো হাত : ভেতরকার অন্তর্ঘাত

তবে শুধু নাশকতা নয়, ঘটনার নেপথ্যে যে অব্যবস্থাপনা ও দুর্নীতির কালো হাতও কাজ করেছে, তা আর আড়ালে থাকছে না। বিমানবন্দর একটি উচ্চ নিরাপত্তা বেষ্টনীর মধ্যে থাকলেও, আগুন যেভাবে দ্রুত ছড়িয়ে পড়েছে এবং এর তীব্রতা-এসবই ইঙ্গিত দেয় যে, এর পেছনে শুধু দাহ্য পদার্থের মজুতই নয়, বরং রয়েছে নিরাপত্তার ক্ষেত্রে ভয়াবহ দুর্বলতা। একাধিক সূত্রে অভিযোগ উঠেছে, বিমানবন্দরের কার্গো টার্মিনাল ও বিদ্যুৎ ব্যবস্থার মতো গুরুত্বপূর্ণ সংবেদনশীল কাজের জন্য চুক্তিবদ্ধ নামিদামি বিদেশি প্রতিষ্ঠানের নির্ভরযোগ্য তার ও বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম ব্যবহারের কথা থাকলেও, একশ্রেণির দুর্নীতিবাজ কর্মকর্তা ও লুটতরাজে জড়িত ঠিকাদারি চক্র স্বজনপ্রীতি ও টেলিফোন নির্দেশনার মাধ্যমে কম দামের নিম্নমানের পণ্য বসিয়েছিল। সিভিল এভিয়েশনের ভেতরের এ দুর্নীতিবাজ সিন্ডিকেট বছরের পর বছর ধরে নামসর্বস্ব প্রতিষ্ঠান দিয়ে সংবেদনশীল কাজ করিয়ে আসছে। মানহীন তার, তারের জং ধরা সংযোগ এবং বিদ্যুৎ ব্যবস্থার দুর্বলতা দ্রুত আগুন ছড়িয়ে পড়তে সহায়ক হয়েছে। এ অব্যবস্থাপনা ও দুর্নীতির ফলেই কি আজকের এমন মর্মান্তিক অগ্নিকাণ্ড?

বিমানবন্দরে প্রতিবছর অগ্নিনির্বাপণ মহড়া দেওয়া হয়। মাত্র এক সপ্তাহ আগেই যুক্তরাজ্যের ডিপার্টমেন্ট ফর ট্রান্সপোর্ট (ডিএফটি) শাহজালাল বিমানবন্দরের নিরাপত্তা নিয়ে সন্তোষ প্রকাশ করেছিল। কিন্তু সাত ঘণ্টার এ বিপর্যয় প্রমাণ করে যে, এ 'সন্তোষ' ছিল অন্তঃসারশূন্য। মহড়ার প্রস্তুতি আর বাস্তব বিপর্যয় মোকাবিলার সক্ষমতার মধ্যে ছিল বিশাল ফারাক।

এখন কী করণীয়?

এ অগ্নিকাণ্ড শুধু একটি স্থাপনার ক্ষতি নয়; এটি রাষ্ট্রের অর্থনীতি, নিরাপত্তা এবং আন্তর্জাতিক ভাবমূর্তির ওপর সরাসরি আঘাত। এমন ঘটনার পুনরাবৃত্তি বিদেশি বিনিয়োগকারীদের নিরুৎসাহিত করবে, রপ্তানি খাতে নেতিবাচক প্রভাব ফেলবে এবং দেশের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন করবে।

অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের উচিত অবিলম্বে একটি স্বচ্ছ, নিরপেক্ষ এবং গভীর তদন্ত নিশ্চিত করা। সিসিটিভি ফুটেজ, নিরাপত্তা ত্রুটি, ফায়ার সার্ভিসের প্রাথমিক রিপোর্ট এবং কার্গো এলাকার নির্মাণসামগ্রীর গুণমান পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে খতিয়ে দেখতে হবে।

তদন্তের প্রধান লক্ষ্য হওয়া উচিত-

১. নাশকতার দিক : এটি কি নিছক দুর্ঘটনা, নাকি দেশের অস্থিতিশীলতা সৃষ্টির জন্য পরিকল্পিত অন্তর্ঘাত? ঢাকা ও চট্টগ্রামের ধারাবাহিক অগ্নিকাণ্ড কি একসূত্রে গাথা?

২. অভ্যন্তরীণ দুর্নীতি : নিম্নমানের সরঞ্জাম ব্যবহার ও নিরাপত্তাবিধি লঙ্ঘনের জন্য সিভিল এভিয়েশন এবং ঠিকাদারি চক্রের কোন সদস্যরা দায়ী? কারা এ ঘটনা থেকে লাভবান হতে পারে?

৩. প্রতিরোধে ব্যর্থতা : সাত ঘণ্টা ধরে আগুন কেন নিয়ন্ত্রণে আনা গেল না? ফায়ার সার্ভিসের সরু নল প্রবেশের সমস্যা, কার্গো ব্যবস্থাপনার ত্রুটি এবং সামগ্রিক প্রস্তুতির ঘাটতির জন্য কারা দায়ী?

অতীতে অনেক বড় ঘটনার তদন্ত রিপোর্ট হিমাগারে চলে গেছে, যার ফলস্বরূপ বারবার এমন বিপর্যয় ঘটছে। এবার তা হতে দেওয়া যায় না। জনমনে ছড়িয়ে পড়া আতঙ্ক এবং আস্থার সংকট দূর করতে দ্রুত সত্য উদ্ঘাটন করা জরুরি। যারা অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড ও উসকানিকে প্রশ্রয় দিচ্ছে, যারা মানুষের জীবন ও রুটি-রুজির সঙ্গে জড়িত সম্পদ নিয়ে খেলা করছে, তাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নিতে হবে।

এ মুহূর্তে সবচেয়ে বড় অগ্রাধিকার হলো-ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ নিরূপণ করে ক্ষতিগ্রস্তদের দ্রুত সহযোগিতা করা, দুর্ঘটনা প্রতিরোধে বাস্তবসম্মত ব্যবস্থা নেওয়া এবং রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনাগুলোকে দুর্নীতি ও ষড়যন্ত্রের হাত থেকে রক্ষা করা।

মনে রাখতে হবে, আজ চুপ করে থাকলে কাল হয়তো আরও বড় ক্ষতি আমাদের জন্য অপেক্ষা করছে। এটি শুধু সরকারের নয়, রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনাকে রক্ষা করা এখন আমাদের সবার সম্মিলিত দায়িত্ব। জাতিকে জানতে হবে, ১৮ অক্টোবর ২০২৫-এ যা ঘটে গেছে, তা কি নিছক দুর্ঘটনাই ছিল, নাকি ছিল দেশের অর্থনীতির বিরুদ্ধে পরিচালিত এক পরিকল্পিত ধ্বংসচেষ্টা। সত্য উদ্ঘাটন ছাড়া এ প্রশ্নের জবাব মিলবে না, আর অপরাধীরাও পাবে না তাদের প্রাপ্য শাস্তি।

ঢাকাদক্ষিণ সরকারী কলেজ ছাত্রলীগের সাবেক সভাপতি মঞ্জু গ্রেফতার

গোলাপগঞ্জ (সিলেট) সংবাদদাতা : সিলেটের গোলাপগঞ্জে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র-জনতার আন্দোলনে আহত মামলার এজহারভুক্ত আসামি ও নিষিদ্ধ ঘোষিত ছাত্র সংগঠন ছাত্রলীগের ঢাকাদক্ষিণ সরকারী কলেজ শাখার সাবেক সভাপতি নাছিরুল ইসলাম মঞ্জুকে (৪১) গ্রেফতার করেছে পুলিশ। গত রোববার দিবাগত রাত ৩ টার দিকে উপজেলার ভাদেশ্বর ইউনিয়নের পূর্বভাগ এলাকা থেকে তাকে গ্রেফতার করা হয়।

গ্রেফতারকৃত নাছিরুল ইসলাম মঞ্জু (৪১) উপজেলার ঢাকাদক্ষিণ ইউনিয়নের কানিশাইল গ্রামের মোছাব্বির আহমদ মছবের ছেলে।

পুলিশ জানায়, রোববার রাত ৩ টার দিকে গোলাপগঞ্জ উপজেলার ভাদেশ্বর ইউনিয়নের পূর্বভাগ এলাকা থেকে তাকে গ্রেফতার করা হয়। গোলাপগঞ্জ থানায় ছাত্র-জনতার ওপর হামলার ঘটনায় করা

মামলার এজাহার নামীয় আসামী মঞ্জু। সে দীর্ঘদিন ধরে পলাতক ছিল।

গ্রেফতারের বিষয়টি নিশ্চিত করে গোলাপগঞ্জ মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান মোল্যা বলেন, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে গোলাপগঞ্জ মডেল থানার একটি চৌকস টিম অভিযান চালিয়ে তাকে গ্রেপ্তার করে। সোমবার তাকে আদালতে পাঠানো হয়েছে।

বড়লেখায় বিএনপি নেতা হত্যা চেষ্টা মামলার প্রধান আসামি গ্রেফতার

বড়লেখা সংবাদদাতা : বড়লেখা উপজেলার তালিমপুর ইউনিয়ন বিএনপির সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক সুলেমান আহমদকে হত্যা চেষ্টা মামলার প্রধান আসামি আওয়ামী লীগ নেতা আবুল কালামকে অবশেষে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।

সোমবার বিকেলে ডিবি পুলিশের সহায়তায় মামলার তদন্ত কর্মকর্তা এসআই অলিয়ার মৌলভীবাজার থেকে তাকে গ্রেফতার করেন। আবুল কালাম উপজেলার তালিমপুর ইউনিয়নের হাল্লা গ্রামের বাদল মিয়ার ছেলে। মঙ্গলবার দুপুরে আদালতের মাধ্যমে পুলিশ তাকে কারাগারে পাঠিয়েছে।

জানা গেছে, ২০১৮ সালের জাতীয় সংসদ নির্বাচনের দিন খুঠাউরা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ভোটকেন্দ্রে বিএনপি নেতাকর্মীর ওপর হামলা ও মারধরের ঘটনায় স্থানীয় বিএনপি নেতা জয়নাল উদ্দিন ৫ আগস্ট স্থানীয় আওয়ামী লীগ, যুবলীগ ও ছাত্রলীগের কতিপয় ক্যাডার ও নেতাকর্মীকে আসামি করে থানায় মামলা করেন। সুলেমান আহমদ ওই মামলার স্বাক্ষী হওয়ার এর জেরে ২৯ আগস্ট রাতে আওয়ামী লীগ নেতা আবুল কালাম ও অপর যুবলীগ ক্যাডার বাদল মিয়া সুলেমান আহমদকে হত্যার উদ্দেশ্যে ধারালো অস্ত্র দিয়ে মাথায় আঘাত করে। এতে তিনি গুরুতর আহত হন। এ ঘটনায় আহত বিএনপি নেতার ভাই বিলন আহমদ আওয়ামী লীগের সন্ত্রাসী আবুল কালাম ও বাদল মিয়াকে আসামি করে থানায় মামলা করেন।

মামলার তদন্ত কর্মকর্তা এসআই অলিয়ার জানান, হত্যা চেষ্টা মামলার প্রধান আসামি আবুল কালামকে ডিবি পুলিশের সহযোগিতায় সোমবার বিকেলে মৌলভীবাজার থেকে গ্রেফতার করেন। মঙ্গলবার দুপুরে আদালতের মাধ্যমে তাকে কারাগারে পাঠানো হয়েছে।

জৈন্তাপুরে নদীতে মিলেছে গুলিসহ রাইফেল

সিলেট অফিস : সিলেটের জৈন্তাপুর উপজেলায় সাবরী নদী থেকে উদ্ধার করা হয়েছে একটি পরিত্যক্ত রাইফেল। সঙ্গে একটি ম্যাগাজিন ও ২৫ রাউন্ড গুলি। স্থানীয় এক কিশোরের চোখে পড়ায় ঘটনাটি প্রকাশ পায় এবং পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে অস্ত্রটি উদ্ধার করে থানায় নিয়ে যায়।

মঙ্গলবার (২১ অক্টোবর) বিকেল সাড়ে তিনটার দিকে উপজেলার ২ নম্বর জৈন্তাপুর ইউনিয়নের ৭ নম্বর ওয়ার্ডের অন্তর্গত বাউরভাগ মৌল্লিফৌদ এলাকার সাবরী নদীতে গোসল করতে নামে স্থানীয় কিশোর তাসিম হোসেন (১৬)। সে ওই গ্রামের নুরুল ইসলামের ছেলে। নদীতে নামার কিছুক্ষণ পরই তার পায়ের সঙ্গে ধাতব বস্তু জাতীয় কিছু লেগে যায়। পরে পানি থেকে সেটি তুলে দেখে, এটি একটি রাইফেল।

ঘটনাটি জানাজানি হলে স্থানীয়রা দ্রুত জৈন্তাপুর মডেল থানা পুলিশকে খবর দেয়। খবর পেয়ে থানা পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে নদীর পাড় থেকে রাইফেলটি উদ্ধার করে। তল্লাশির সময় পুলিশ রাইফেলের সঙ্গে একটি ম্যাগাজিন ও ২৫ রাউন্ড গুলি পায়। উদ্ধারকৃত অস্ত্র ও গুলি বর্তমানে থানায় সংরক্ষিত রয়েছে।

জৈন্তাপুর মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) আবুল বাসার মোহাম্মদ বদরুজ্জামান বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। তিনি বলেন, খবর পাওয়ার পর পুলিশ

দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে অস্ত্র ও গুলি উদ্ধার করে থানায় নিয়ে আসে। রাইফেলটি মুক্তিযুদ্ধকালীন সময়ের নাকি পরবর্তী সময়ের, তা তদন্তের পর নিশ্চিতভাবে বলা যাবে। বিষয়টি তদন্তাধীন রয়েছে।

এদিকে নদী থেকে অস্ত্র উদ্ধারের ঘটনায় এলাকায় ব্যাপক কৌতূহলের সৃষ্টি হয়েছে। স্থানীয়রা ধারণা করছেন, রাইফেলটি সম্ভবত দীর্ঘদিন ধরে পানির নিচে পড়ে ছিল। আবার কেউ কেউ মনে করছেন, এটি ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধকালীন সময়ের অবশিষ্ট কোনো অস্ত্র হতে পারে।

পুলিশ জানিয়েছে, তদন্ত শেষ হলে আইনি প্রক্রিয়া অনুযায়ী অস্ত্রটি রাষ্ট্রীয় নিয়মে নিষ্পত্তি করা হবে।

ঘটনাটি জৈন্তাপুরের সাধারণ মানুষের মধ্যে আলোচনার ঝড় তুলেছে। কেউ বলছেন এটি ইতিহাসের এক অজানা চিহ্ন, আবার কেউ এটিকে নিরাপত্তা ব্যবস্থার জন্য গুরুত্বপূর্ণ অনুসন্ধান হিসেবে দেখছেন। তদন্তের ফলাফলের দিকেই এখন তাকিয়ে রয়েছে পুরো জৈন্তাপুর।

সিলেটে কমেছে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার

সিলেট অফিস : দেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার কমেছে, কমেছে সিলেটেও। বর্তমানে সিলেট জেলায় বার্ষিক গড় জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ১ দশমিক শূন্য ৩ শতাংশ, ২০১১ সালে যা ছিল ২ দশমিক ৯৫ শতাংশ। পুরুষ ও নারীর ক্ষেত্রে এ হার যথাক্রমে শূণ্য দশমিক ৮৩ এবং ১ দশমিক ২৩ শতাংশ। অর্থাৎ জনসখ্যা বৃদ্ধির হার পুরুষের তুলনায় নারীর কিছুটা বেশি। পল্লী ও শহর এলাকাভেদে এ হার যথাক্রমে শূন্য দশমিক ৫৩ শতাংশ এবং ২ দশমিক ৬২ শতাংশ। এছাড়া জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার জাতীয় পর্যায়ে ১ দশমিক ২২ শতাংশ।

সোমবার সিলেটে বিশ্ব পরিসংখ্যান দিবস ও জাতীয় পরিসংখ্যান দিবসের আলোচনা সভায় এ তথ্য জানানো হয়। বিভিন্ন কর্মসূচির মধ্য দিয়ে সারাদেশের ন্যায় সিলেটেও সোমবার দিবসটি উদযাপিত হয়। এবারের দিবসটির প্রতিপাদ্য 'সবার জন্য মানসম্মত পরিসংখ্যান'।

সভায় জানানো হয়, সিলেট বিভাগে মোট জনসংখ্যা ১ কোটি ১০ লক্ষ ৩৪ হাজার ৮৬৩। এরমধ্যে সিলেট জেলায় জনসংখ্যা ৩৭ লক্ষ ৫১ হাজার ৩৩০ জন, সুনামগঞ্জ জেলায় ২৬ লক্ষ ৭৫ হাজার ২১৬ জন, হবিগঞ্জ জেলায় ২৩ লক্ষ ২১ হাজার ৯৮ জন এবং মৌলভীবাজার জেলায় ২০ লক্ষ ৮৮ হাজার ৮৬৯ জন। আর দেশের মোট জনসংখ্যা ১৬ কোটি ৯৮ লক্ষ। সিলেটে পুরুষ ও মহিলার অনুপাত ৯৮:১০০ অর্থাৎ মহিলার তুলনায় পুরুষ ২ জন কম।

সিলেট জেলার কত শতাংশ পরিবারে রেমিটেন্স বা প্রবাসী আয় আসে তা-ও তুলে ধরা হয় সভায়। এরমধ্যে সিলেট সিটি করপোরেশন এলাকায় প্রবাসী আয় আসে ৯ দশমিক ৩ শতাংশ পরিবারে, সিলেট সদরে ৮ দশমিক ৮ শতাংশ, দক্ষিণ সুরমায় ৭ দশমিক ১ শতাংশ, বালাগঞ্জে ৪ শতাংশ, ওসমানীনগরে ৫ দশমিক ১ শতাংশ, জকিগঞ্জ ৫ দশমিক শতাংশ, কানাইঘাট ১২ দশমিক ৫ শতাংশ, বিশ্বনাথ ৭ দশমিক ১ শতাংশ, কোম্পানীগঞ্জ ২ দশমিক ৮ শতাংশ, ফেঞ্চুগঞ্জ ৪ দশমিক ৫ শতাংশ, গোয়াইনঘাট ৫ দশমিক ৮ শতাংশ, জৈন্তাপুর ৩ শতাংশ, বিয়ানীবাজারে ১০ দশমিক ৭ শতাংশ এবং গোলাপগঞ্জে ১৩ দশমিক ৬ শতাংশ।

এদিকে, দিবসটি উপলক্ষে সোমবার সকালে জেলা জেলা প্রশাসন চত্ত্বর থেকে র‍্যালী বের হয়। এটি সিটি পয়েন্ট চত্ত্বর ঘুরে জেলা প্রশাসন কার্যালয়ে গিয়ে শেষ হয়।র‍্যালী শেষে জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) পদ্মাসন সিংহ এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন সিলেট বিভাগীয় পরিসংখ্যান অফিসের যুগ্ম পরিচালক (ভারপ্রাপ্ত) মোহাম্মদ আজাদুর রহমান ও জেলা সমাজসেবা অফিসের উপপরিচালক আব্দুর রফিক। জেলা প্রশাসনের সার্বিক সহযোতিায় জেলা পরিসংখ্যান অফিস এসব কর্মসূচির আয়োজন করে।

সভায় বক্তারা মানসম্মত পরিসংখ্যানের গুরুত্ব, পরিকল্পনা প্রণয়ন ও টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যে পরিসংখ্যানভিত্তিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা নিয়ে আলোচনা করেন। তারা বলেন, সঠিক ও মানসম্মত পরিসংখ্যান হউক সরকারের নীতি নির্ধারণ, বাজেট প্রণয়ন ও উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়নের ভিত্তি। বক্তারা বলেন, কেবল স্বায়ত্তশাসনই যথেষ্ট নয়, পরিসংখ্যান ব্যুরোর নির্ভরযোগ্য তথ্য সরবরাহের জন্য প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম, দক্ষতা ও সম্পদ থাকতে হবে। একটি একীভূত জাতীয় তথ্য কৌশল (ন্যাশনাল ডেটা স্ট্রাটেজি) গঠনের আহ্বান জানান তারা, যা রিয়েল-টাইম ডিজিটাল সিস্টেমে পরিসংখ্যান ব্যুরোকে সব মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে সংযুক্ত করবে।

দিবসটির উপর একটি পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশন উপস্থাপন করেন জেলা পরিসংখ্যান অফিসের উপপরিচালক

কামাল উদ্দিন। তিনি জেলার জনমিতিক চিত্র, সামাজিক ও অর্থনৈতিক সূচক, স্বাস্থ্য ও পুষ্টি, কৃষি, দারিদ্র্য, শ্রমশক্তি, বৈদেশিক কর্মসংস্থান, পরিবেশ, বিদ্যুৎ এবং আইসিটি ব্যবহারের সর্বশেষ তথ্য তুলে ধরেন। প্রেজেন্টেশন এর পর দিবসটির উপর একটি ভিডিওচিত্র উপস্থাপিত হয়।

সভাপতির বক্তব্যে অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক সঠিক ও নির্ভরযোগ্য পরিসংখ্যান একটি দেশের উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। তাই তথ্য সংগ্রহে সবাইকে সহযোগিতা করতে হবে এবং মানসম্মত পরিসংখ্যান গঠনে সচেতনতা বাড়াতে হবে।

সিলেট বিভাগীয় পরিসংখ্যান অফিসের যুগ্ম পরিচালক (ভারপ্রাপ্ত) মোহাম্মদ আজাদুর রহমান জানান, পরিসংখ্যান ব্যুরো জরিপে কম্পিউটার-অ্যাসিস্টড পারসোনাল ইন্টারভিউজ (সিএপিআই) পদ্ধতি ব্যবহার শুরু করেছে। ট্যাবের মাধ্যমে এটি পরিচালিত হচ্ছে। এর মাধ্যমে ধীরে ধীরে সব প্রধান জরিপকে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে আনা হবে।

উন্মুক্ত আলোচনা পর্বে দৈনিক জালালাবাদ এর যুগ্ম বার্তা সম্পাদক আহবাব মোস্তফা খান বলেন, বিশ্বজুড়ে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) সরকারি পরিসংখ্যান তৈরির ধরন পাল্টে দিচ্ছে। অথচ এখনও রাষ্ট্রীয় পরিসংখ্যান সংস্থা বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস) প্রায় ৬০ শতাংশ তথ্য পুরনো কাগজভিত্তিক পদ্ধতিতে সংগ্রহ করছে। এই ম্যানুয়াল ডেটা সংগ্রহের ওপর নির্ভরতা সংস্থাটির বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন তুলছে।

সভায় জানানো হয়, মাঠ জরিপের ওপর নির্ভরতা কমাতে ও অন্যান্য সংস্থা থেকে পাওয়া প্রশাসনিক তথ্য আরও কার্যকরভাবে ব্যবহারের লক্ষ্যে একটি 'বিগ ডেটা প্ল্যাটফর্ম' তৈরির পরিকল্পনা হাতে নেওয়া হয়েছে।

পরিসংখ্যান কর্মকর্তা সুব্রত রঞ্জন হাজরার সঞ্চালনায় সভায় উপস্থিত ছিলেন পরিসংখ্যান কর্মকর্তা মিন্টু সরকার, ইফতেখার রাব্বি চৌধুরী ও সুরঞ্জিত কর সুজন। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন বিভাগীয়, জেলা উপজেলা পরিসংখ্যান অফিসের কর্মকর্তা-কর্মচারীরা।

সম্ভাবনার দরজা খোলার ৩০ বছর।
ছোট, বড় ও সর্বদা পরিবর্তনশীল যেকোনো ধরনের ব্যবসার জন্য দরজা খুলে দিচ্ছে। ছোট, বড় সব ব্যবসার জন্য দরজা খুলে দিচ্ছে।
সম্ভাবনার দরজা খুলে দিচ্ছে। উন্নতির দরজা খুলে দিচ্ছে। সুযোগের দরজা খুলে দিচ্ছে। বিশ্বের দরজা খুলে দিচ্ছে।
১৯৯৫ সাল থেকে ব্যবসাকে চালিয়ে আসছে। কীভাবে আপনার স্থানীয় ডিলারের মাধ্যমে আপনার নতুন ব্যবসার সম্ভাবনা তৈরি করতে পারে তা আজই দেখে নিন।
Mercedes-Benz
Sprinter
Sprinter Panel: 22.2-34.0 mpg | CO_2: 219-333 g/km | eSprinter Panel: 28.0-34.5 kWh/100km | CO_2: 0g/km | CO_2 figures are 'combined' energy consumption. These figures may not reflect real-life driving results.

ঢাকার ১১ স্থানে আওয়ামী লীগের মিছিল

বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা : রাজধানীর ১১ স্থানে ঝটিকা মিছিল করেছে কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগ ও এর অঙ্গ সংগঠনের নেতাকর্মীরা। মঙ্গলবার (২১ অক্টোবর) এসব ঝটিকা মিছিলে অভিযান চালিয়ে ১৩১ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। এর আগে সোমবারও আওয়ামীলীগ ঢাকার ১০ স্থানে মিছিল বের করে।

ঢাকা মহানগর পুলিশের (ডিএমপি) গণমাধ্যম ও জনসংযোগ বিভাগ এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এসব তথ্য জানিয়েছে।

পুলিশ বলছে, বেশ কয়েকটি স্থানে মিছিলের সময় ককটেল বিস্ফোরণ ঘটানো হয়েছে। কাউকে মিছিল থেকে, আবার কাউকে মিছিলের প্রস্তুতি নেওয়ার সময় গ্রেফতার করা হয়েছে। কোনো কোনো মিছিলে ৫ থেকে ৩০ জন পর্যন্ত অংশ নিতে দেখা গেছে।

পুলিশ সূত্র জানায়, সকাল সাড়ে ১০টার দিকে আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীরা বায়তুল মোকাররম জাতীয় মসজিদের উত্তর গেট ও মতিঝিলের রাজউক ভবনের গলিতে জড়ো হওয়ার চেষ্টা করেন। পল্টন থানাপুলিশ বায়তুল মোকাররমের সামনে থেকে মো. ওয়াসিম (৪০) ও মো. ফয়সাল (৩০) নামের দুজনকে গ্রেফতার করে। রাজউক ভবনের গলিতে মিছিলের প্রস্তুতিকালে মো. কায়েস হাসান (২৪) নামের একজনকে গ্রেফতার করা হয়।

পুলিশের সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, ঢাকার তেজগাঁও এলাকার সাতরাস্তা মোড়ে দুপুর পৌনে ১২টার দিকে আওয়ামী লীগের ১২ থেকে ১৫ জন নেতাকর্মী ৩০৪০ সেকেন্ডের একটি ঝটিকা মিছিল করেছেন। এ সময় তারা 'জয় বাংলা জয় বঙ্গবন্ধু'সহ বিভিন্ন স্লোগান দেন। বেলা ১১টার একটু পর খিলক্ষেত থানার গলফ ক্লাবের সামনে ৩০ থেকে ৪০ জন ঝটিকা মিছিল করেন। মিছিল থেকে একটি ককটেল বিস্ফোরণ ঘটানো হয়। এ সময় পুলিশ ধাওয়া দিয়ে চারজনকে গ্রেফতার করে।

এছাড়া ধানমন্ডির স্টার কাবাব রেস্টুরেন্টের সামনে, নিউমার্কেটের বাটা সিগন্যাল, আসাদ গেটের আড়ংয়ের সামনে, যাত্রাবাড়ীর মাল্টিমিডিয়া সিএনজি স্টেশন, শেরেবাংলা নগরের আর্কাইভ ভবনের সামনে, গুলশান পুলিশ প্লাজার সামনে, উত্তরা ৩ নম্বর সেক্টর ও ৮ নম্বর সেক্টরের সামনে মিছিল ও মিছিল করার চেষ্টা করেছেন কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীরা।

বিএনপিতে যোগ দিলেন অর্ধশতাধিক হিন্দু সম্প্রদায়ের সদস্য

বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা : অর্ধশতাধিক হিন্দু সম্প্রদায়ের অর্ধশতাধিক সদস্য বিএনপিতে যোগ দিয়েছেন। এতে বিভাজন নয়, ঐক্যের রাজনীতি করার দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করেছেন বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর। সোমবার বিকালে বিকালে গুলশানে চেয়ারপারসনের কার্যালয়ে হিন্দু সম্প্রদায়ের নেতা সোমনাথ দে, কপিল কৃষ্ণ মন্ডল, সমেন সাহার নেতৃত্বে গোপালগঞ্জসহ বিভিন্ন স্থানে বসবাসরত অর্ধশতাধিক হিন্দু সম্প্রদায়ের সদস্যরা মির্জা ফখরুলের হাতে ফুল দিয়ে বিএনপিতে যোগদান করেন।

অনুষ্ঠানে বিএনপি মহাসচিব বলেন, অনেক ভুল বোঝাবুঝি হয়েছে, অনেক রক্তপাত হয়েছে বাংলাদেশে, অনেক বিভাজন হয়েছে- আমরা এখন এগুলো থেকে বেরিয়ে আসতে চাই। গত ১৫ বছর ফ্যাসিস্ট সরকার বাংলাদেশের অর্থনীতি এবং রাজনীতি কাঠামো সবকিছু প্রায় ধ্বংস করে ফেলেছে। আমরা সেই ধ্বংসস্তূপ থেকে একটা নতুন বাংলাদেশ তৈরি করতে চাই।

তিনি বলেন, বাইরের কিছু কিছু মানুষ, কিছু দেশ, কিছু মিডিয়া বাংলাদেশের ব্যাপারে একটা মিথ্যা প্রচারণা করানোর চেষ্টা করছে। আমরা এই ধারণাটা পাল্টে দিতে চাই। আর আজকে সময়টার অত্যন্ত কঠিন। কিছু মানুষ চেষ্টা করছে, ১৯৭১ সালে স্বাধীনতা যুদ্ধে আমরা যে দেশ তৈরি করেছি, যে ঐক্য সৃষ্টি করেছি। ২৪-এর বিপ্লবের যে এই ঐক্য সৃষ্টি করেছি, সেই ঐক্যের মধ্যে ভাঙন ধরাতে চায়। বিভিন্ন রকমের কথা ও কর্ম করে ভাঙন ধরাতে চায়। আমরা অত্যন্ত সচেতনভাবে এই ভাঙনের বিপক্ষে।

মির্জা ফখরুল বলেন, বিভিন্ন কারণে, সাম্প্রদায়িক কারণে, দেশে সমস্যার কারণে, রাজনৈতিক কূটচক্রের কারণে আমাদের মাঝে অনেক বিভেদ সৃষ্টির চেষ্টা করা হয়েছে। আমাদের মাঝে বিভাজন সৃষ্টির চেষ্টা করা হয়েছে। কিন্তু আমরা বরাবরই আমাদের দলের যে দর্শন, অর্থাৎ বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ- সেই দর্শন নিয়ে আমরা কিন্তু বাংলাদেশের সকল ধর্মের মানুষকে একতাবদ্ধের কথা বারবার বলেছি। আমরা সকল ধর্মের মানুষ নিয়ে একসঙ্গে বাংলাদেশকে সত্যিকার অর্থেই একটা অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশ হিসেবে গড়ে তুলতে চাই।

হিন্দু সম্প্রদায়ের উদ্দেশে তিনি বলেন, শুভ দীপাবলির শুভ দিনে আপনারা আমাদের সঙ্গে সরাসরি যোগ দিচ্ছেন। সেজন্য আপনাদেরকে আন্তরিক অভিনন্দন ও ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আমাদের দলে আপনাদেরকে বরণ করে নিচ্ছি। আমরা আরও আমাদের মধ্যে বৃহত্তর ঐক্যে গড়ে তুলি।

বিএনপির যুগ্ম মহাসচিব শহীদ উদ্দিন চৌধুরী এ্যানির সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে দলের চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা বিজন কান্তি সরকার, রমেন বাবু বক্তব্য রাখেন।

ছোট বোনকে 'জিন ছাড়াতে' গিয়ে ....

বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা :

কুমিল্লার দেবিদ্বারে ছোট বোনকে 'জিন ছাড়াতে' নিয়ে গিয়ে ধর্ষণের শিকার হয়েছেন বড় বোন। উপজেলার জাফরগঞ্জ ইউনিয়নের পিরোজপুর গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। ওই গ্রামের মৃত আব্দুল কাদের জিলানীর ছেলে ভণ্ড কবিরাজ কুদ্দুস মিয়ার (৪৫) বিরুদ্ধে ধর্ষণের অভিযোগ করেছেন ভুক্তভোগী। গতকাল এ ঘটনায় ভুক্তভোগীর মা দেবিদ্বার থানায় লিখিত অভিযোগ করেছেন। এজাহার সূত্রে জানা যায়, গত ৩০শে জুন সকালে ভুক্তভোগী তার ছোট বোনকে জিন ছাড়ানোর উদ্দেশ্যে কবিরাজ কুদ্দুসের বাড়িতে নিয়ে যান। ওই সময় কুদ্দুস বিভিন্ন প্রলোভন দেখিয়ে ভিকটিমকে তার বসতঘরের গোপন কক্ষে নিয়ে গিয়ে ধর্ষণ করে ভিডিও ধারণ করে। পরবর্তীতে ভিডিও ছড়িয়ে দেয়ার ভয় দেখিয়ে ভুক্তভোগীর থেকে ধাপে ধাপে প্রায় এক লাখ পঁয়তাল্লিশ হাজার টাকা হাতিয়ে নেয়। এরপর একাধিকবার ধর্ষণ করে। পরে আরও তিন লাখ টাকা দাবি করে কুদ্দুস মিয়া। ভুক্তভোগী টাকা দিতে অস্বীকৃতি জানালে, ভিডিও ও ছবি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে দেয়। এরপর তার স্বামী ও শ্বশুরবাড়ির লোকজনের কাছে পাঠায়। ভুক্তভোগী বলেন, ছোট বোনকে জিন ছাড়াতে নিয়ে গিয়েছিলাম কুদ্দুস কবিরাজের কাছে। সে চিকিৎসার আগে ৩০০ টাকার নন-জুডিশিয়াল স্ট্যাম্পে আমার স্বাক্ষর নেয়। পরবর্তীতে সুযোগ বুঝে আমাকে গোপন কক্ষে নিয়ে ধর্ষণ করে ভিডিও ধারণ করে। ভিডিও দেখিয়ে টাকা দাবি করে, না দিলে ছড়িয়ে দেয়ার হুমকি দেয়। পরে আমার ভাই বিদেশ যাবে বলে তিন লাখ টাকা নেয়। কিন্তু টাকা ফেরত চাওয়ায় ভিডিও ছড়িয়ে দেয়। ভুক্তভোগীর মা বলেন, ভণ্ড কবিরাজের ফাঁদে পড়ে আমার মেয়ের সংসার ভেঙে গেছে। আমি পুলিশ প্রশাসনের কাছে তার কঠোর বিচার চাই। দেবিদ্বার থানার পুলিশ পরিদর্শক (তদন্ত) মোহাম্মদ মঈনউদ্দিন বলেন, বিষয়টি তদন্তাধীন রয়েছে। তদন্তসাপেক্ষে অভিযুক্তের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

বিশ্বজুড়ে আলোচনায় বাংলাদেশি পর্নো তারকা দম্পতি

বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা : আজিম-বৃষ্টি দম্পতি। দু'জনের বয়সই ২৮। আজিমের জন্ম চট্টগ্রামে আর বৃষ্টির মানিকগঞ্জে। প্রাথমিকের গণ্ডি পার হতে পারেনি দু'জন। সংসারে অভাব অনটন ছিল প্রবল। অর্থের অভাব মেটাতে গিয়ে তারা নিজেরাই পর্নো ভিডিও তৈরি শুরু করে। পরে পর্নো সাইটে আপ করে দেয়। ব্যাপক সাড়া পাওয়ায় তাদের আগ্রহ বাড়তে থাকে। এক সময় তারা ব্যবসার উদ্দেশ্যে ভিডিও তৈরি করে। ঘরে বসে ভিডিও তৈরি করে দেশ ছাপিয়ে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে তাদের ভিডিও চাহিদা বাড়তে থাকে। ২০২৪ সালের মে মাসে আন্তর্জাতিক প্ল্যাটফরমে তাদের প্রথম ভিডিও প্রকাশ হয়। পরবর্তী এক বছরে তাদের প্রকাশিত মোট ১১২টি ভিডিও ২ কোটি ৬৭ লাখের বেশিবার দেখা হয়েছে। বিনিময়ে তাদের অর্থের চাহিদাও মিটতো আবার এই অঙ্গনে তাদের জনপ্রিয়তা বাড়তে থাকে। পর্নো ভিডিও তৈরি করে তারা এখন বিলাসবহুল জীবনযাপন করছে। একসময় পর্নোতারকাদের আন্তর্জাতিক পারফর্মার র‍্যাঙ্কিংয়ে শীর্ষস্থানীয়দের মধ্যে রয়েছে তাদের অবস্থান। আর ২০২৫ সালের অক্টোবর পর্যন্ত বিশ্বব্যাপী পারফর্মারদের মধ্যে তাদের অবস্থান অষ্টম। এই দম্পতি শুধু নিজেরাই পর্নো ভিডিও তৈরি করতো না। তাদের বিরুদ্ধে আরও মানুষদের অন্ধকার এ জগতে সম্পৃক্ত করার মতো বেআইনি কর্মকাণ্ডের অভিযোগও রয়েছে। তবে শেষ রক্ষা হয়নি। সম্প্রতি গণমাধ্যমে তাদেরকে নিয়ে রিপোর্ট প্রকাশের পর আলোচনায় আসেন তারা। বিষয়টি সামাজিক ও নৈতিকভাবে উদ্বেগজনক এবং একইসঙ্গে বেআইনি হওয়ায় সিআইডি'র এলআইসি এবং সাইবার পুলিশ সেন্টার (সিপিসি) ইউনিট দ্রুততার সঙ্গে এই পর্নোতারকা যুগলকে সোমবার ভোরে বান্দরবন থেকে গ্রেপ্তার করে। এ সময় তাদের কাছ থেকে মোবাইল, সিমকার্ড, ক্যামেরা, ট্রাইপডসহ পর্নো ভিডিও তৈরির বিভিন্ন সরঞ্জামাদি আলামত হিসেবে জব্দ করা হয়।

সিআইডি'র বিশেষ পুলিশ সুপার (মিডিয়া) জসীম উদ্দিন খান বলেছেন, একাধিক আন্তর্জাতিক পর্নো ওয়েবসাইটে তারা নিয়মিত ভিডিও আপলোড করতো। এভাবে খোলাখুলি প্রচারণার পাশাপাশি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম টেলিগ্রাম, ফেসবুক ও ইনস্টাগ্রাম ব্যবহার করেও তারা প্রচারণা চালাতো। এসব প্রচারণায় ইন্ডাস্ট্রিতে যুক্ত হওয়ার জন্য অন্যদের প্রচুর করে বিভিন্ন বার্তা প্রকাশ করতো তারা। আগ্রহীরা নতুন ক্রিয়েটর হওয়ার জন্য তাদের সঙ্গে টেলিগ্রামের মাধ্যমে যোগাযোগ করলে নতুনদের নানাভাবে উদ্বুদ্ধ করাও ছিল তাদের কাজ। টেলিগ্রাম চ্যানেলে নতুন ক্রিয়েটর অ্যাড করলে নগদ অর্থ প্রদান করার বিজ্ঞাপন দিতো। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের গণ্ডি পার হতে না পারা এ যুগল দরিদ্র পরিবার থেকে উঠে আসলেও অনলাইনে রয়েছে তাদের বিলাসবহুল জীবনধারার অনেক ছবি। সিআইডি জানায়, গ্রেপ্তারকৃত আসামিদের বিরুদ্ধে নিয়মিত মামলা রুজুকরণসহ তাদেরকে আদালতের মাধ্যমে রিমান্ডে আনা হবে। অপরাধের পূর্ণাঙ্গ তথ্য উদ্ঘাটন, অপরাপর সদস্যদের শনাক্ত ও গ্রেপ্তার করার স্বার্থে সিআইডি'র তদন্ত ও অভিযান অব্যাহত রয়েছে। আমাদের বান্দরবান প্রতিনিধি জানিয়েছেন ওই দম্পতিকে বান্দরবান সদরের রোয়াংছড়ি বাসস্টেশন সংলগ্ন ঠিকাদার সেন্টু ও মিন্টুর ভাড়া বাসা থেকে তাদের গ্রেপ্তার করে সিআইডি'র একটি টিম। ওই ভবনের ম্যানেজার সৌরভের বরাত দিয়ে তিনি বলেন, ১৩ তারিখে ফল ব্যবসায়ী পরিচয় দিয়ে পাঁচতলা ভবনে দু'জনকে রুম ভাড়া দেয়া হয়। নিয়মানুসারে আইডি কার্ডসহ সবকিছু নিয়ে মাসে দশ হাজার টাকা ভাড়া রাখা হয়। কোথাও বের হলে দু'জনই হেলমেট পরে বের হতেন। কিন্তু তারা যে এসব অবৈধ কাজে জড়িত সেটি জানতাম না। আর গ্রেপ্তার হওয়ার আগে আত্মীয় পরিচয় দিয়ে আরও একজন এসেছে।

চিত্রনায়ক সালমান শাহ হত্যা মামলা : নতুন আসামি হলেন যারা

বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা : আদালতের নির্দেশে চিত্রনায়ক সালমান শাহর মৃত্যুর ২৯ বছর পর হত্যা মামলা করা হয়েছে। মামলায় অভিযুক্ত করা হয়েছে তার সাবেক স্ত্রী সামিরা হকসহ মোট ১১ জনকে। সোমবার (২১ অক্টোবর) মধ্যরাতে রাজধানীর রমনা থানায় এ মামলা করা হয়েছে। মঙ্গলবার (২১ অক্টোবর) রমনা জোনের সহকারী পুলিশ কমিশনার (এসি) মো. মাজহারুল ইসলাম মামলার বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। তিনি জানান, এজাহার মামলা হিসেবে নথিভুক্ত হয়েছে। ঘটনাটি তদন্ত করে পরবর্তী আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

মামলার এজাহারে আসামিরা হলেন- সালমান শাহের স্ত্রী সামিরা হক। এছাড়াও আসামির তালিকায় আছেন ব্যবসায়ী আজিজ মোহাম্মদ ভাই, লতিফা হক লুসি, চলচ্চিত্রের খলনায়ক ডনসহ আরও কয়েকজন। মোট অভিযুক্ত ১১ জনের পাশাপাশি উল্লেখ করা হয়েছে অজ্ঞাতনামা আরও কয়েকজনের নাম।

অভিনেতা সালমান শাহ হত্যা মামলা পুনরায় তদন্তের নির্দেশ দিয়েছেন আদালত। তার মা নীলা চৌধুরীর রিভিশন আবেদন মঞ্জুর করে এ হত্যা মামলা চলবে বলে ঢাকার ষষ্ঠ অতিরিক্ত মহানগর দায়রা জজ জান্নাতুল ফেরদৌস ইবনে হক এ আদেশ দিয়েছেন।

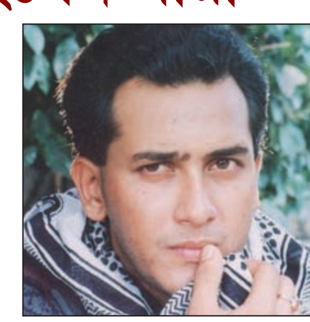

১৯৯৬ সালের ৬ সেপ্টেম্বর ঢাকার ইস্কাটনের বাসায় ফ্যানের সঙ্গে ঝুলন্ত অবস্থায় সালমান শাহর মরদেহ উদ্ধার করা হয়। এরপর শুরু হয় দীর্ঘ তদন্তযাত্রা, যা প্রায় তিন দশক ধরে অপমৃত্যু মামলা হিসেবেই চলতে থাকে। পরবর্তী সময় পুলিশ ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশন (পিবিআই) তাদের চূড়ান্ত প্রতিবেদনে সালমান শাহ আত্মহত্যা করেছেন বলে মত দেয়।

তবে সালমান শাহর মা নীলা চৌধুরী শুরু থেকেই ওই প্রতিবেদন মানতে অস্বীকৃতি জানান এবং দাবি করে আসেন, তার ছেলেকে হত্যা করা হয়েছে।

গাজায় শান্তিচুক্তির পর ৯৭ ফিলিস্তিনিকে হত্যা

পোস্ট ডেস্ক : গাজা সরকারের মিডিয়া অফিস জানিয়েছে, যুদ্ধবিরতি কার্যকর হওয়ার পর থেকে ইসরায়েলি হামলায় কমপক্ষে ৯৭ ফিলিস্তিনি নিহত ও ২৩০ জন আহত হয়েছে। তারা যুদ্ধবিরতির ৮০টি লঙ্ঘনের ঘটনা নথিভুক্ত করেছে, যা আন্তর্জাতিক মানবিক আইনের স্পষ্ট লঙ্ঘন। ইসরায়েল বেসামরিক নাগরিকদের ওপর সরাসরি গুলিবর্ষণ করে। তাছাড়া ইচ্ছাকৃতভাবে গোলাবর্ষণ ও লক্ষ্যবস্তুতে হামলা, একযোগে বিমান হামলা এবং বেশ কয়েকজন বেসামরিক নাগরিককে গ্রেপ্তারও করে তারা। ২০২৩ সালের ৭ অক্টোবর থেকে গাজায় ইসরায়েলের হামলায় কমপক্ষে ৬৮ হাজার ২১৬ জন নিহত এবং এক লাখ ৭০ হাজার ৩৬১ জন আহত হয়েছে।

'যেভাবে সহিংসতা শুরু হয়েছে, আমি অনুভব করেছি আমার হৃদয় ভেঙে গেছে; যুদ্ধবিরতি অকার্যকর হতে যাচ্ছে। রোববার যা ঘটেছিল, তাতে মানুষ ফের দুর্ভিক্ষের আশঙ্কায় খাবার কিনতে পাগল হয়ে উঠেছিল। লোভী ব্যবসায়ীরা দাম বাড়িয়ে দিয়েছিল। শান্তিচুক্তিটি এখন খুবই ভঙ্গুর দেখাচ্ছে।' যুদ্ধবিরতি ভেঙে যাওয়ার শঙ্কা প্রকাশ করে রয়টার্সকে এসব কথা বলছিলেন গাজা শহরের ব্যবসায়ী আবু আবদুল্লাহ। তাঁর চোখেমুখে আতঙ্ক বিরাজ করছিল। তাঁর এই বক্তব্যের মাধ্যমে গাজার নতুন আতঙ্কজনক পরিস্থিতি ফুটে উঠেছে। বাসিন্দারা যুদ্ধবিরতিকে খুবই ভঙ্গুর হিসেবে দেখতে পাচ্ছেন।

গাজা শহরের পাঁচ সন্তানের বাবা মাহমুদ হাশিম বলেন, 'যুদ্ধবিরতি ভেঙে গেলে তা হবে একটি দুঃস্বপ্ন।' দক্ষিণে খান ইউনিসের খাদিজেহ আবু-নোফাল বলেন, 'হাসপাতালের কর্মীরা আহত শিশুদের চিকিৎসা দিচ্ছিলেন। সেখানেও হামলা হয়েছে। তাহলে শান্তি কোথায়?'

বার্তা সংস্থা এপি ও আলজাজিরা জানায়, যুদ্ধবিরতির মধ্যেই গাজায় ইসরায়েল ব্যাপক হামলা চালিয়েছে। তারা ৮০ বার যুদ্ধবিরতি লঙ্ঘন করেছে। ফিলিস্তিনি স্বাধীনতাকামী সংগঠন হামাসের সামরিক স্থাপনা লক্ষ্য করে এসব হামলা চালানো হচ্ছে। ইসরায়েলের দাবি, হামাস তাদের সেনাবাহিনীর ওপর হামলা করায় এ হামলা চালানো হয়েছে। এসব ঘটনার পর গাজায় ত্রাণ প্রবেশ সীমিত করে দেয় ইসরায়েল। এর মধ্যে গাজায় ত্রাণ প্রবেশ বন্ধের হুমকিও দিয়েছে দখলদাররা। এই অবস্থায় যুদ্ধবিরতি ভঙ্গুর আকার ধারণ করেছে। গাজাবাসী আরও সহিংসতার আশঙ্কা করছে।

অন্যদিকে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প গাজার পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করছেন। তিনি সাংবাদিকদের বলেছেন, ইসরায়েলি সেনাবাহিনীর ওপর হামাস সরাসরি হামলা চালায়নি। হামলাকারীরা অস্ত্রধারী দুর্বৃত্ত হতে পারে। গাজায় যুদ্ধবিরতি কার্যকর রয়েছে। সোমবার ট্রাম্পের বিশেষ দূত স্টিভ উইটকফ ও তাঁর জামাতা জ্যারেড কুশনার ইসরায়েলে পৌঁছেছেন। তারা গাজা যুদ্ধবিরতি পরিকল্পনার তত্ত্বাবধানকারী ওয়াশিংটনের শীর্ষ আলোচক। যুদ্ধবিরতি বহাল রাখার জন্য ইসরায়েলি প্রধানমন্ত্রী নেতানিয়াহুর সঙ্গে আলোচনা করবেন তারা।

এদিকে যুদ্ধবিরতি চুক্তি বাস্তবায়নের জন্য হামাসের প্রধান আলোচক খলিল আল-হাইয়ার নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধি দল সোমবার মিসরের রাজধানী কায়রো পৌঁছেছে। তারা কাতার ও মিসরের মধ্যস্থতাকারীদের সঙ্গে আলোচনা করবেন। পরবর্তী পর্যায়ে হামাসকে নিরস্ত্রীকরণ, গাজায় অতিরিক্ত এলাকা থেকে ইসরায়েলি বাহিনী প্রত্যাহার এবং বিধ্বস্ত ভূখণ্ডের ভবিষ্যৎ শাসন ব্যবস্থা নিয়ে আলোচনা হবে বলে আশা করা হচ্ছে।

হোয়াইট হাউসের একাংশ ভেঙে ফেলা হচ্ছে

পোস্ট ডেস্ক : হোয়াইট হাউসের একাংশ ভেঙে নতুন করে সংস্কারের নির্দেশ দিয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডনাল্ড ট্রাম্প। ইতিমধ্যেই হোয়াইট হাউসের পূর্বাংশ ভেঙে ফেলা হয়েছে। সেখানে বলরুম নির্মাণ করা হবে। ঐতিহাসিক স্থাপনা রক্ষার ক্ষেত্রে ট্রাম্পের এই পদক্ষেপ ঘিরে যুক্তরাষ্ট্রে তৈরি হয়েছে নানা বিতর্ক। এ খবর দিয়েছে অনলাইন বিবিসি।

এতে বলা হয়, প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প ঘোষণা দিয়েছেন প্রায় ২৫ কোটি ডলার ব্যয়ে নির্মিতব্য এই বলরুমটি হবে একটি আধুনিক স্থাপনা। এটি হোয়াইট হাউসের ঐতিহাসিক অবকাঠামোকে সম্মান জানিয়ে এর পাশেই নির্মাণ করা হবে। জুলাই মাসে এক বিবৃতিতে তিনি বলেন, এটি বর্তমান ভবনের একদম নিকটবর্তী হবে না। ঐতিহ্যবাহী গঠনকে সম্পূর্ণ সম্মান জানিয়েই এটি তৈরি করা হবে। ট্রাম্প তার সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ট্রুথ সোশ্যালের এক পোস্টে বলেন, দীর্ঘ দেড়শ বছরের বেশি সময়ের মধ্যে সকল প্রেসিডেন্টই একটি বলরুম প্রত্যাশা করেছেন। যাতে রাষ্ট্রীয় ভোজ ও বৃহৎ অনুষ্ঠান আয়োজন করা যায়। অবশেষে সেই স্বপ্ন বাস্তব হচ্ছে।

বিতর্ক ও সমালোচনা: হোয়াইট হাউসের স্থাপনা ভেঙে সেখানে বলরুম নির্মাণের ঘোষণার পরই ব্যাপক প্রতিক্রিয়া দেখা গেছে। প্রশ্ন তুলেছে ঐতিহাসিক স্থাপনা রক্ষা বিষয়ক সংগঠনগুলো। ন্যাশনাল পার্ক সার্ভিস (এনপিএস) এর সাবেক প্রধান ইতিহাসবিদ রবার্ট কে সাটন বলেন, এই প্রকল্পটি যথাযথ পর্যালোচনা ও প্রক্রিয়া ছাড়াই শুরু হয়েছে বলে মনে হচ্ছে। এটি বৈশ্বিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ নির্বাহী একটি ভবন- অথচ এখানে কী হচ্ছে, তা স্পষ্ট নয়।

ইতিমধ্যেই হোয়াইট হাউসের দক্ষিণ পাশে থাকা ইস্ট উইংয়ের প্রবেশপথ ভেঙে ফেলতে দেখা গেছে। সেখান থেকে ধ্বংসাবশেষ সরানো হচ্ছে।

'আই লাভ মুহাম্মদ' বলায় ভারতে মুসলিমদের ধরপাকড়

পোস্ট ডেস্ক : ভারতের উত্তর প্রদেশের শিল্পনগরী কানপুরের একটি মুসলিম অধ্যুষিত এলাকায় গত ৪ সেপ্টেম্বর সন্ধ্যায় আলোকসজ্জা করা একটি সাইনবোর্ড টাঙানো হয়।

সাইনবোর্ডে লেখা ছিল: 'আই লাভ মুহাম্মদ'। অর্থাৎ আমি মহানবী হজরত মুহাম্মদকে (সা.)-কে ভালোবাসি। সাইনবোর্ডে লাল রঙের একটি হার্ট চিহ্নও আঁকা ছিল।

কানপুরের সাঈদ নগরের শ্রমজীবী বাসিন্দারা বিশ্বের অন্যান্য মুসলিম সম্প্রদায়ের মতোই মহানবী (সা.)-এর জন্মদিন উপলক্ষে ঈদে মিলাদুন্নবী উদ্‌যাপন করছিলেন। এতে সাজসজ্জার অংশ হিসেবে তারা ওই সাইনবোর্ড টাঙান।

দক্ষিণ এশিয়ায় মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষ মিলাদুন্নবী (সা.)এ ধর্মীয় সমাবেশ, পবিত্র কোরআন তিলাওয়াত এবং মহানবীর জীবন ও শিক্ষার ওপর আলোচনার আয়োজন করে। কিছু স্থানে শোভাযাত্রা হয়। তবে ভারতের কানপুরে এ ধরনের সাইনবোর্ড টাঙানোর ঘটনা আগে ঘটেনি বলে জানা যায়।

সাঈদ নগরে 'আই লাভ মুহাম্মদ (সা.)' লেখা সাইনবোর্ডে আলো জ্বলে ওঠার পর কয়েকজন হিন্দু ব্যক্তি সেখানে গিয়ে এর বিরুদ্ধে আপত্তি তোলেন। পুলিশ ডাকা হয় এবং কয়েক ঘণ্টা বিশৃঙ্খলার পর সেই রাতেই সাইনবোর্ডটি সরিয়ে দেওয়া হয়।

এ ঘটনাকে কেন্দ্র করে ধর্মীয় গোষ্ঠীগুলোর মধ্যে বিভাজন সৃষ্টি এবং উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত হানার অভিযোগে সাঈদ নগরের নয়জন মুসলিম পুরুষ ও অজ্ঞাতপরিচয় ১৫ ব্যক্তির বিরুদ্ধে মামলা করা হয়। মামলায় এ পর্যন্ত কেউ গ্রেফতার হননি।

সাঈদ নগরের বাসিন্দা মোহিত বাজপায়ী শ্রী রামনবমী সমিতি নামের একটি হিন্দু গোষ্ঠীর সঙ্গে যুক্ত। তিনি বলেন, 'আই লাভ মুহাম্মদ' লেখা নিয়ে আপত্তি নেই। কিন্তু সাইনবোর্ডটি যে স্থানে রাখা হয়েছিল, তা নিয়ে আপত্তি আছে। কারণ, ওই স্থানটি হিন্দুদের একটি উৎসবের জন্য ব্যবহার করা হয়।

মোহিত বাজপায়ী আল-জাজিরাকে বলেন, 'সংবিধানে সব ধর্মের সমান অধিকার আছে। তবে সাইনবোর্ডটি যেখানে রাখা হয়েছিল, সেখানে সাধারণত আমাদের রাম নবমীর সাজসজ্জা করা হয়। সবারই নিজ নিজ ধর্মচর্চা করার অধিকার আছে। তবে নতুন জায়গায় নতুন প্রথা চালু করা উচিত নয়।'

তবে সাঈদ নগরের মুসলিম বাসিন্দারা বলেন, সাইনবোর্ডটি এমন এক উন্মুক্ত স্থানে রাখা হয়েছিল, যেখানে তারা প্রতিবছর ঈদে মিলাদুন্নবী (সা.) উদ্‌যাপনের জন্য জড়ো হন।

সাঈদ নগরের ২৮ বছর বয়সী এক বাসিন্দা বলেন, 'সাজসজ্জার জন্য আমাদের কাছে সরকারি অনুমতি ছিল। সংবিধান অনুযায়ী প্রত্যেকের ধর্ম পালনের অধিকার আছে।'

এই তরুণ সরকারি দমন-পীড়নের ভয়ে নিজের পরিচয় প্রকাশ করতে চাননি। তার বিরুদ্ধেও একটি মামলা হয়েছে।

কানপুরের অভিযুক্ত ব্যক্তিদের আইনজীবী এম এ খান আলুজাজিরাকে বলেন, মুসলিম পুরুষদের বিরুদ্ধে ঈদে মিলাদুন্নবী (সা.) উপলক্ষে গত ৫ সেপ্টেম্বর আয়োজিত শোভাযাত্রার সময় হিন্দু সম্প্রদায়ের একটি ব্যানার ছিঁড়ে ফেলার অভিযোগ আনা হয়েছে। অথচ যাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হয়েছে, তাঁদের অনেকেই ওই শোভাযাত্রায় ছিলেন না।

সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতিতে আঘাত

ভারতের উত্তর প্রদেশে ৩ কোটি ৮০ লাখ মুসলিমের বসবাস, যা সৌদি আরবের মোট জনসংখ্যার চেয়ে বেশি। উত্তর প্রদেশের মোট জনসংখ্যার ২০ শতাংশই মুসলিম। ২০১৭ সাল থেকে রাজনৈতিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ প্রদেশটি শাসন করছেন উগ্র হিন্দুত্ববাদী যোগী আদিত্যনাথ।

উগ্রবাদী এই নেতা মুসলিমবিরোধী বক্তব্য ও নীতির জন্য পরিচিত। তিনি নরেন্দ্র মোদির হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ দল ভারতীয় জনতা পার্টি বা বিজেপির একজন প্রভাবশালী নেতা।

কানপুরের ঘটনার কয়েক দিন পরে সেখান থেকে প্রায় ২৭০ কিলোমিটার দূরে উত্তর প্রদেশের আরেক শহর বেরেলিতে এর প্রভাব ছড়িয়ে পড়ে। শহরটি বেরলভি সুন্নি মুসলিম সম্প্রদায়ের প্রধান ঘাঁটি। বিশ্বজুড়ে এ সম্প্রদায়ের মানুষের সংখ্যা ২০ থেকে ৩০ কোটি।

গত ১০ সেপ্টেম্বর রাজ্য পুলিশ বেরেলিতে একজন ধর্মীয় নেতাসহ নয়জন মুসলিমের বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করে। তাদের বিরুদ্ধে ধর্মীয় সম্প্রীতি নষ্ট ও নতুন প্রথা চালু করে জনশৃঙ্খলা হুমকির মুখে ফেলার অভিযোগ আনা হয়।

মুসলিম গোষ্ঠী ইত্তেহাদ-ই-মিল্লাত কাউন্সিলের (আইএমসি) প্রধান ও বেরলভি সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা ইমাম আহমেদ রেজা খানের উত্তরসূরি মাওলানা তৌকির রেজা খান গত ২১ সেপ্টেম্বর বেরেলি ও কানপুরে মুসলিমদের বিরুদ্ধে এফআইআর দায়েরের প্রতিবাদে বিক্ষোভ সমাবেশের ডাক দেন। ২৬ সেপ্টেম্বর শুক্রবার জুমার নামাজ শেষে একটি মাঠে জড়ো হতে সমর্থকদের প্রতি আহ্বান জানান তিনি। কিন্তু স্থানীয় প্রশাসন সমাবেশের অনুমতি দিতে অস্বীকৃতি জানায়।

২৫ সেপ্টেম্বর আইএমসি একটি বিবৃতি প্রকাশ করে। এতে মানুষজনকে বিক্ষোভের জন্য জড়ো না হওয়ার আহ্বান জানানো হয়। তবে এর কয়েক ঘণ্টা পর তৌকির রেজা খানের সমর্থকেরা নিজেদের মধ্যে বার্তা চালাচালি করতে শুরু করেন এবং দাবি করেন, আইএমসির ওই বিবৃতিটি ভুয়া। আইএমসিকে কলঙ্কিত করার জন্যই এটি করা হয়েছে।

পরদিন জুমার নামাজের পর হাজার হাজার মুসলিম বেরেলির একটি প্রখ্যাত মাজারের আশপাশে জড়ো হন। তাদের হাতে ছিল 'আই লাভ মুহাম্মদ (সা.)' লেখা পোস্টার। এ সময় তারা কানপুরে পুলিশি ভূমিকার বিরুদ্ধে স্লোগান দেন। স্থানীয় প্রশাসনের অভিযোগ, এ সমাবেশের অনুমতি ছিল না। সমাবেশ থেকে কিছু মানুষ পুলিশের দিকে পাথর নিক্ষেপ করে এবং সরকারি স্থাপনা ভাঙচুর করে। পুলিশ তাদের লাঠিপেটা করে এবং তৌকির রেজা খানসহ কয়েক ডজন মুসলিমকে গ্রেফতার করে। শহরে ইন্টারনেট বন্ধ করে দেওয়া হয়।

গ্রেফতারের আগে তৌকির রেজা খান ভিডিও বার্তায় বলেন, ধর্মীয় মত প্রকাশের স্বাধীনতা দমনের লক্ষ্যে এ অভিযান চালানো হয়েছে। তিনি সতর্ক করে বলেন, 'আমাদের ধর্মীয় অনুভূতি দমনের চেষ্টা ভালো ফল বয়ে আনবে না।' পরদিন উত্তর প্রদেশের রাজধানী লক্ষ্ণৌতে এক অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ বেরেলিতে অস্থিতিশীলতার নিন্দা জানান এবং এটিকে সামাজিক সম্প্রীতি নষ্ট করার সুপরিকল্পিত চেষ্টা বলে আখ্যা দেন।

এই উগ্র হিন্দুত্ববাদী মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'কখনো কখনো মানুষ তাদের বাজে অভ্যাস ত্যাগ করতে পারে না। এ জন্য কখনো কখনো কঠোর হতে হয়, যা আপনারা গতকাল বেরেলিতে দেখেছেন। একজন মাওলানা ভুলে গেছেন যে কে ক্ষমতায় আছে।'

তার এই বক্তব্যের পর মুসলিমদের ওপর দমন-পীড়ন আরও বেড়ে যায়।

সরকার ভীতি সঞ্চার করতে চায়

উত্তর প্রদেশ ও অন্যান্য বিজেপিশাসিত রাজ্যে বিভিন্ন অভিযোগে মুসলিমদের বাড়ি ও ব্যবসায়িক স্থাপনা উচ্ছেদ করা এখন সাধারণ ঘটনা। যদিও ভারতের সুপ্রিম কোর্ট সম্প্রতি এসব উচ্ছেদকে 'বুলডোজার জাস্টিস' বলে নিষিদ্ধ করেছেন।

মানবাধিকার সংস্থাগুলো বলছে, এসব স্থাপনা উচ্ছেদ আইনবহির্ভূত। বিচারিকপ্রক্রিয়াকে পাশ কাটিয়ে অভিযুক্তদের শাস্তি দেওয়া হচ্ছে এবং তাদের পরিবারকে অর্থনৈতিকভাবে বিপর্যয়ের মুখে ঠেলে দেওয়া হচ্ছে।

যদিও উত্তর প্রদেশের সরকার বলেছে, বেরেলিতে উচ্ছেদ করা ভবনগুলো অবৈধভাবে নির্মিত হয়েছিল।

প্রসিদ্ধ উর্দু কবি মুনাওয়ার রানার মেয়ে সুমাইয়া রানা আলুজাজিরাকে বলেন, 'মুসলিমদের প্রতিবাদ করার বৈধ অধিকার দমন করতে পুলিশ দেশের বিভিন্ন স্থানে তাদের বিরুদ্ধে মামলা করছে। বিজেপি সরকার ভীতি সঞ্চার করতে চায়, যাতে মুসলিমরা তাদের ধর্মীয় ও মৌলিক অধিকার রক্ষায় কথা বলার সাহস না পায়।'

সুমাইয়া রানা নিজে লক্ষ্ণৌয়ে বিধানসভা ভবনের বাইরে একটি বিক্ষোভের আয়োজন করেন। সেখানে এক ডজনের বেশি মানুষ 'আই লাভ মুহাম্মদ (সা.)' লেখা পোস্টার হাতে নিয়ে প্রতিবাদ জানান। পুলিশ তাদের অল্প সময়ের জন্য আটক করে।

মানবাধিকার সংস্থা অ্যাসোসিয়েশন ফর প্রোটেকশন অব সিভিল রাইটস (এপিসিআর) বলেছে, ভারতের বিভিন্ন স্থানে 'আই লাভ মুহাম্মদ (সা.)' সংক্রান্ত প্রচারণা কেন্দ্র করে অন্তত ২২টি এফআইআর দায়ের করা হয়েছে। এর মধ্যে আড়াই হাজারের বেশি মানুষের নাম উল্লেখ করা হয়েছে। এখন পর্যন্ত বেরেলিতে অন্তত ৮৯ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

এপিসিআরের সাধারণ সম্পাদক নাদিম খান আলুজাজিরাকে বলেন, 'কর্তৃপক্ষ নবী (সা.)এর প্রতি ভালোবাসা প্রকাশ করে লেখা একটি স্লোগানকে অপরাধ হিসেবে গণ্য করছে। এটিকে উসকানিমূলক হিসেবে বর্ণনা করছে। অনেক ক্ষেত্রে প্রশাসন আইনিপ্রক্রিয়া না মেনে মামলা দায়ের এবং অভিযুক্তদের সম্পত্তি উচ্ছেদ করছে। এতে মুসলিম সম্প্রদায়ের ওপর গুরুতর সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রভাব পড়েছে।'

মানবতাবিরোধী অপরাধে সেনা

এম সারোয়ার হোসেন। এর আগে বুধবার সকাল ৭টা ১৫ মিনিটে বাংলাদেশ জেলের একটি বিশেষ প্রিজন ভ্যানে করে সাধারণ পোশাকে ১৫ সেনা কর্মকর্তাকে ট্রাইব্যুনালে আনা হয়।সেনা কর্মকর্তাদের ট্রাইব্যুনালে আনার প্রেক্ষাপটে ট্রাইব্যুনালকে ঘিরে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর কড়া নিরাপত্তা বলয় তৈরি করা হয়।

আওয়ামী লীগের শাসনামলে গুম ও নির্যাতনের ঘটনায় মানবতাবিরোধী অপরাধের পৃথক দুই মামলায় ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, তার নিরাপত্তা উপদেষ্টা অবসরপ্রাপ্ত মেজর জেনারেল তারিক আহমেদ সিদ্দিকী ও ডিজিএফআইয়ের সাবেক পাঁচ মহাপরিচালকসহ ৩০ জনের বিরুদ্ধে গত ৮ অক্টোবর গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করেন আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল-১।

এছাড়া ওই দিন ট্রাইব্যুনাল জুলাই-আগস্টে রাজধানীর রামপুরায় ২৮ জনকে হত্যার ঘটনায় মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলায় বিজিবি কর্মকর্তা রেদোয়ানুল ইসলাম ও মো. রাফাত বিন আলম মুনসহ চারজনের বিরুদ্ধে আনুষ্ঠানিক অভিযোগ আমলে নেন। সেই সঙ্গে এই তিন মামলায় পরোয়ানাভুক্ত আসামিদের ২২ অক্টোবর ট্রাইব্যুনালে হাজিরের নির্দেশ দেন আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল-১। উল্লেখ্য, আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারির পর গত ১১ অক্টোবর এক সংবাদ সম্মেলনে ১৫ জন কর্মরত সেনা কর্মকর্তাকে হেফাজতে নেওয়ার কথা জানায় সেনাবাহিনী।

বুধবার সকাল ১০টা ১০ মিনিটে কড়া নিরাপত্তার মধ্য দিয়ে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের মূল ফটক দিয়ে তাদের নিয়ে যাওয়া হয়। এর আগে সকাল সোয়া ৭টায় বাংলাদেশ জেল-প্রিজন ভ্যান লেখা সবুজ রঙের গাড়িতে করে এই ১৫ সেনা কর্মকর্তাকে আনা হয়। গাড়িটি শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত ছিল। এদিন সকাল ৮টার পর তিন মামলার শুনানি হয়। প্রসিকিউশনের পক্ষে শুনানি করেন চিফ প্রসিকিউটর মোহাম্মদ তাজুল ইসলাম। পরে আদালতে হাজির হওয়া ১৫ জনকে কারাগারে পাঠানোর আদেশ দেন ট্রাইব্যুনাল-১ এর চেয়ারম্যান বিচারপতি মো. গোলাম মর্তুজা মজুমদারের নেতৃত্বাধীন তিন সদস্যের বিচারিক প্যানেল।

১৫ সেনা কর্মকর্তা হলেন- র‌্যাবের সাবেক অতিরিক্ত মহাপরিচালক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মো. জাহাঙ্গীর আলম, ব্রিগেডিয়ার জেনারেল তোফায়েল মোস্তফা সারোয়ার, ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মো. কামরুল হাসান, ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মো. মাহাবুব আলম, ব্রিগেডিয়ার কেএম আজাদ, কর্নেল আবদুল্লাহ আল মোমেন, কর্নেল আনোয়ার লতিফ খান (অবসরকালীন ছুটিতে), র‌্যাবের গোয়েন্দা শাখার সাবেক পরিচালক লেফটেন্যান্ট কর্নেল মো. মশিউর রহমান, লেফটেন্যান্ট কর্নেল সাইফুল ইসলাম সুমন, লেফটেন্যান্ট কর্নেল মো. সারওয়ার বিন কাশেম, লেফটেন্যান্ট কর্নেল মোহাম্মদ রেদোয়ানুল ইসলাম ও বিজিবির সাবেক কর্মকর্তা মেজর মো. রাফাত বিন আলম। ডিজিএফআইয়ের সাবেক পরিচালক মেজর জেনারেল শেখ মো. সরওয়ার হোসেন, ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মো. মাহবুবুর রহমান সিদ্দিকী ও ব্রিগেডিয়ার জেনারেল আহমেদ তানভির মাজাহার সিদ্দিকী।

অ্যামনেস্টির বিশেষ অনুরোধ : মানবতাবিরোধী অপরাধের তিন মামলায় অভিযুক্ত ১৫ সেনা কর্মকর্তাকে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের (আইসিটি) মাধ্যমে বিচারের আওতায় আনার সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়ে কয়েকটি অনুরোধ জানিয়েছে অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল। বুধবার দেওয়া এক বিবৃতিতে তারা বাংলাদেশ সরকারের এই সিদ্ধান্তকে তারা স্বাগত জানায়।

বিবৃতিতে মানবাধিকার সংস্থাটি বলেছে, এটি প্রথমবারের মতো বাংলাদেশের সামরিক কর্মকর্তাদের গুমের ঘটনায় আনুষ্ঠানিকভাবে অভিযুক্ত করার দৃষ্টান্ত, যা জবাবদিহি ও ভুক্তভোগীদের জন্য ন্যায়বিচার নিশ্চিতের গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ।

অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল কর্তৃপক্ষকে আহ্বান জানিয়েছে, যেন বিচার প্রক্রিয়াটি আন্তর্জাতিক মানবাধিকার মানদণ্ড অনুযায়ী পরিচালিত হয়,যেখানে যথাযথ বিচারপ্রক্রিয়ার নিশ্চয়তা, ন্যায়সংগত বিচারের অধিকার এবং বেসামরিক আদালতে শুনানির বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত থাকবে।

মানবাধিকার সংস্থাটি সরকারকে আরো আহ্বান জানিয়েছে, যেন আন্তর্জাতিক আইনের অধীনে বাংলাদেশের অঙ্গীকারের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে মৃত্যুদণ্ড প্রয়োগ থেকে বিরত থাকা হয়।

অ্যামনেস্টি উল্লেখ করেছে, মামলাটির ঐতিহাসিক গুরুত্ব আছে। কারণ এটি প্রথমবারের মতো সক্রিয়ভাবে দায়িত্বে থাকা বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর কর্মকর্তাদের গুম ও নির্যাতনের মতো অপরাধের অভিযোগে বেসামরিক ট্রাইব্যুনালে হাজির করার ঘটনা। চলতি মাসের শুরুর দিকে আইসিটি অভিযোগপত্র গ্রহণের পর ১৫ কর্মকর্তাকে আটক করা হয়।

এরপর থেকে বিচার শেষ না হওয়া পর্যন্ত তাদের ঢাকার সেনানিবাসের একটি সাবজেলে রাখা হয়েছে।

হ্যালো আমি তারেক রহমান বলছি......

নির্দেশনা দিয়েছেন। চলতি মাসেই অন্তত ২৫০টি আসনে একক প্রার্থীকে 'সবুজ সংকেত' দেওয়ার প্রক্রিয়া চলছে। তফশিলের পর আনুষ্ঠানিকভাবে তাদের নাম ঘোষণা করা হবে। নানা দিক বিবেচনায় এবার সম্ভাব্য প্রার্থীদের ঐক্যবদ্ধ থাকার ওপর বেশি গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। তবে জাতীয় নাগরিক পার্টি-এনসিপির শীর্ষ কয়েক নেতার আসনে কাউকে সবুজ সংকেত দেবে না বিএনপি। পাশাপাশি মিত্র দল ও জোটের কয়েক শীর্ষ নেতার আসনেও একই কৌশল নেবে দলটি।

নাম প্রকাশ না করার শর্তে সম্ভাব্য কয়েকজন প্রার্থী জানিয়েছেন, প্রায় প্রতিটি আসনে ৪ থেকে ৮ জন করে মনোনয়নপ্রত্যাশী আছেন। এর মধ্যে থেকে যাচাই-বাছাই করে ২ থেকে ৩ জন মনোনয়নপ্রত্যাশীকে ডাকা হয়। সভায় বিএনপির মহাসচিব দলীয় একক প্রার্থীকে বিজয়ী করে আনার জন্য মনোনয়নপ্রত্যাশীদের নির্দেশনা দেন।

সংশ্লিষ্ট সূত্র জানিয়েছে, প্রার্থী যাচাই-বাছাইয়ে প্রায় দেড় শতাধিক আসনে তেমন জটিলতা দেখছে না দল। এসব আসনে প্রার্থী মোটামুটি চূড়ান্ত। তবে একাধিক প্রার্থী এবং গ্রুপিং থাকায় শতাধিক আসনকে জটিলতাপূর্ণ বিবেচনা করে সংকট নিরসনে সাংগঠনিক উদ্যোগ নেয় বিএনপি। এর অংশ হিসেবে এসব আসনের প্রার্থীদের কেন্দ্রে ডেকে দল থেকে মনোনীত প্রার্থীর পক্ষে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করতে তারেক রহমানের কঠোর নির্দেশনার কথা জানিয়ে দেয়া হয়। এই সাংগঠনিক উদ্যোগের পরেই আসনভিত্তিক একক প্রার্থীকে গ্রিন সিগন্যাল দেয়ার প্রক্রিয়া শুরু করে বিএনপি। এক্ষেত্রে কঠোর গোপনীয়তা অবলম্বন করা হচ্ছে। বিষয়টি প্রতিদ্বন্দ্বী বা অন্য প্রার্থীদের না জানাতে হাইকমান্ড থেকে দেয়া হচ্ছে কঠোর নির্দেশনা।

বিএনপির ঢাকা বিভাগের সাংগঠনিক সম্পাদক কাজী সাইয়েদুল আলম বাবুল বলেন, বাছাই-পর্ব চূড়ান্ত করার লক্ষ্যে দলের হাইকমান্ড থেকে বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় প্রার্থী সম্পর্কে খোঁজখবর নেওয়া হচ্ছে। শিগগিরই দলের হাইকমান্ড থেকে চূড়ান্ত করবে। এতটুকু জানি- দলের একনিষ্ঠ নেতা, যারা বিগত দিনে দলের দুঃসময়ে পাশে ছিলেন, আন্দোলন-সংগ্রামে ছিলেন, কোনোভাবেই শত অত্যাচার-নির্যাতনের মধ্যেও যারা দলের সঙ্গে বেইমানি করেননি, সর্বোপরি ক্লিন ইমেজ, জনসম্পৃক্ততা ও কর্মীবান্ধব নেতাদের বিষয়েই দল বেশি আগ্রহ দেখাচ্ছে, খোঁজখবর নিচ্ছে।

সিলেট বিভাগীয় বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক জি কে গউছ বলেন, সবাইকে ঐক্যবদ্ধ থেকে প্রার্থীর পক্ষে কাজ করার জন্য নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। জনগণকে সন্তুষ্ট এবং ভোটারদের মন জয় করারও নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে।

সূত্র জানিয়েছে, ড. খন্দকার মোশাররফ হোসেন (কুমিল্লা-১), মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর (ঠাকুরগাঁও-১), মির্জা আব্বাস (ঢাকা-৮), গয়েশ্বর চন্দ্র রায় (ঢাকা-৩), ড. আব্দুল মঈন খান (নরসিংদী-২), ইকবাল হাসান মাহমুদ টুকু (সিরাজগঞ্জ-২), সালাহউদ্দিন আহমদ (কক্সবাজার-১), মেজর (অব.) হাফিজউদ্দিন আহমেদ (ভোলা-৩) বরকতউল্লা বুলু (নোয়াখালী-৩), মো. শাহজাহান (নোয়াখালী-৪), শহীদউদ্দিন চৌধুরী এ্যানি (লক্ষ্মীপুর-৩), মিয়া নুরুদ্দিন অপু (শরীয়তপুর-৩), আসাদুল হাবিব দুলু (লালমনিরহাট-৩), অনিন্দ্য ইসলাম অমিত (যশোর-৩), রশিদুজ্জামান মিল্লাত (জামালপুর-১), রকিবুল ইসলাম বকুল (খুলনা-৩), ব্যারিস্টার কায়সার কামাল (নেত্রকোনা-১), মাহমুদ হাসান খান (চুয়াডাঙ্গা-২), ফজলুল হক মিলন (গাজীপুর-৫), আমিরুল ইসলাম খান আলীম (সিরাজগঞ্জ-৫), আমিনুল হক (ঢাকা-১৬), লুৎফুজ্জামান বাবর (নেত্রকোনা-৪), ব্যারিস্টার মুহম্মদ নওশাদ জমির (পঞ্চগড়-১), সাইফুল ইসলাম ফিরোজ (ঝিনাইদহ-৪)-সহ অন্তত ৬০টি আসনের প্রার্থী চূড়ান্ত। বাকী আসনগুলোতে দলীয় ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান মনোনয়ন নিশ্চিত করে গ্রীণ সিগনাল দিচ্ছেন।

আওয়ামী লীগ নির্বাচনের মাঠে না থাকায় আগামী নির্বাচনে জামায়াতে ইসলামীকে বিএনপি'র প্রধান প্রতিপক্ষ হিসেবে মনে করছে। তবে জামায়াত ইতিমধ্যে ৩০০ আসনে প্রার্থীদের নাম ঘোষণা করে মাঠে থাকলেও বিএনপি এখনো তাদের প্রার্থিতা চূড়ান্ত করেনি। তবে প্রতিটি আসনে বিএনপি'র একাধিক প্রার্থী প্রচারণায় রয়েছে। এমন অবস্থায় নির্বাচনের মাঠে বিএনপি যাতে পিছিয়ে না পড়ে, সেজন্য দলের সাংগঠনিক সম্পাদকরা গত মাসে তাদের প্রতিবেদনে দ্রুততম সময়ে প্রার্থী ঘোষণা করতে হাইকমান্ডকে পরামর্শ দেন।

বিএনপির মহাসচিব ফখরুল বলেন, "এইবার ইয়ং জেনারেশন এবং নারীদের অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। কারণ তাঁরা অনেক বেশি সক্রিয়। দলের নতুন প্রজন্মকে নির্বাচনে আরও শক্তিশালীভাবে এগিয়ে আনা জরুরি।" সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী যোগ করেন, "প্রার্থী মনোনয়ন দেওয়ার ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ গ্রহণযোগ্যতা এবং জনপ্রিয়তা বিবেচনায় রাখা হবে। একাধিক প্রার্থী থাকলে এলাকার মানুষদের কাছে তাঁদের অবস্থান যাচাই করা হবে। আমরা তৃণমূল থেকে শুরু করে সকল স্তরে খোঁজখবর নিচ্ছি।"

যুক্তরাজ্যে বন্ধ হচ্ছে পিৎজা হাটের ৬৮

এবং কানাডার ব্যবস্থাপনা পরিচালক নিকোলাস বার্কিয়ার বলেছেন, এই অধিগ্রহণের লক্ষ্য আমাদের অতিথিদের অভিজ্ঞতা রক্ষা করা এবং চাকরি রক্ষা করা। আমাদের তাৎক্ষণিক অগ্রাধিকার হলো অধিগ্রহণকৃত স্থানগুলোতে ধারাবাহিকতা এবং রূপান্তরের মাধ্যমে সহকর্মীদের সহায়তা করা।

সারা বিশ্বেই পিৎজা হাট সুপরিচিত। যুক্তরাজ্যে পিৎজা হাটে এমন সময়ে প্রশাসন এল যখন কর্মীদের মজুরি এবং সামাজিক সুরক্ষাসহ ক্রমবর্ধমান ব্যয়ের চাপে পড়েছে প্রতিষ্ঠানটি। নগদ অর্থের সংকটে থাকা যুক্তরাজ্যের গ্রাহকেরা বাইরে খাবার খাওয়া কমিয়ে দিচ্ছেন।

লন্ডনে ৪০ হাজার মোবাইল পাচার

পাওয়া যায়। ওই বাক্সে আরও ৮৯৪টি ফোন ছিল।'

পরে ফরেনসিক পরীক্ষা ও তদন্তে দুই আফগান নাগরিককে সন্দেহভাজন হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। গাড়ি থামিয়ে তল্লাশি চালানোর সময় কয়েক ডজন মোবাইল ফোন উদ্ধার করা হয়। এছাড়া, তাদের সঙ্গে সম্পর্কিত প্রতিষ্ঠান থেকে আরও দুই হাজারের মতো চুরি যাওয়া ডিভাইস উদ্ধার করা হয়। পরে একই ধরনের অভিযোগে ২৯ বছর বয়সী এক ভারতীয় নাগরিকের বিরুদ্ধেও মামলা দায়ের করা হয়।

গত সপ্তাহে চুরি যাওয়া মালপত্র পরিচালনা ও চুরির ষড়যন্ত্রের অভিযোগে আরও ১৫ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। গ্রেফতারকৃতদের মধ্যে একজন ছাড়া সবাই নারী, যার মধ্যে একজন বুলগেরীয় নাগরিকও রয়েছেন। পুলিশের বডিক্যাম ফুটেজে দেখা যায়, ধূসর গাড়ির পেছনের আসনে ও ফয়েল পেপারে মোড়ানো অবস্থায় অনেকগুলো মোবাইল ফোন রাখা ছিল।

মেট্রোপলিটন পুলিশ জানিয়েছে, লন্ডনে চুরি যাওয়া মোবাইল ফোনের সংখ্যা গত চার বছরে প্রায় তিন গুণ বেড়ে ৮০ হাজার ৫৮৮-এ পৌঁছেছে। চুরি হওয়া মোট ফোনের তিন-চতুর্থাংশই লন্ডনে। বিশেষত পর্যটনকেন্দ্র ওয়েস্ট অ্যান্ড ও ওয়েস্ট মিনস্টারের এলাকায় ফোন ছিনতাই ও চুরি বেশি হয়ে থাকে।

উচ্চপদস্থ কর্মকর্তারা জানান, অপরাধী চক্রটি বিশেষভাবে অ্যাপলের ফোনকে চুরির লক্ষ্য করে, কারণ এগুলো বিদেশে বেশি লাভজনক। পুলিশ জানিয়েছে, চোরেরা প্রতি হ্যান্ডসেটের জন্য সড়কে ৩০০ পাউন্ড প্রদান করে, যেখানে চীনে এগুলোর দাম পৌঁছায় প্রায় চার হাজার পাউন্ড পর্যন্ত।

দেশে ৯ মাসে ২ হাজার ৩৬১ হত্যা

করা হচ্ছে। প্রতিদিন ৮-৯ জনকে হত্যা করা হচ্ছে। ছিনতাইয়ের ঘটনাও বেড়েছে। এর সঙ্গে যোগ হয়েছে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের নদীতে লাশ ফেলার ঘটনা।

নদী থেকে প্রতিদিন উদ্ধার হচ্ছে অজ্ঞাতপরিচয় লাশ, যা হত্যার প্রমাণ নষ্ট করার একটি কৌশল হিসেবে দেখছেন পুলিশ কর্মকর্তারা। চলতি বছর নদী থেকে মরদেহ উদ্ধারের সংখ্যা গত বছরের তুলনায় বেড়েছে। চলতি বছর প্রতি মাসে নৌ পুলিশ এ পর্যন্ত গড়ে ৪০টি লাশ উদ্ধার করেছে। গত বছর এই হার ছিল ৩৬টি।

রাজধানীর রামপুরার মতো জনবহুল এলাকায় গত ১৯ অক্টোবর দুপুরে ছিনতাইকারীরা বাস থেকে ইমরান নামের এক যাত্রীর কাছ থেকে ২০ লাখ টাকা মূল্যের স্বর্ণালংকার ছিনিয়ে নেয়।

এ ঘটনায় হাতিরঝিল থানায় মামলা মামলা করা হলে পুলিশ আটজনকে গ্রেপ্তার করে। ডিএমপির ডিসি (মিডিয়া) তালেবুর রহমান জানান, গ্রেপ্তারকৃত ব্যক্তিরা আন্ত জেলা ডাকাতদলের সক্রিয় সদস্য। একই দিন ভোরে রাজধানীর যাত্রাবাড়ীর রইসনগর এলাকায় অপরাধ তদন্ত বিভাগের (সিআইডি) কনস্টেবল মো. রাসেল মিয়াকে ছুরিকাঘাত করে মোবাইল ফোন ও টাকা ছিনিয়ে নেয় ছিনতাইকারীরা। পুলিশ সদর দপ্তরের পরিসংখ্যান অনুযায়ী, বর্তমান সরকারের আমলে গত বছর সেপ্টেম্বর মাসে ছিনতাই ও ডাকাতির ঘটনা ছিল ৫৭টি। চলতি বছর সেপ্টেম্বর মাসে ৫০টি ডাকাতি এবং ১৬৯টি ছিনতাইয়ের ঘটনা ঘটে।

এর আগের মাস আগস্টে ২৩৮টি ছিনতাই ও ডাকাতির ঘটনা ঘটে। জুলাই মাসে ছিনতাই ও ডাকাতি হয়েছে ২২৫টি। এ ছাড়া জুন মাসে ছিল ২০০টি।

এসব বিষয়ে পুলিশ মহাপরিদর্শক (আইজিপি) বাহারুল আলম বলেন, 'হত্যা আগের চেয়ে বেড়েছে, এটা ঠিক নয়। হত্যা, ছিনতাই ও ডাকাতির চিত্র আগেও এ রকম ছিল।' তিনি বলেন, 'এমন একটা গণ-অভ্যুত্থানের পর বাংলাদেশের পুলিশ যত তাড়াতাড়ি আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি পুনরুদ্ধার করেছে, পৃথিবীর অন্য কোনো দেশে এটা পারত কি না সন্দেহ!'

এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, প্রেমসংক্রান্ত হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় থানা ঘেরাও করা হচ্ছে। যারা পুলিশের কাছ থেকে সেবা চায়, তারা যদি পুলিশকেই কাজ করতে না দেয়, তাহলে উন্নতি হবে কী করে? অনেক জায়গায় পুলিশ আক্রান্ত হচ্ছে। যারা আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি উন্নতির প্রত্যাশা করে, তাদেরও তো দায়িত্ব রয়েছে সহযোগিতা করার।

নৌ পুলিশ সদর দপ্তরের তথ্য অনুযায়ী, গত জানুয়ারি থেকে জুলাই পর্যন্ত সাত মাসে নদী থেকে ৩০১ জন নারী-পুরুষ ও শিশুর লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। এর মধ্যে নারায়ণগঞ্জে সর্বোচ্চসংখ্যক ৩৪টি লাশ পাওয়া গেছে। এরপর ঢাকায় ৩২টি। লাশ উদ্ধারের ঘটনায় ২০৯ জনের পরিচয় জানা গেলেও ৯২ জনের পরিচয় মেলেনি।

২০২৪ সালে ১২ মাস ৪৪০টি মরদেহ উদ্ধার হয়েছিল। এর মধ্যে ১৪১ জনের পরিচয় এখনো শনাক্ত হয়নি। মরদেহ উদ্ধারের পর এ বছর বিভিন্ন থানায় অন্তত ৪১টি হত্যা মামলা করা হয়েছে। গত বছর ৫৩টি মামলা করা হয়েছিল। লাশে পচন ধরায় তা শনাক্ত করতে হিমশিম খেতে হয় পুলিশকে। পচন ধরলে ফিঙ্গারপ্রিন্ট নেওয়া যায় না। অনেক সময় স্বজনরাও চিনতে পারে না। ফলে বেশির ভাগ লাশ অজ্ঞাতপরিচয় থেকে যায়। তদন্ত কর্মকর্তা ও ফরেনসিক চিকিৎসকদেরও বিভ্রান্তিতে পড়তে হয়।

নৌ পুলিশের প্রধান অতিরিক্ত আইজিপি কুসুম দেওয়ান গতকাল সন্ধ্যায় বলেন, 'নদী থেকে যেসব মরদেহ উদ্ধার করা হয়, এর মধ্যে হত্যা, আত্মহত্যা ও নৌ দুর্ঘটনার লাশই পাওয়া যায়। লাশ উদ্ধারের পর পরিচয় শনাক্ত করাটা কঠিন হয়। আবার অনেক ক্ষেত্রে মরদেহ এক জেলা থেকে অন্য জেলায় ভেসে যায় কিংবা প্রমাণ নষ্ট করতে অপরাধীরা অন্য কোথাও হত্যার পর মরদেহ নদীতে ফেলে দেয়। বর্ষাকালে নদীতে বেশি লাশ পাওয়া যায়।'

বিএনপির যুগ্ম মহাসচিব হলেন হুমায়ুন

তরুণ ও শিক্ষিত নেতৃত্ব হিসেবে পরিচিত। তিনি সিলেট-২ (বিশ্বনাথ ও ওসমানীনগর) আসনে দলের মনোনয়নপ্রত্যাশী।

জন্মসূত্রে সিলেটের সন্তান হুমায়ুন কবির যুক্তরাজ্যে বেড়ে ওঠেন এবং সেখানেই দীর্ঘ সময় রাজনীতি ও প্রশাসনিক দায়িত্বে থেকে অভিজ্ঞতা অর্জন করেন।

তিনি যুক্তরাজ্যের ইউনিভার্সিটি অব সাসেক্স থেকে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে স্নাতক (সম্মান) ডিগ্রি অর্জন করেন। এরপর লন্ডন স্কুল অব ইকোনোমিকস অ্যান্ড পলিটিক্যাল সায়েন্স থেকে রাজনীতিতে মাস্টার্স, ইউনিভার্সিটি অব কেমব্রিজ থেকে ম্যানেজমেন্টে মাস্টার্স এবং লিডস ল' স্কুল থেকে আইনে মাস্টার্স ডিগ্রি অর্জন করেন। শিক্ষাজীবনেই তিনি আন্তর্জাতিক রাজনীতি, প্রশাসন ও জননীতি নিয়ে কাজ শুরু করেন।

পেশাগত জীবনে হুমায়ুন কবির যুক্তরাজ্যের লন্ডন মেয়রের দপ্তরে কৌশল সহকারী হিসেবে কাজ করেছেন এবং পরবর্তীতে লিউইশাম এক্সিকিউটিভ মেয়রের কার্যালয়ে কেবিনেট উপদেষ্টা হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। তিনি ব্রিটিশ সরকারের উচ্চপর্যায়ে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বও পালন করেনড়প্রথমে বরিস জনসনের নেতৃত্বে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের একটি টিমে এবং পরবর্তীতে প্রধানমন্ত্রী ঋষি সুনাকের অধীনে ন্যায় মন্ত্রণালয়ে একাধিক কেবিনেট মন্ত্রী ও বিশেষ উপদেষ্টার সঙ্গে প্রাইভেট সেক্রেটারি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

রাজনৈতিক জীবনে হুমায়ুন কবির বিএনপির আন্তর্জাতিক বিষয়ক কর্মকৌশল ও কূটনৈতিক নীতিনির্ধারণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছেন। তিনি বিএনপি চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা কাউন্সিলের সদস্য এবং বিএনপির জাতীয় নির্বাহী কমিটির আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক ছিলেন।

তারেক রহমানের ঘনিষ্ঠ সহচর হিসেবে তিনি লন্ডন ও ইউরোপে বিএনপির আন্তর্জাতিক যোগাযোগ জোরদারে সক্রিয় ভূমিকা রাখেন এবং বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ফোরামে বাংলাদেশের রাজনীতি ও গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের পক্ষে বক্তব্য রাখেন।

সম্প্রতি হুমায়ুন কবিরকে দলের যুগ্ম মহাসচিব করা হয়েছে, যা তার দীর্ঘ অভিজ্ঞতা ও নেতৃত্বের স্বীকৃতি হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। সিলেট-২ আসনে বিএনপির মনোনয়নপ্রত্যাশী হিসেবে তিনি স্থানীয় রাজনৈতিক অঙ্গনেও আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছেন।

উচ্চশিক্ষা, আন্তর্জাতিক অভিজ্ঞতা ও রাজনৈতিক প্রজ্ঞার সমন্বয়ে হুমায়ুন কবিরকে বিএনপির উদীয়মান রাজনৈতিক মুখ হিসেবে দেখা হচ্ছে।

নিরপেক্ষ মাঠ প্রশাসন চায় বিএনপি-

কর্মকর্তা দেয়ার জন্য আমরা বলেছি। আমরা বলেছি যে, প্রশাসনেও জেলা প্রশাসন বিশেষ করে সেখানেও একইভাবে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। আমরা কিছু কিছু কথা বলে এসেছি, যেগুলো আমরা মনে করেছি যে- তারা এখনো সেই পুরনো সরকারের স্বার্থ পূরণ করছে, তাদের অপসারণের কথা আমরা বলেছি।

মির্জা ফখরুল বলেন, আমরা সেইসঙ্গে পুলিশের নিয়োগের ক্ষেত্রে, বিশেষ করে নতুন করে যে নিয়োগ দেয়া হবে বা পদোন্নতি দেয়া হবে, সেই ক্ষেত্রে একদম নিরপেক্ষ অবস্থা নেয়ার কথা আমরা বলেছি। আমরা বলে এসেছি যে, বিচার বিভাগে বিশেষ করে হায়ার জুডিশিয়ারিতে এখনো যে সমস্ত ফ্যাসিস্টদের দোসর আছেন, তাদের সরিয়ে সেখানে নিরপেক্ষ বিচারকদের দেয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। যদিও এটা জুডিশিয়ারি ব্যাপার। তারপরও প্রধান উপদেষ্টা যেহেতু সবকিছুর দায়িত্বে আছেন, তার কাছে আমরা আমাদের সেই কনসার্নগুলো জানিয়ে এসেছি। সরকারকে সম্পূর্ণভাবে নিরপেক্ষতা বজায় রাখার জন্য সরকারের মধ্যে যদি কোনো দলীয় লোক থেকে থাকেন, তাকে অপসারণ করার জন্য আমরা দাবি জানিয়েছি।

ওদিকে বৈঠকের আলোচনার বিষয়ে এক বিবৃতিতে প্রধান উপদেষ্টার প্রেস উইংয়ের পক্ষ থেকে বলা হয়, বিতর্কিত কোনো কর্মকর্তা, বিশেষ করে স্বৈরাচারী আওয়ামী লীগ শাসনামলে নির্বাচনী দায়িত্ব পালন করেছেন এমন কর্মকর্তাদের নির্বাচনে দায়িত্ব পালন থেকে নিবৃত রাখার জন্য প্রধান উপদেষ্টার প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন বিএনপি'র নেতারা। নির্বাচনের আগে প্রশাসনে রদবদলে নিরপেক্ষ অবস্থান বজায় রাখতে প্রধান উপদেষ্টার প্রতি আহ্বানও জানিয়েছেন তারা।

বিবৃতিতে আরও বলা হয়, প্রধান উপদেষ্টা বিএনপি'র নেতাদের জানান, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত উপদেষ্টা হিসেবে নির্বাচনের আগে প্রশাসনের যাবতীয় রদবদল সরাসরি তার তত্ত্বাবধানে হবে। তিনি বলেন, জেলা প্রশাসক পদে নিয়োগের জন্য একাধিক 'ফিট লিস্ট' থেকে যোগ্য কর্মকর্তাদের বাছাই করে প্রত্যেককে নির্বাচনের আগে যথাযোগ্য স্থানে নিয়োগ দেয়া হবে।

সর্বশেষ বুধবার জামায়াতে ইসলামী ও জাতীয় নাগরিক পার্টি প্রধান উপদেষ্টার সঙ্গে বৈঠক করে। এই বৈঠকে তারা প্রশাসনের নিরপেক্ষতা নিয়ে প্রশ্ন তোলে।

বৈঠকের পর জামায়াতের নায়েবে আমীর ডা. সৈয়দ আব্দুল্লাহ মোহাম্মদ তাহের সাংবাদিকদের বলেন, নির্বাচন কমিশন, সচিবালয়ে, পুলিশ প্রশাসনে ৭০ থেকে ৮০ ভাগ অফিসারই একটি দলের আনুগত্য করছে। আমরা গেলে তারা বলে প্রচণ্ড চাপ। এই যে চাপ, এই চাপ একটি দলের পক্ষ থেকে দেয়া হয়। প্রসিকিউটর যারা হয়, পিপি, এপিপি যারা হয় তাদের আশি ভাগই একটি বিশেষ দলের, কেউ কেউ বলেন, এটি আশি না ৬৫। এই ৬৫টিই যদি হয় তাতো অনেক বেশি হয়ে গেল। বাকি বাংলাদেশ ৩৫।

তাই আমরা অন্তর্বর্তীকালীন সরকারকে বলেছি নির্বাচনের আগে যেখানে যেখানে রদবদল করা প্রয়োজন, সেটি করুন। এক্ষেত্রে প্রয়োজনে লটারি করা যেতে পারে। তবে লটারির পেছনে যেন কোনো ভূত দাঁড়িয়ে না থাকতে পারে। তিনি বলেন, লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড করার জন্য প্রশাসনকে নিরপেক্ষ হতে হবে।

সিলেটের ১৯ আসন ধরে রাখতে মরিয়া জামায়াত

সেক্রেটারি জেনারেল ড. এ এইচ এম হামিদুর রহমান আযাদ কক্সবাজার-২ (কুতুবদিয়া-মহেশখালী) আসনে জয় পেতে মাঠে সক্রিয় রয়েছেন। আরেক সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল মাওলানা রফিকুল ইসলাম খান সিরাজগঞ্জ-৪ (উল্লাপাড়া) আসনে প্রার্থী হবেন।

জামায়াতের সহকারী সেক্রেটারী জেনারেল ড. এ এইচ এম হামিদুর রহমান আযাদ বলেন, 'জামায়াত আসনভিত্তিক প্রার্থী ঘোষণা করেছে। দলের পক্ষ থেকে ২৯৯ আসনে প্রার্থী দেওয়া হয়েছে। সবাই প্রচারে মাঠে সক্রিয় ভূমিকা রাখছেন। তবে এখনো সব আসন বাছাই করা হয়নি।'

জেন জি বিক্ষোভে উত্তাল পেরু

গোয়েন্দা তথ্য সংগ্রহ করা হবে।

সাম্প্রতিক পরিসংখ্যান অনুযায়ী, এ বছর পেরুতে প্রায় ১৮ হাজার চাঁদাবাজির ঘটনা ঘটেছে, যা গত বছরের তুলনায় প্রায় ৩০ শতাংশ বেশি। এর সঙ্গে বেড়েছে হত্যাকাণ্ডও। চলতি বছরের জানুয়ারি থেকে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত এক হাজার ৬৯০টি হত্যার ঘটনা রেকর্ড করেছে পুলিশ, যেখানে ২০২৪ সালের একই সময়ে এ সংখ্যা ছিল ১ হাজার ৫০২।

বিশেষজ্ঞরা বলছেন, জরুরি অবস্থা কার্যকর থাকলে মানুষ আর বিক্ষোভ করার সাংবিধানিক অধিকার পাবে না।

গত ১০ অক্টোবর পেরুর কংগ্রেস দুর্নীতি ও অপরাধ দমনে ব্যর্থতার অভিযোগে সাবেক প্রেসিডেন্ট দিনা বোলুয়ার্তেকে অভিশংসনের মাধ্যমে অপসারণ করে। এরপরই সংসদের স্পিকার হোসে জেরি অন্তর্বর্তী প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব নেন। তিনি আগামী জুলাই পর্যন্ত দায়িত্ব পালন করবেন।

পেরুতে দেশজুড়ে দুর্নীতি ও সংগঠিত অপরাধবিরোধী আন্দোলনে গত কয়েক সপ্তাহ ধরে বিক্ষোভ চলছে। এতে নেতৃত্ব দিচ্ছে তরুণ প্রজন্মের জেন জি সদস্যরা। গত বৃহস্পতিবার জেরির পদত্যাগ দাবিতে অনুষ্ঠিত বিক্ষোভে সহিংসতা ছড়িয়ে পড়লে একজন নিহত হন এবং প্রায় ১০০ জন আহত হন।

তবে প্রেসিডেন্ট জেরি জানিয়েছেন, তিনি পদত্যাগ করবেন না। এর আগে মার্চ মাসে প্রেসিডেন্ট বোলুয়ার্তেও খ্যাতনামা সংগীতশিল্পী পল ফ্লোরেস খুনের পর ৩০ দিনের জরুরি অবস্থা ঘোষণা করেছিলেন। তবে সে সময়ও অপরাধ কমেনি।

শাহজালালে চালু হচ্ছে ই-

কার্যক্রম শেষ করে ২০২২ সালের ৭ জুলাই আনুষ্ঠানিকভাবে শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে ই-গেইট কার্যক্রম উদ্বোধন হয়।

সেসময় বিমানবন্দরে ২৬টি ই-গেইট স্থাপন করে ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট বিভাগ (ডিআইপি)। এর মধ্যে আগমনীতে ১২টি, বহির্গমনে ১২টি ও ভিআইপিতে দুটি ই-গেইট রয়েছে।

ই-পাসপোর্টধারীরা যেন ম্যানুয়াল পদ্ধতির পরিবর্তে এসব গেইট ব্যবহার করে দ্রুত ইমিগ্রেশন সম্পন্ন করতে পারেন, সে লক্ষ্যেই এসব গেট চালু করা হয়।

শাহজালাল বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষের তথ্যানুযায়ী, ই-পাসপোর্ট নিয়ে একজন যাত্রী যখন ই-গেইটের কাছে যাবেন, তখন গেইটের মুখেই একটি নির্দিষ্ট স্থানে ই-পাসপোর্টটি রাখলে সঙ্গে সঙ্গে গেট খুলে যাবে। নির্দিষ্ট নিয়মে গেইটের নিচে দাঁড়ানোর পর ক্যামেরা ছবি তুলে নেবে। এরপর সব ঠিকঠাক থাকলে কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই যাত্রী ইমিগ্রেশন পেরিয়ে যেতে পারবেন। যেখানে ম্যানুয়ালি এ প্রক্রিয়ায় তুলনামূলক বেশি সময় লাগে।

উদ্বোধনের কিছু দিন পরেই সার্ভার জটিলতায় অকেজো হয়ে পড়ে এসব ফটক। ফলে আগের মতোই লম্বা লাইনে দাঁড়িয়ে ইমিগ্রেশন কার্যক্রম সম্পন্ন করছেন অধিকাংশ যাত্রীরা। নতুন করে চালু হলে ইমিগ্রেশন প্রক্রিয়ায় আরও গতি আসবে বলে প্রত্যাশা সংশ্লিষ্টদের।

শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের নির্বাহী পরিচালক গ্রুপ ক্যাপ্টেন এস এম রাগীব সামাদ বলেন, "গত সপ্তাহে পাসপোর্ট ও ইমিগ্রেশন অধিদপ্তর থেকে ই-গেট চালু করা কথা জানানো হয়েছে।"

ইসরায়েলের ওপর নিষেধাজ্ঞা চেয়ে ৪৬০ ইহুদির খোলা চিঠি

সাবেক ইসরায়েলি কর্মকর্তারা থেকে শুরু করে অস্কারজয়ী শিল্পী, লেখক ও বুদ্ধিজীবীরা।

ইসরায়েল গাজা, অধিকৃত পশ্চিম তীর ও পূর্ব জেরুজালেমে যা করছে সেসব কর্মকাণ্ডের জবাবদিহি চেয়েছেন তারা। গাজায় গত ১০ অক্টোবর যুদ্ধবিরতি কার্যকর হওয়ার পর এ চিঠিটিই ইসরায়েলের বিরুদ্ধে প্রথম এ ধরনের সমন্বিত আবেদন।

জাতিসংঘ মহাসচিবকে সম্বোধন করে চিঠিতে আন্তর্জাতিক আইন সমুন্নত রাখা, ইসরায়েলে অস্ত্র বিক্রি বন্ধ করা, নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা এবং গাজায় অবাধ মানবিক সাহায্য সরবরাহ নিশ্চিত করার জন্য বিশ্বনেতাদের কাছে আহ্বান জানানো হয়েছে।

চিঠিতে স্বাক্ষরকারীরা লিখেছেন, "আমরা ভুলে যাইনি যে হলোকাস্টের প্রতিক্রিয়ায় সব মানুষের জীবনের রক্ষাকবচ ও সুরক্ষার জন্য অনেক আইন, সনদ এবং নিয়মবিধি প্রণীত হয়েছে। ইসরায়েল এইসব সুরক্ষাব্যবস্থা ক্রমাগত লঙ্ঘন করে চলেছে।"

শান্তি ও ন্যায়বিচারের পক্ষে যারা প্রচার চালাচ্ছেন, তাদের বিরুদ্ধে ইহুদিবিদ্বেষের মিথ্যা অভিযোগ প্রত্যাখ্যান করতেও বিশ্বনেতাদের আহ্বান জানিয়েছেন বিশিষ্ট এই ইহুদিরা।

তারা লিখেছেন, "ফিলিস্তিনিদের সঙ্গে আমাদের সংহতি ইহুদি ধর্ম পরিপন্থি নয়, বরং এটি এই ধর্মের পূর্ণতা। আমাদের পণ্ডিতরা যখন শিখিয়েছিলেন যে, একটি জীবন ধ্বংস করা মানে পুরো পৃথিবী ধ্বংস করা, তখন তারা ফিলিস্তিনিদের ক্ষেত্রেও এই নীতির কোনও ব্যতিক্রম রাখেননি।"

"এই যুদ্ধবিরতি যতক্ষণ না দখলদারিত্ব ও জাতিবিদ্বেষের সমাপ্তি ঘটায় ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা চুপ করে বসে থাকব না।" চিঠিতে আরও বলা হয়, "যখন প্রমাণ আসতে শুরু করে যে, ইসরায়েলের কর্মকাণ্ড আইনি সংজ্ঞায় গণহত্যার পর্যায়ে পড়ে, তখন অপরিমেয় দুঃখে আমাদের মাথা নত হয়ে আসে।"

গত কয়েক বছরে যুক্তরাষ্ট্রে ইহুদি এবং ভোটারদের বৃহত্তর অংশের মধ্যে ইসরায়েল সম্পর্কে জনমতে ব্যাপক পরিবর্তন ঘটার মধ্যে ইহুদি ব্যক্তিত্বদের এই আহ্বান এল।

'দ্য ওয়াশিংটন পোস্ট' পত্রিকার এক জরিপে দেখা গেছে, ৬১ শতাংশ মার্কিনি ইহুদি মনে করেন ইসরায়েল গাজায় যুদ্ধাপরাধ করেছে, আর ৩৯ শতাংশ একে গণহত্যা বলছেন।

ওদিকে, সাধারণ মার্কিনিদের বৃহত্তর অংশের মধ্যে ব্রুকিংস ইনস্টিটিউশনকে ৪৫ শতাংশ মানুষ জানিয়েছেন, তারা বিশ্বাস করেন ইসরায়েল গাজায় গণহত্যা চালাচ্ছে।

অন্যদিকে, গত অগাস্টে চালানো কুইনিপিয়াকের এক জরিপে দেখা যায়, মার্কিন ভোটারদের অর্ধেকই একই মত পোষণ করেন, যাদের ৭৭ শতাংশ ডেমোক্র্যাট।

গাজার স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের হিসাবে, ২০২৩ সালের ৭ অক্টোবর থেকে ইসরায়েলের হামলায় অন্তত ৬৫ হাজার ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছে। আহত হয়েছে ১ লাখ ৬৭ হাজারেরও বেশি ফিলিস্তিনি।

হবিগঞ্জে কলেজ ছাত্রকে কুপিয়ে

তাকে হবিগঞ্জ সদর হাসপাতালে নিলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।

অতিরিক্ত পুলিশ সুপার প্রভাংস কুমার সিংহ বলেন, "নারী সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে একই এলাকার এক যুবকের সঙ্গে সাদেকের বিরোধ রয়েছে। ওই যুবকের সঙ্গে সাদেকের আত্মীয়তাও রয়েছে।" পারিবারিক বিরোধের জেরে সাদেককে হত্যা করা হয়েছে বলে প্রাথমিকভাবে ধারণা করছেন তিনি। হত্যাকাণ্ডে জড়িতদের গ্রেপ্তারে অভিযান চলছে বলে জানান এ পুলিশ কর্মকর্তা।

এ বছর হচ্ছে না লঙ্কা প্রিমিয়ার লিগ

হলেও সহযোগী হিসেবে থাকছে শ্রীলঙ্কাও। আইসিসির নির্দেশনা অনুযায়ী, ২০ দলের বিশ্বকাপে সব ভেন্যুর মান বজায় রাখতে হবে। মেজর টুর্নামেন্টের এটা অন্যতম চাহিদা।

তাই এসএলসি জানিয়েছে, স্টেডিয়ামগুলোর অবকাঠামো উন্নয়ন ও সুযোগ-সুবিধা বাড়ানোর জন্য সময় প্রয়োজন। ষষ্ঠ এলপিএল শুরুর হওয়ার কথা ছিল ২৭ নভেম্বর। আর পর্দা নামার কথা ছিল ২৩ ডিসেম্বর। ভেন্যু হিসেবে কলম্বো, ক্যান্ডি ও ডাম্বুলাকে বিবেচনা করা হয়েছিল। ফ্র্যাঞ্চাইজিটি কবে হবে সেটা পরে জানাবে এসএলসি।

দেশের রিজার্ভ এখন ৩২ বিলিয়ন ডলার

দশমিক ১১ বিলিয়ন ডলার। আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের (আইএমএফ) হিসাব পদ্ধতি বিপিএম-৬ অনুযায়ী বর্তমান রিজার্ভের পরিমাণ ২৭ দশমিক ৩৫ বিলিয়ন ডলার।

বুধবার (২২ অক্টোবর) বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্বাহী পরিচালক ও মুখপাত্র আরিফ হোসেন খান এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

গত ৯ অক্টোবর পর্যন্ত গ্রস রিজার্ভ ছিল ৩১ দশমিক ৯৪ বিলিয়ন ডলার। আইএমএফের হিসাব পদ্ধতি বিপিএম-৬ অনুযায়ী যার পরিমাণ ছিল ২৭ দশমিক ১২ বিলিয়ন ডলার।

বাংলাদেশ ব্যাংকের মুখপাত্র জানান, রেমিট্যান্স প্রবাহ বৃদ্ধি ও কেন্দ্রীয় ব্যাংক নিলামের মাধ্যমে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো থেকে ডলার কেনায় রিজার্ভ বাড়ছে।

বাংলাদেশ ব্যাংকের রিজার্ভ বেড়ে ৩২ বিলিয়ন ডলার ছাড়িয়েছে। আর গ্রস রিজার্ভের পরিমাণ ২৭ বিলিয়ন ডলার ছাড়িয়েছে।

চলতি ২০২৫-২৬ অর্থবছরে এ পর্যন্ত নিলাম পদ্ধতির মাধ্যমে মোট ২১২ কোটি ৬০ লাখ ডলার কিনেছে কেন্দ্রীয় ব্যাংক। গত ১৩ জুলাই থেকে নিলামের মাধ্যমে ডলার কেনা শুরু হয়।

জৈন্তাপুর সীমান্তে বিজিবির গুলিতে যুবক মৃত্যু

সিলেট অফিস : সিলেটে বিজিবির গুলিতে এক যুবক নিহতের অভিযোগ পাওয়া গেছে। গত বুধবার সকাল ১০টার দিকে বিজিবি ১৯ ব্যাটালিয়নের আওতাধীন জৈন্তাপুর উপজেলার চারিকাটা ইউনিয়নের সুরইঘাট সীমান্তে এ ঘটনা ঘটে।

বিজিবির দাবি, চোরাইপণ্য বোঝাই পিকআপ আটক করতে গিয়ে চোরাকারবারিরা হামলা চালালে আত্মরক্ষার্থে বাধ্য হয়ে বিজিবি গুলি ছুঁড়েছে। নিহত আলমাস মিয়া (৩৫) জৈন্তাপুর উপজেলার নয়াখেল গ্রামের বাসিন্দা। স্থানীয় লোকজনের দাবি, আলমাস পেশায় কৃষক। কৃষিকাজ শেষে বাড়ি ফেরার পথে গুলিবিদ্ধ হয়ে তিনি মারা গেছেন।

জৈন্তাপুর থানার ওসি আবুল বাসার মোহাম্মদ বদরুজ্জামান জানান, নিহতের লাশ উদ্ধার করে নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটের উপস্থিতিতে সুরতহাল প্রতিবেদন তৈরি করা হয়েছে। ময়নাতদন্তের জন্য লাশ ওসমানী মেডিকেল কলেজ মর্গে প্রেরণ করা হয়েছে। হত্যাকান্ডের ঘটনায় বুধবার সন্ধ্যা পর্যন্ত লিখিত কোন অভিযোগ পাওয়া যায়নি।

এদিকে, গত বুধবার সন্ধ্যার দিকে বিজিবি ১৯ ব্যাটালিয়নের পক্ষ থেকে গণমাধ্যমে একটি বিজ্ঞপ্তি পাঠানো হয়েছে।

ব্যাটালিয়ন অধিনায়ক লে. কর্ণেল মো. জুবায়ের আনোয়ার বিজ্ঞপ্তিতে জানান, গত বুধবার সকাল ১০টার দিকে সুরইঘাট বিওপির একটি টহলদল জৈন্তাপুর উপজেলার চারিকাটা ইউনিয়নের ভিত্রিখেল সীমান্ত এলাকায় চোরাচালান বিরোধী অভিযানের জন্য যায়। এসময় চোরাইপণ্যবাহী একটি পিকআপ ভ্যান আটক করা হলে একদল সশস্ত্র চোরাকারবারী দেশীয় ধারালো অস্ত্র, বল্লম ও লাঠিসোটা নিয়ে বিজিবি সদস্যদের উপর হামলা চালায়। তারা চোরাইপণ্য ছিনিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করে। চোরাকারবারীদের হাত থেকে সরকারি সম্পদ রক্ষা ও আত্মরক্ষার্থে বিজিবি সদস্যরা ৪-৫ রাউন্ড ফাঁকা গুলি করে। চোরাকারবারীদের আক্রমনে বিজিবির এক সদস্য গুরুতর আহত হন। মুমূর্ষ অবস্থায় তাকে স্থানীয় হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

পোপের সঙ্গে প্রার্থনায় অংশ নেবেন ব্রিটিশ রাজা

পোস্ট ডেস্ক : ভ্যাটিকান সফরে যাচ্ছেন ব্রিটিশ রাজা তৃতীয় চার্লস। বুধবারই তিনি ভ্যাটিকান যাবেন। সেখানে তিনি পোপ চতুর্দশ লিও'র সঙ্গে দেখা করবেন। সংবাদমাধ্যমের প্রতিবেদনে থেকে জানা গেছে, ৫০০ বছরের মধ্যে এবারই প্রথম ব্রিটেনের কোনও রাজা পোপের সঙ্গে প্রকাশ্যে প্রার্থনায় অংশ নেবেন। মার্কিন যৌন অপরাধী জেফ্রি এপস্টেইনকে ঘিরে কেলেঙ্কারিতে জড়িত তার ভাই প্রিন্স অ্যান্ড্রু সম্পর্কে নতুন তথ্য প্রকাশের পর এই সফর ব্রিটিশ রাজার জন্য বেশ কঠিন সময়ে হচ্ছে।

পোপ ফ্রান্সিস মারা যাওয়ায় তার উত্তরসূরি হিসেবে লিও দায়িত্ব গ্রহণের পর রাজা তৃতীয় চার্লস এবং রানি ক্যামিলা প্রথমবারের মতো তার সঙ্গে দেখা করবেন। বৃহস্পতিবার রাজা চার্লস এবং পোপ লিও একসঙ্গে প্রার্থনা করবেন।

বাকিংহাম প্যালেস জানিয়েছে, দুই দিনের এই সফর ক্যাথলিক গির্জা এবং ইংল্যান্ডের গির্জার মধ্যে সম্পর্কের ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্ত হিসেবে বিবেচিত হবে।

৭৬ বছর বয়সী রাজা ইতোমধ্যে ক্যান্সার আক্রান্ত হয়ে চিকিৎসা নিচ্ছেন। ২০২৪ সালের শুরুর দিকে রাজার ক্যান্সারের বিষয়টি প্রকাশ করা হয়েছিল।

রাজা হওয়ার আগে চার্লস অনেকবার ভ্যাটিকান সফর করেছিলেন।

'জুলাই শহীদ' পরিবারের সন্তানদের সুখবর দিল সরকার

বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা : জুলাই শহীদ' পরিবারের সন্তানরা সরকারি-বেসরকারি স্কুল ও কলেজে বিনা বেতনে পড়ার সুযোগ পেতে যাচ্ছেন। তাদের শিক্ষা কার্যক্রম চলমান রাখতে অবৈতনিক শিক্ষা সুবিধা দিতে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, কারিগরি ও মাদ্রসা শিক্ষা বিভাগ এবং প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়কে অনুরোধ করেছে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়।

মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সহকারী সচিব নুসরাত জাহান সোমবার (২০ অক্টোবর) রাতে গণমাধ্যমকে বলেন, 'এ বিষয়ে ব্যবস্থা নিতে গত ২১ সেপ্টেম্বর নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে।'

ওই নির্দেশনায় জুলাই গণঅভ্যুত্থানে 'শহীদ সহস্রাধিক নিরস্ত্র দেশপ্রেমিক' ছাত্র-জনতার আত্মত্যাগের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের লক্ষে 'শহীদ' পরিবারের সন্তানদের অবৈতনিক শিক্ষা সুবিধা দেওয়ার কথা বলেছে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়।

মুক্তিযুদ্ধ মন্ত্রণালয়ের এ নির্দেশনা আমলে নিয়ে গত ১৫ অক্টোবর জারি করা এক আদেশে কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অধ্যয়নরত 'শহীদ' পরিবারের সন্তানদের অবৈতনিক শিক্ষা সুবিধা দিতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরকে বলেছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কারিগরি শিক্ষা বিভাগ।

আব্বাসীয় যুগে জ্ঞান-বিজ্ঞানের নবজাগরণ

মুফতি ওমর ফারুক

আব্বাসীয় খিলাফতের প্রারম্ভিক যুগ থেকেই খলিফারা অনুবাদ ও অন্যান্য জাতির জ্ঞান, বিজ্ঞান এবং সংস্কৃতি আহরণে গভীর আগ্রহ প্রকাশ করেছিলেন। তাঁরা বিদেশি ভাষার গ্রন্থগুলোকে আরবি ভাষায় অনুবাদ করার জন্য বিপুল অর্থ ব্যয় করেন এবং এই আন্দোলনের বিকাশে প্রত্যেকে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। এই অনুবাদ আন্দোলন শুধু জ্ঞানের আদান-প্রদান নয়, বরং আরবি ভাষা ও ইসলামী সভ্যতার বিকাশে এক নতুন যুগের সূচনা ঘটায়।

খলিফা মানসুরের যুগ (৭৫৪-৭৭৫ খ্রি.)

আব্বাসীয় খলিফা মানসুর এই অনুবাদ আন্দোলনের প্রবর্তকদের অন্যতম ছিলেন।

তাঁর শাসনামলে বহু গ্রন্থ বিদেশি ভাষা থেকে আরবিতে অনুবাদ করা হয়। এর মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য 'কালিলা ওয়া দিমনা', যা মূলত সংস্কৃত ভাষায় রচিত একটি ভারতীয় নীতিকথা-সংগ্রহ। প্রথমে এটি ফারসি ভাষায় অনূদিত হয় এবং পরে ইবনে আল-মুকাফা ফারসি থেকে এর আরবি অনুবাদ করেন। এর মাধ্যমে ভারতীয় চিন্তা ও সংস্কৃতির প্রভাব ফারসি সংস্কৃতির হাত ধরে আরবি জগতে প্রবেশ করতে শুরু করে।

জ্যোতির্বিদ্যা ও বিজ্ঞানের পৃষ্ঠপোষকতা

খলিফা মানসুর শুধু সাহিত্য বা দর্শনের অনুবাদেই আগ্রহী ছিলেন না; তিনি বিজ্ঞান, বিশেষ করে জ্যোতির্বিদ্যা ও জ্যোতিষশাস্ত্রের প্রতিও সমান মনোযোগ দিয়েছিলেন। বলা হয়, তিনিই প্রথম খলিফা, যিনি রাজসভায় জ্যোতিষীদের স্থান দেন এবং তাদের সহায়তায় নাক্ষত্রিক ছক (জ্যোতির্বিদ্যার টেবিল) প্রণয়ন করেন। এই আগ্রহের পেছনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন নওবখত আল-ফারসি, যিনি ছিলেন তৎকালীন এক বিশিষ্ট জ্যোতিষী ও আল-মানসুরের ঘনিষ্ঠ উপদেষ্টা। আব্বাসীয় যুগের খলিফারা শুধু শাসক হিসেবেই নন, জ্ঞান ও সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষক হিসেবেও ইতিহাসে বিশেষভাবে স্মরণীয়।

তাঁদের প্রচেষ্টায় গ্রিক, ফারসি ও ভারতীয় সভ্যতার জ্ঞানভাণ্ডার আরবি ভাষায় স্থানান্তরিত হয়, যা ইসলামী সভ্যতার এক সোনালি যুগের সূচনা করে। খলিফা মানসুর পারস্যের জ্যোতির্বিদ্যা ও জ্যোতিষশাস্ত্রের সীমাবদ্ধতায় সন্তুষ্ট ছিলেন না। তাঁর লক্ষ্য ছিল জ্ঞানের পরিধি আরো বিস্তৃত করা, তাই তাঁর রাজত্বকালে নক্ষত্রবিদ্যা, গ্রহের গতি এবং জ্যোতির্বিজ্ঞানের নানা শাখা নিয়ে বহু গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ অনুবাদ করা হয়। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য ভারতীয় গ্রন্থ 'সিন্ধিন্দ', গ্রিক পণ্ডিত টলেমির বিখ্যাত জ্যোতির্বিদ্যা গ্রন্থ 'আলমাজেস্ট', অ্যারিস্টটলের যুক্তিবিদ্যার বই, ইউক্লিডের জ্যামিতিবিষয়ক গ্রন্থ এবং পাটিগণিত সম্পর্কিত বই। এই অনুবাদগুলোর মাধ্যমে গ্রিক দর্শন, গণিত, যুক্তিবিদ্যা ও বিজ্ঞানের ভিত্তি আরবি জগতে প্রবেশ করে এবং পরে ইসলামী চিন্তাধারার ওপর গভীর প্রভাব ফেলে।

চিকিৎসাবিদ্যার ক্ষেত্রেও অনুবাদের কার্যক্রম সক্রিয় ছিল। আল-মানসুরের আমলে আবু ইয়াহিয়া আল-বাত্রিক বিশেষভাবে খ্যাতি অর্জন করেন। তিনি গ্রিক চিকিৎসক হিপোক্রেটিস ও গ্যালেন-এর বহু গ্রন্থ আরবিতে অনুবাদ করেন, যা ইসলামী চিকিৎসাবিদ্যার বিকাশে মৌলিক ভূমিকা রাখে।

খলিফা হারুনুর রশিদের যুগ (৭৮৬-৮০৯ খ্রি.)

আল-মানসুরের উত্তরসূরি খলিফা হারুনুর রশিদ-এর যুগে অনুবাদ আন্দোলন সর্বোচ্চ বিকাশ লাভ করে। তাঁর পৃষ্ঠপোষকতায় প্রতিষ্ঠিত হয় বিখ্যাত বাইতুল হিকমা 'জ্ঞানভুবন' বা 'জ্ঞানের ভাণ্ডার', যা ছিল একাধারে গ্রন্থাগার, গবেষণাগার ও অনুবাদকেন্দ্র। সেখানে বহু দক্ষ অনুবাদক নিয়োগ করা হয় এবং বাইজান্টাইন সাম্রাজ্য (রোমানদের দেশ) থেকে বিপুল পরিমাণ বই আমদানি করা হয়। এই বিশাল উদ্যোগের তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন বিখ্যাত চিকিৎসক ও অনুবাদক ইউহান্না ইবনে মাসওয়াইহ। তিনি চিকিৎসাবিদ্যা ও ফার্মাকোলজি নিয়ে বহু গ্রন্থ রচনা করেন। পাশাপাশি জিবরিল ইবনে বুখতিশু, যিনি আল-রশিদের প্রধান চিকিৎসক ছিলেন, তিনিও চিকিৎসা ও যুক্তিবিদ্যা সম্পর্কিত বেশ কিছু গ্রন্থ অনুবাদ ও রচনা করেন; তাঁর বিখ্যাত কাজগুলোর একটি হলো 'তর্কের শিল্পের ভূমিকা'।

বারমাকিদ পরিবারের ভূমিকা

অনুবাদ আন্দোলনের প্রসারে বারমাকিদ পরিবারের অবদান ছিল অনন্য। তাঁরা গ্রিক, ফারসি ও ভারতীয় ভাষার বহু গ্রন্থের আরবি অনুবাদে উদার পৃষ্ঠপোষকতা দেন এবং দক্ষ অনুবাদকদের আর্থিক পুরস্কার প্রদান করেন। শুধু তা-ই নয়, তারা আগে অনূদিত কিছু বই নতুনভাবে পুনঃ অনুবাদ করার উদ্যোগও নেন, যাতে অনুবাদগুলো আরো নির্ভুল ও প্রাঞ্জল হয়।

খলিফা মামুনের যুগে অনুবাদ আন্দোলনের বিকাশ ও এর প্রভাব

আব্বাসীয় খিলাফতের ইতিহাসে খলিফা আল-মামুন (৮১৩-৮৩৩ খ্রি.)-এর যুগকে অনুবাদ ও বৈজ্ঞানিক জাগরণের স্বর্ণযুগ বলা হয়। তাঁর সময়ে অনুবাদ আন্দোলন এক নতুন উচ্চতায় পৌঁছায়। কারণ তাঁর পৃষ্ঠপোষকতায় প্রতিষ্ঠিত হয় বিখ্যাত 'বাইতুল হিকমা' বা জ্ঞানের ঘর, যা ছিল অনুবাদকেন্দ্র, গ্রন্থাগার ও গবেষণাগার সব একত্রে।

মানমন্দির ও বৈজ্ঞানিক প্রতিষ্ঠান

খলিফা মামুনের যুগেই নির্মিত হয় একটি বিখ্যাত জ্যোতির্বিদ্যা মানমন্দির, যা তাঁর নামে ইতিহাসে অমর হয়ে আছে। এর তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল বিশিষ্ট জ্যোতির্বিদ ইয়াহিয়া ইবনে আবি মানসুরকে। অল্পদিনের মধ্যেই এই মানমন্দিরটি এক বৃহৎ জ্যোতির্বিদ্যা ও গণিতবিদ্যা বিদ্যালয়ে রূপ নেয়, যেখানে বিদ্বানরা ব্যাবহারিক গবেষণায় মনোনিবেশ করেন। এই প্রতিষ্ঠান থেকে প্রাচীন গ্রিক জ্ঞানভিত্তিকে অতিক্রম করে আরো উন্নত গবেষণা পরিচালিত হয়। এখানে বিজ্ঞানীরা গোলকের গতিবিধি (ঢ়ষধহবঃধৎু সড়ঃরড়হ) সম্পর্কিত নতুন ও নির্ভুল টেবিল তৈরি করেন এবং পৃথিবীর গোলাকার পরিধি পরিমাপেও অসাধারণ সাফল্য অর্জন করে তাঁরা পৃথিবীর দুই ডিগ্রি পরিমাপ করতে সক্ষম হয়েছিলেন, যা সে সময়ের জন্য এক বিপ্লবাত্মক বৈজ্ঞানিক কৃতিত্ব ছিল।

অনুবাদ আন্দোলনের প্রভাব : চিন্তা, সাহিত্য ও সংস্কৃতি

প্রাথমিক আব্বাসীয় যুগে অনুবাদ আন্দোলন শুধু জ্ঞানের প্রসার ঘটায়নি, এটি আরবি মনন ও সংস্কৃতিকে গভীরভাবে রূপান্তরিত করে। দর্শন, বিজ্ঞান ও সাহিত্যচর্চা নতুন প্রাণ লাভ করে। প্রথমবারের মতো বৈজ্ঞানিক গবেষণাপদ্ধতি যুক্ত হয় মানবসভ্যতার জ্ঞানের ধারায়। এর ফলেই জন্ম নেয় এক নতুন বৈজ্ঞানিক রেনেসাঁ, যার প্রভাব ইসলামী বিশ্ব ছাড়িয়ে ইউরোপ পর্যন্ত পৌঁছে যায়।

১. গণিত ও বীজগণিত : এই যুগে আল-খোয়ারিজমি ছিলেন গণিত, জ্যোতির্বিদ্যা ও ভূগোলের অন্যতম পথিকৃৎ। তিনি খলিফা মামুনের মানমন্দিরে কাজ করা শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানীদের একজন ছিলেন। তাঁর গবেষণায় 'বীজগণিত' নামে নতুন এক শাখার জন্ম হয়, যা পরে সমগ্র বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে। তাঁর নাম থেকেই 'অষমড়ৎরঃযস' শব্দটির উৎপত্তি।

২. রসায়নবিজ্ঞান (কেমিস্ট্রি) : জাবির ইবনে হাইয়ান রসায়নবিজ্ঞানের জনক হিসেবে পরিচিত। তিনি পরীক্ষানির্ভর গবেষণার মাধ্যমে বিজ্ঞানের ভিত্তি স্থাপন করেন। ধাতু, অমৃত (বষরীরৎ) ও রাসায়নিক বিক্রিয়া সম্পর্কিত বহু তত্ত্ব তিনি প্রবর্তন করেন, যা আধুনিক রসায়নের ভিত্তি হিসেবে বিবেচিত।

৩. চিকিৎসা ও শারীরস্থান : চিকিৎসাবিজ্ঞানের বিকাশেও এই যুগে ব্যাপক অগ্রগতি ঘটে। ইউহান্না ইবনে মাসওয়াইহ, যিনি চিকিৎসক ও শারীরস্থানবিদ ছিলেন, গবেষণায় প্রথমবারের মতো বানর ব্যবচ্ছেদ (ফরংংবপঃরড়হ) প্রয়োগ করেন। তাঁর এই প্রচেষ্টা শারীরস্থান বিজ্ঞানে নতুন দিগন্ত উন্মোচন করে এবং তাঁকে আরব চিকিৎসা গবেষণার অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে স্বীকৃতি দেয়।

৪. ছন্দ ও সংগীতবিদ্যা : অনূদিত গ্রিক ও ফারসি সংগীতবিষয়ক গ্রন্থের মাধ্যমে আল-খলিল ইবনে আহমদ আল-ফারাহিদি ছন্দবিদ্যার বিজ্ঞান (ঢ়ৎড়ংড়ফু) প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি ছন্দ ও মাত্রার নিয়ম নির্ধারণ করে আরবি কবিতা ও গানের ধারায় বিপ্লব ঘটান। তাঁর লেখা 'ছন্দের বিজ্ঞান' বিষয়ে গ্রন্থটি এতই প্রভাবশালী ছিল যে বিখ্যাত সংগীতজ্ঞ ইসহাক আল-মাওসিলি তা তাঁর সংগীততত্ত্বে আদর্শ পদ্ধতি হিসেবে গ্রহণ করেন। এভাবেই আব্বাসীয় খলিফা মামুনের যুগে অনুবাদ ও গবেষণার এই বিপুল আন্দোলন শুধু আরবি সাহিত্য ও চিন্তাধারাকে সমৃদ্ধ করেনি, বরং বিশ্বের জ্ঞানচর্চার ইতিহাসে এক স্থায়ী দাগ রেখে গেছে। তাঁর প্রতিষ্ঠিত বাইতুল হিকমা ও মানমন্দির ইসলামী সভ্যতার বিজ্ঞান ও সংস্কৃতির অগ্রযাত্রার প্রতীক হয়ে ওঠে, যেখানে প্রাচীন জ্ঞানের সঙ্গে আধুনিক অনুসন্ধানের সেতুবন্ধ গড়ে ওঠে।

অন্যায়ভাবে জমি দখলের ভয়াবহ পরিণাম

মুফতি সাইফুল ইসলাম

মানুষের সম্পদ, জমি ও মালিকানার অধিকার ইসলামে অত্যন্ত পবিত্র ও অবিচ্ছেদ্য একটি বিষয়। অন্যের সম্পত্তিতে অবৈধভাবে হস্তক্ষেপ করা শুধু সামাজিক অপরাধ নয়, এটি এমন এক গুনাহ, যার শাস্তি পৃথিবীতেই সীমাবদ্ধ নয়ড়পরকালের ভয়াবহ আজাবও এর জন্য নির্ধারিত হয়েছে।

আবদুল্লাহ ইবনে সালিম (রহ.) তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন,

نم ذَخأ نم ﷺ هللا لوسر لاق
فسُخ هقح ريغب ائيش ضرألا
عبس ىلإ ةمايقلا موي هب
نيضرأ

অর্থ : 'যে ব্যক্তি অন্যায়ভাবে সামান্য পরিমাণ জমিও দখল করে নেয়, কিয়ামতের দিন তাকে সাত তবক জমিনের নিচ পর্যন্ত ধসিয়ে দেওয়া হবে।' (সহিহ বুখারি, হাদিস : ২৪৫৪; সহিহ মুসলিম, হাদিস : ১৬১০)

হাদিসের ব্যাখ্যা

হাদিসের এই বাণীতে রাসুলুল্লাহ (সা.) অন্যের সম্পত্তি আত্মসাৎ বা দখল করার ভয়াবহ পরিণতির দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন।

'সাত তবক জমিনে ধসিয়ে দেওয়া হবে' ড় এর অর্থ হচ্ছে, এমন ব্যক্তি আল্লাহর কঠিন ক্রোধের শিকার হবে। কেউ কেউ একে রূপক অর্থে ব্যাখ্যা করেছেনড় অর্থাৎ তার গুনাহর গভীরতা ও ভয়াবহতা এত বেশি হবে যেন তাকে সাত তবক জমিন পর্যন্ত ধসিয়ে দেওয়া হয়। আবার অনেকে একে আক্ষরিক অর্থেও গ্রহণ করেছেনড়আল্লাহর আদেশে কিয়ামতের দিন তাকে এমন শাস্তি দেওয়া হবে, যা পৃথিবীর গভীরতম স্তর পর্যন্ত ধসিয়ে দেবে।

ইসলামী আইনে জমির অধিকার

ইসলাম স্পষ্টভাবে ঘোষণা করেছেড়

"مُكَنْيَب مُكَلاَوْمَأ اوُلُكْأَت اَلَو لِطاَبْلاِب"

'তোমরা নিজেদের মধ্যে অন্যায়ভাবে একে অপরের সম্পদ গ্রাস কোরো না।

' (সুরা : বাকারা, আয়াত : ১৮৮)

অন্যের জমি, বাড়ি, সম্পত্তি, এমনকি এক ইঞ্চি মাটিও অন্যায়ভাবে নেওয়া ইসলামে হারাম। এমন দখলদার ব্যক্তি যদি ইবাদতেও ব্যস্ত থাকে, তাহলেও আল্লাহ তার সেই ইবাদত গ্রহণ করবেন না, যতক্ষণ না সে অন্যায়ভাবে দখলকৃত সম্পত্তি ফিরিয়ে দেয়।

ন্যায়ের সামাজিক তাৎপর্য

জমি-দখল বা সম্পত্তি আত্মসাৎ শুধু ব্যক্তিগত অপরাধ নয়; এটি সমাজে ফিতনা, হিংসা, মামলা-মোকদ্দমা ও বিদ্বেষের জন্ম দেয়। যেখানে অন্যায়ের মাধ্যমে কেউ নিজের সম্পদ বাড়ায়, সেখানে অন্য কেউ তার ঘর-বাড়ি হারায়, সন্তানদের ভবিষ্যৎ হারায়।

সমাজে ন্যায়পরায়ণতা, শান্তি ও সহযোগিতা বজায় রাখার জন্য ইসলাম সম্পদের সঠিক মালিকানা রক্ষাকে ঈমানের শর্তগুলোর অন্তর্ভুক্ত করেছে।

কিয়ামতের দিনে প্রতিফল

হাদিসের 'সাত তবক জমিন পর্যন্ত ধসিয়ে দেওয়া'ড়এই প্রতিশ্রুতি কেবল একটি প্রতীকী সতর্কবার্তা নয়, বরং তা মানবসমাজে অন্যায় দখলকারীর জন্য এক চিরস্থায়ী লাঞ্ছনার চিত্র। কিয়ামতের ময়দানে তার মুখমণ্ডল কালো হবে, শরীর ভারী শিকলে আবদ্ধ থাকবে এবং পৃথিবীর মাটি তার পায়ের নিচ থেকে টেনে নামাবে।

আল্লাহ তাআলা বলেন,

"اوُناَك نِكَلَو ُهَّللا ُمُهَمَلَظ اَمَو نوُمِلْظَي مُهَسُفنَأ"

'আল্লাহ তাদের প্রতি কোনো অন্যায় করেননি; বরং তারা নিজেরাই নিজেদের প্রতি অন্যায় করেছে।' (সুরা : আন-নাহল, আয়াত : ৩৩)

বর্তমান সময়ের প্রেক্ষাপট

আজকের সমাজে জমি-দখল, রেকর্ড জালিয়াতি, রাস্তা দখল বা প্রতিবেশীর জমিতে অনধিকার প্রবেশ সাধারণ ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

অথচ এসব অন্যায় আমাদের সমাজের নৈতিক ভিত্তি ধ্বংস করছে। ইসলাম আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয়ড়দুনিয়ার কোনো জমি, সম্পদ, ক্ষমতা চিরস্থায়ী নয়। কিন্তু অন্যের হক নষ্টের দায় চিরস্থায়ী হয়ে যায়, যদি তা ফেরত না দেওয়া হয়।

হাদিস থেকে শিক্ষা

১. অন্যের সম্পদে অবৈধ হস্তক্ষেপ করা মারাত্মক কবীরা গুনাহ।

২. হক আদায় না করা পরকালে কঠিন শাস্তির কারণ হবে।

৩. জমি বা সম্পত্তি নিয়ে বিরোধ হলে ন্যায়বিচারের আশ্রয় নেওয়াই ইসলামী পথ।

৪. সমাজে শান্তি ও ভ্রাতৃত্ব বজায় রাখতে ন্যায্যতা ও আমানতের মূল্যবোধ রক্ষা করা অপরিহার্য।

অতএব, সামান্য জমি বা সম্পদ অর্জনের লোভে নিজের পরকাল ধ্বংস করে দেওয়া কখনোই বুদ্ধিমানের কাজ নয়। মনে রাখতে হবেড় 'যে অন্যায়ভাবে এক বিঘা জমিও নেয়, কিয়ামতের দিন সে সাত তবক জমিনের নিচে ধসে যাবে।'

সপ্তাহের নামাযের সময় সূচী

তারিখ	ফজর	সূর্যদ্বয়	যোহর	আছর	মাগরিব	ইশা
২৪.১০.২৫ শুক্রবার	6:12	7:25	01:45	4:12	6:13	7:45
২৫.১০.২৫ শনিবার	6:14	7:29	01:30	4:10	6:11	7:45
২৬.১০.২৫ রবিবার	6:16	7:31	01:30	4:08	6:09	7:45
২৭.১০.২৫ সোমবার	6:18	7:32	01:30	4:06	6:07	7:45
২৮.১০.২৫ মঙ্গলবার	6:18	7:34	01:30	4:04	6:04	7:45
২৯.১০.২৫ বুধবার	6:10	7:36	01:30	4:02	6:02	7:45
৩০.১০.২৫ বৃহস্পতিবার	6:21	7:37	01:30	4:00	6:00	7:45

নামায শুম্পর এই সময়সূচি লন্ডনের জন্য প্রযোজ্য।

রূপকথার জন্ম দিলো সুইডেনের মিয়ালবি

পোস্ট ডেস্ক : সুইডেনের শীর্ষ লীগ আলসভেনসকানের দল মিয়ালবি। দেশটির দক্ষিণাঞ্চলের জেলে গ্রাম হ্যালেভিকের ক্লাবটি এক রূপকথার জন্ম দিয়েছে। যে গ্রামের জনসংখ্যা স্রেফ হাজারের কাছাকাছি, সেখানকার ক্লাবটি প্রথমবারের মতো সুইডেনের শীর্ষ লীগ নিজেদের করে নিয়েছে। ৮৬ বছরের পুরনো ক্লাবটির এই অনন্য কীর্তিকে লেস্টার সিটির ঐতিহাসিক প্রিমিয়ার লীগ জয়ের সঙ্গে তুলনা করছে নিউ ইয়র্ক টাইমসের খেলাভিত্তিক সেকশন দ্য অ্যাথলেটিক।

২০১৫-১৬ মৌসুমে ফুটবল বিশ্বকে অবাক করে দিয়ে ইংলিশ প্রিমিয়ার লীগ টাইটেল জেতে লেস্টার। দ্য অ্যাথলেটিকের মতে, ইউরোপিয়ান লীগগুলোর মধ্যে এবার মিয়ালবিও এক অপ্রত্যাশিত চ্যাম্পিয়ন। যেবার লেস্টার প্রিমিয়ার লীগ জিতল, তখন সুইডিশ ক্লাবটি দেশের ফুটবলের তৃতীয় স্তরে অবস্থান করছিল। ১৯৩৯তে যাত্রা শুরুর পর এ পর্যন্ত স্রেফ ১৩ মৌসুম সুইডেনের শীর্ষ লীগে খেলার সুযোগ পায় মিয়ালবি। ২০২০-এর পর শীর্ষ লীগ থেকে আর অবনমন হয়নি ক্লাবটির ।অ্যাক্টিভওয়্যার

সোমবার গোথেনবার্গের সঙ্গে ২-০ গোলের জয়ে এবার লীগই জিতে নিল তারা। আলসভেনসকানে চলতি মৌসুমে ২৬ ম্যাচে ৬৬ পয়েন্ট নিয়ে সবার উপরে মিয়ালবি। এক ম্যাচ বেশি খেলে ৫৫ পয়েন্টে পিছিয়ে দুইয়ে হ্যামারবাই। নিজেদের আরও তিনটি ম্যাচ বাকি আছে মিয়ালবির। এ তিন ম্যাচে কোনো পয়েন্ট না পেলেও চূড়ায় থাকা নিশ্চিত হয়ে গেছে মিয়ালবির। মিয়ালবির এ যাত্রা যে অবাক করে দেয়ার মতো, সেটি বোঝাতে একটি পরিসংখ্যানই যথেষ্ট। সুইডিশ শীর্ষ লীগে গত ১২ মৌসুমে ৮বারই চ্যাম্পিয়ন হয় মালমো। সুইডিশ পরাশক্তি ক্লাবটির বাজেটের ১৫ শতাংশ বাজেট মিয়ালবির। গত বছরও ক্লাবটির বাজেট ছিল স্রেফ ৯ মিলিয়ন ডলার, যা মালমোর বাজেটের ৮ শতাংশ মাত্র!

মিয়ালবি কোচ টরস্টেনসন সাবেক সামরিক কর্মকর্তা ও পরবর্তী সময়ে স্কুলে প্রধান শিক্ষকের দায়িত্ব পালন করেন। সময় বের করে মিয়ালবি খেলোয়াড়দের অনুশীলন করান তিনি। তার দলের খেলোয়াড়দের গড় বয়স ২৪। এর আগে শিরোপার খুব কাছাকাছি থাকতে বার্তা সংস্থা এএফপির সঙ্গে আলাপচারিতায় তার থেকে জানতে চাওয়া হয়, শিরোপার সুবাস কেমন লাগছে। তখন টরস্টেনসন বলেন, 'এটি নিয়ে আপাতত ভাবার দুঃসাহস দেখাতে চাই না। এটিই আমার ঘর। আমি মিয়ালবিতে জন্মেছি.. দারুণ একটা ব্যাপার হবে।' লীগ টাইটেল নিশ্চিতের পর তিনি বলেন, 'তিন ম্যাচ হাতে রেখে এই অভিজ্ঞতা লাভ করা পরম স্বস্তির বিষয়।'

লীগ জিতে আগামী মৌসুমে চ্যাম্পিয়নস লীগের বাছাইপর্বের টিকিট পেয়েছে মিয়ালবি। তবে তারা নিজেদের মাঠে বাছাইয়ের ম্যাচ খেলতে পারবেন না। কেননা, উয়েফার মানদন্ড অনুযায়ী তাদের কেবল ৬ হাজার আসনবিশিষ্ট স্টেডিয়ামটি যায় না।

বার্সেলোনায় এসে আবেগে ভাসছেন ফ্লিক

পোস্ট ডেস্ক : বার্সেলোনার দায়িত্ব নিয়ে পুরোপুরি বদলে গেছেন হান্সি ফ্লিক। জার্মান ফুটবলের সঙ্গে যান্ত্রিকতার সখ্যতা বেশ পুরনো। ফ্লিক নিজেও ছিলেন তেমনই, চোখেমুখে দেখা যেত যান্ত্রিকতার ছাপ। বায়ার্ন মিউনিখের কোচ থাকাকালীন ৮-২ গোলে বার্সার বিপক্ষে জয়ের পর তার ভাবলেশহীন চেহারার ছবি তো এখনও জনপ্রিয়। সেই ফ্লিক এখন আবেগ নিয়ন্ত্রণে না রাখতে পেরে একই ম্যাচে দু-দুটো হলুদ কার্ডও দেখেন! কাতালান ক্লাবটিতে এসে নিজেকে নতুন করে চিনেছেন এ জার্মান কোচ।

স্প্যানিশ লা লিগায় নিজেদের শেষ ম্যাচে জিরোনার সঙ্গে শেষমুহূর্তে ২-১ গোলে জেতে বার্সা। ম্যাচের শেষদিকে দু'টি হলুদ কার্ড দেখেন ফ্লিক। রেফারির সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ জানানোয় তাকে ডাগআউট ছাড়তে হয়। ফলস্বরূপ, মৌসুমের প্রথম এল ক্লাসিকোতে আগামী সপ্তাহে সাইডলাইনে থাকতে পারবেন না ফ্লিক। যদিও লাল কার্ডের বিরুদ্ধে আপিল করেছে বার্সা।

চ্যাম্পিয়নস লীগে গ্রিক ক্লাব অলিম্পিয়াকোসের সঙ্গে ম্যাচের আগে সংবাদ সম্মেলনে জানালেন, নিজেকে সামলাতে পারেননি তিনি। কাতালান ক্লাবটিতে আসার পর থেকেই ভাসছেন আবেগে। ৬০ বছর বয়সী ফ্লিক বলেন, 'আমি আগের চেয়ে নার্ভাস নই, হয়তো আমার আবেগের প্রকাশ আর আগের মতো নেই।

মিয়ামিকে হ্যাটট্রিক করে জেতালেন মেসি

পোস্ট ডেস্ক : লিওনেল মেসির দুর্দান্ত হ্যাটট্রিকে ন্যাশভিল এসসিকে ৫-২ গোলে হারিয়েছে ইন্টার মিয়ামি। এই জয়ে এমএলএস মৌসুমে আবারও আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে আর্জেন্টাইন সুপারস্টার। এটি মেসির এমএলএস ক্যারিয়ারের দ্বিতীয় হ্যাটট্রিক।

এই মৌসুমে লিগের সর্বোচ্চ গোলদাতা মেসির এখন গোল সংখ্যা ২৯। আগের হ্যাটট্রিকটি করেছিলেন গত বছরের ১৯ অক্টোবর, নিউ ইংল্যান্ড রেভলিউশনের বিপক্ষে ৬-২ ব্যবধানে জয়ের ম্যাচে।

৩৫ মিনিটে মেসির শটে প্রথমে এগিয়ে যায় ইন্টার মিয়ামি। বক্সের বাইরে থেকে নেওয়া দারুণ এক শটে আসে তার মৌসুমের ২৭তম গোল। তবে ৪৩ মিনিটে স্যাম সুরিজের হেডে সমতা ফেরায় ন্যাশভিল।

প্রথমার্ধে মিয়ামির চেয়ে অনেক বেশি আক্রমণ করে ন্যাশভিল। ১১টি শট নেয় তারা, যেখানে মিয়ামির ছিল মাত্র ৪টি। সেই ধারাবাহিকতায় যোগ হয় আরও একটি গোল। হানি মুখতারের শট পোস্টে লেগে ফিরে এলে রিবাউন্ড থেকে জ্যাকব শ্যাফেলবার্গ গোল করে ন্যাশভিলকে ২-১ ব্যবধানে এগিয়ে দেন।

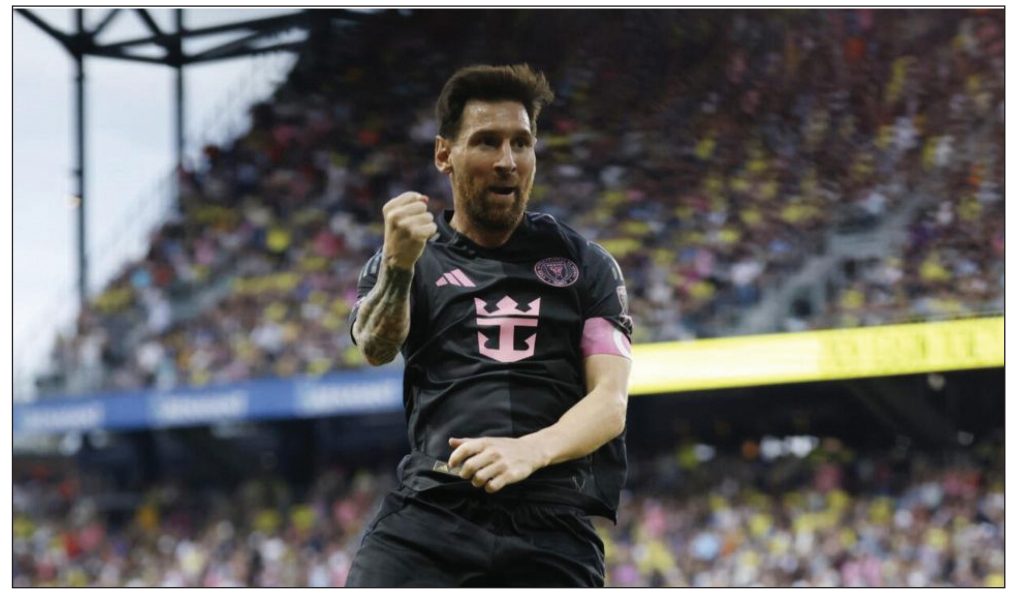

পিছিয়ে পড়া মিয়ামিকে জেতানোর দায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে নেন মেসি। ৬২ মিনিটে অ্যান্ডি নাজারের হাতে বল লাগায় পেনাল্টি পায় মিয়ামি। পেনাল্টি থেকে গোল করে ম্যাচে সমতা ফেরান মেসি। চার মিনিট পর বালতাসার রদ্রিগেজের শটে আবারও এগিয়ে যায় ইন্টার মিয়ামি।

৮১ মিনিটে বক্সের মাঝখান থেকে বাঁ পায়ের মাপা শটে হ্যাটট্রিক পূর্ণ করেন মেসি।

ইনজুরি টাইমের শুরুতেই তেলাস্কো সেগোভিয়া গোল করে ব্যবধান বাড়িয়ে দেন ৫-২ এ।

এই হ্যাটট্রিকে গোল্ডেন বুট দৌড়ে অনেকটা এগিয়ে গেছেন মেসি। এখন তিনি দ্বিতীয় সর্বোচ্চ গোলদাতা স্যাম সুরিজ ও ডেনিস বুয়াঙ্গার চেয়ে পাঁচ গোল এগিয়ে।

ইন্টার মিয়ামি মৌসুম শেষ করেছে ১৯ জয়, ৭ ড্র ও ৮ পরাজয়ে। ইস্টার্ন কনফারেন্সে তৃতীয় হয়ে তারা প্লে-অফে উঠেছে। ন্যাশভিল ষষ্ঠ হয়ে তাদেরই মুখোমুখি হবে প্রথম রাউন্ডে।

যে ঘটনা আগে দেখেনি বিশ্ব

পোস্ট ডেস্ক : মিরপুর শেরে বাংলা স্টেডিয়ামের উইকেট স্পিন বান্ধব হবে ওয়েস্ট ইন্ডিজের টিম ম্যানেজমেন্টের তা অজানা ছিল না। দলটির অনেক ক্রিকেটার এখানে খেলে গেছেন। তাদের কোচ ড্যারেন স্যামিরও বাংলাদেশে খেলার ভালো অভিজ্ঞতা আছে। সেজন্য আটঘাঁট বেধে তিন স্পিনার নিয়েই এসেছিলেই তারা।

কিন্তু প্রথম ওয়ানডের পরেই যেন তাদের 'হুশ' ফিরল। বুঝতে পারলেন- এটা শুধু স্পিন সহায়ক উইকেট নন, রীতিমতো স্পিন স্বর্ণ। সেজন্য ত্রিনদাদের ছেলে আকিল হোসেনকে ডেকে পাঠায় দল। দীর্ঘ ভ্রমণক্লান্তি কাটিয়ে বাংলাদেশ সময় রাত আড়াইটাই ঢাকা পৌঁছান তিনি।

অবাক করে ওয়েস্ট ইন্ডিজের একাদশেও দেখা যায় আকিলকে। শুধু একাদশে না, আকিল বল হাতে ইনিংসও শুরু করেন। ওয়েস্ট ইন্ডিজ চারজন নিয়মিত স্পিনার নিয়ে মাঠে নামে। অপর ১০ ওভারের জন্য তাদের হাতে ছিল পেস অলরাউন্ডার শেরফান রাদারফোর্ড ও জাস্টিন গ্রেভস এবং টপ অর্ডার ব্যাটার ও পার্ট টাইম স্পিনার আলিস আথানজে।

মূল চার স্পিনার দিয়ে বোলিং করাতে করাতে অধিনায়ক শেই হোপ আক্রমণে আনলেন দলটির ওপেনার আথানজেকে। তিনি নিয়ন্ত্রিত বোলিং শুরু করতেই যেন পাঁচ স্পিনার দিয়ে ইনিংস শেষ করার সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেন ক্যারিবীয় অধিনায়ক। আথানজে ১০ ওভারের ৫০ বলই ডট দেন, মাত্র ১৪ রান দিয়ে তুলে নেন ২ উইকেট। শেষ পর্যন্ত ৫০ ওভারই স্পিনার নিয়ে শেষ করে ওয়েস্ট ইন্ডিজ।

এতেই ৫৪ বছরের ওয়ানডে ক্রিকেটের ইতিহাসে দেখা গেল অনন্য রেকর্ড। প্রথমবার ইনিংসের ৫০ ওভারই স্পিনার দিয়ে বোলিং করিয়েছে ওয়েস্ট ইন্ডিজ।

৯ বছর পর ম্যানইউ'র অ্যানফিল্ড জয়

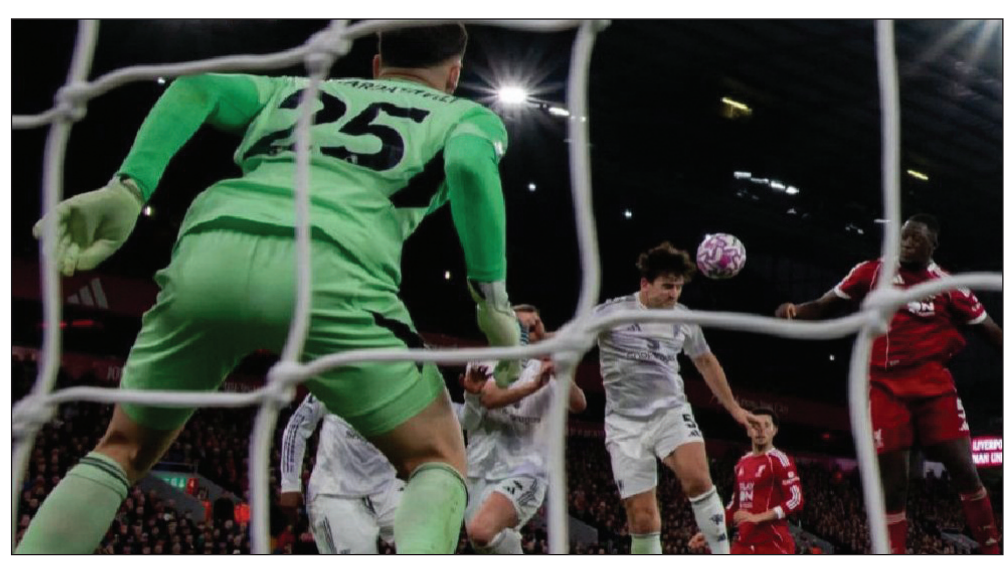

পোস্ট ডেস্ক : ৭৮ মিনিট পর্যন্ত এগিয়ে ছিল ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড। কোডি গাকপো ফেরান লিভারপুলের আশা। তবে বাগড়া দেন হ্যারি মাগুয়ের। দীর্ঘ নয় বছর পর তাতেই অ্যানফিল্ডে ভুলে যাওয়া জয়ের স্বাদ পায় রেড ডেভিলরা। রোববার অ্যানফিল্ডে ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগের হাইভোল্টেজ ম্যাচে চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী ম্যানইউর কাছে ২-১ গোলে হরেছে বর্তমান চ্যাম্পিয়নরা। সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে লিভারপুলের এটি টানা চতুর্থ হার।

ব্রায়ান এমবেউমোর গোলে শুরুতে পিছিয়ে পড়া লিভারপুলকে ৭৮ মিনিটে সমতায় ফিরিয়েছিলেন কোডি গাকপো। কিন্তু ৮৪ মিনিটে হ্যারি ম্যাগুয়ারের গোলে শেষ হাসি হাসে ম্যানইউ।

এদিকে এ মৌসুমে সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে খেলা ১১ ম্যাচের সবকটিই জিতেছে বায়ার্ন মিউনিখ। ১১ ম্যাচে হ্যারি কেইন একাই করেছেন ১৯ গোল। এর মধ্যে বুন্দেসলিগায় সাত ম্যাচে তার গোল ১২টি। আগুনে ফর্মে থাকা ইংলিশ ফরোয়ার্ড জ্বলে উঠলেন আবারও।

শনিবার রাতে দলকে জেতানোর পথে ক্লাব ফুটবলে ৪০০ গোলের মাইলফলক ছুঁয়েছেন কেইন। বুন্দেসলিগায় বরুশিয়া ডর্টমুন্ডের বিপক্ষে ২-১ ব্যবধানে জয়ের ম্যাচে শুরুতে দলকে এগিয়ে দিয়ে মাইলফলকটি স্পর্শ করেন কেইন। ২২ মিনিটে হেডে গোলটি করেন তিনি।

বায়ার্ন মিউনিখের জার্সিতে এ নিয়ে কেইনের গোল হলো ১০৪টি। ক্লাব ক্যারিয়ারে সবচেয়ে বেশি গোল তিনি করেছেন টটেনহামের হয়ে, ২৮০টি। এছাড়া লেস্টার সিটির হয়ে দুটি, মিলওয়ালের হয়ে নয়টি এবং লেটন ওরিয়েন্টের হয়ে পাঁচটি গোল করেছেন ইংল্যান্ড অধিনায়ক।

ডর্টমুন্ডের বিপক্ষে ৭৮ মিনিটে ব্যবধান দ্বিগুণ করেন মাইকেল ওলিসে। এই জয়ে সাত ম্যাচে ২১ পয়েন্ট নিয়ে লিগের শীর্ষে আছে বায়ার্ন। ১৪ পয়েন্ট নিয়ে চারে ডর্টমুন্ড। এদিকে তোরিনোর কাছে নাপোলির হারের সুযোগ কাজে লাগিয়ে সেরি-এ লিগের শীর্ষে উঠে এসেছে ইন্টার মিলান। গত পরশু রাতে তারা ১-০ গোলে হারিয়েছে রোমাকে।

গণ-অভ্যুত্থান পরবর্তী বাংলাদেশ ও দক্ষিণ এশিয়ার বসন্ত

মোঃ হাফিজুর রাহমান

গত কয়েক বছর ধরে দক্ষিণ এশিয়ার রাজনীতিতে বেশ উত্তাপ ছড়াচ্ছে। এই রিজেমের প্রায় প্রতিটি রাষ্ট্রের টাল-মাটাল অবস্থা যা আরব বসন্তের সেই ভয়াল দৃশ্যকে স্বরণ করিয়ে দেয়। দক্ষিণ এশিয়ায় যা ঘটছে তা প্রত্যাশিত বলার অপেক্ষা রাখে না, বিগত কয়েক বছর যাবত আমরা ভবিষ্যদ্বাণী করে আসছি এই ভৌগোলিক এলাকায় পরিবর্তন আসন্ন! বিশেষ করে ভারত, পাকিস্তান, বাংলাদেশ, শ্রীলঙ্কা ও নেপাল বসন্ত আসবেই তা আজ হোক আর কাল হোক। আমাদের প্রিডিকশনকে আরও প্রমাণিত করেছে শ্রিলংকা, বাংলাদেশ ও নেপালের সংঘটিত গণ-অভ্যুত্থানের ঘটনাগুলো যা এই অঞ্চলকে 'অভ্যুত্থানের হাব' হিসেবে নতুনভাবে পরিচিত করিয়েছে। যার পরবর্তী ধাক্কা আসবে আমাদের প্রতিবেশি রাষ্ট্র ভারতে আমি হরফ করে বলতে পারি। ভারতে ফ্যাসিবাদের যে উৎথান ঘটেছে তা এই অঞ্চলের গণতন্ত্রকে হুমকির কবলে পতিত করেছে যেমনটা ঘটেছিল বাংলাদেশে। গত দেড় যুগ ধরে ফ্যাসিবাদী শক্তি বাংলাদেশের গণতন্ত্রকে এমনভাবে চেপে ধরেছিল যেটা থেকে মুক্তির জন্য পুরো জাতি রাজপথে নেমেছিল কিন্তু প্রশ্ন হলো জাতি যে আকাঙ্ক্ষা নিয়ে দেশের পরিবর্তন ঘটিয়েছিল তার কতখানি দৃশ্যমান তা আমাদের নতুন উদ্বেগ সৃষ্টি করে।

২০২৪ সালের ৫ আগষ্ট ইতিহাস বদলে দেওয়া একটি দিন, বাংলাদেশের গণ-অভ্যুত্থানের দিন । ছাত্র-জনতার আন্দোলনের মুখে এদিনে দেশ ছেড়ে ভারতে পালিয়ে যান তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ হাসিনা। ছাত্র, শ্রমিক ও জনতার সম্মিলিত আন্দোলনে শাসকের মোড়কে জড়িয়ে থাকা এক দানবের পতন হয়। এর মাধ্যমে বাংলাদেশের ক্ষমতার মসনদে চেপে বসা ১৬ বছরের স্বৈরাচারের অবসান হয়। কোটা সংস্কার দাবিতে গত বছর ১ জুলাই শুরু হয় শিক্ষার্থীদের আন্দোলন। আন্দোলনটা কোটা দিয়ে শুরু হলেও তা শেষ হয় হাসিনার পতনে। আন্দোলনের ধারাবাহিকতায় ৫ আগস্ট কারফিউ ভেঙে গণভবন অভিমুখে লাখো মানুষের ঢল নামলে পদত্যাগ করে দেশ থেকে পালিয়ে যান শেখ হাসিনা। ভারতের সমর্থনে টানা ১৬ বছর দেশের ওপর চেপে বসেছিল সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। তার ফ্যাসিবাদী শাসন আমলে মানুষকে নির্বিচারে হত্যা করা হয়। এর বিরুদ্ধে জেগে ওঠেন ছাত্র-জনতা। তবে ছাত্র আন্দোলন দমাতে বাংলাদেশের ইতিহাসে ভয়াবহ হত্যাকাণ্ড চালান হাসিনা। নির্বিচারে গুলি চালিয়ে হত্যা করা হয়। ক্ষমতা টিকিয়ে রাখতে এমন নৃশংস কর্মকান্ড আন্দোলনকে আরও বেগবান করে হাসিনার পতনকে ত্বরান্বিত করে। কিন্তু জুলাই বিপ্লব থেকে আমরা কি পেয়েছি? আমরা কি আদৌ লক্ষ্য আছি নাকি মূল লক্ষ্য থেকে সরে যাচ্ছি? বিপ্লব থেকে লাভবান কারা? রাষ্ট্র ও জনগণ যা চেয়েছে তা কি পেয়েছে নাকি প্রতারিত হচ্ছে ?

জুলাই অভ্যুত্থানের মূল লক্ষ্য ছিল একটি বৈষম্যহীন, দুর্নীতি ও স্বৈরাচারমুক্ত নতুন রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা। দেশের গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার করে রাষ্ট্রকে জনগণের হাতে ফিরিয়ে দেওয়া। আমাদের গণতান্ত্রিক অভিযাত্রাকে ত্বরান্বিত করতে রাজনৈতিক, অর্থনীতিক ও নির্বাচনব্যবস্থা এবং প্রয়োজনীয় সব সংস্কারে মাধ্যমে বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটিয়ে নতুন এক বাংলাদেশ উপহার দেওয়ার দায়িত্ব ছিল অন্তর্বর্তীকালীন প্রফেসর ইউনুস প্রশাসনের কিন্তু তাঁর কতটুকু প্রতিফলন হয়েছে তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। প্রশ্ন ওঠার অবশ্যই অনেকগুলো যুক্তিযুক্ত কারণ রয়েছে। ইউনুস প্রশাসন এমন কিছু কর্মকান্ড করছে যা আমাদের সত্যি উদ্বেগ সৃষ্টি করে। আমার কেনো যেনো মনে হয় মানুষ যে পরিবর্তনের আশায় সরকার বদল করেছে তাঁর বিপরীত কোনো কিছুই ঘটতে যাচ্ছে। অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের সবাই এখন ছন্নছাড়া । এটা সত্যি অভ্যুত্থান সংগঠিত করার চেয়ে অনেক সময় সেটাকে কাজে লাগিয়ে কাঙ্ক্ষিত পরিবর্তন আনা আরও কঠিন ও ঝুঁকিপূর্ণ। আরব বসন্তের ইতিহাস থেকে আমরা জানি লিবিয়া, সিরিয়া অথবা মিসর এই দেশগুলোর যে দুর্দশা তার প্রধানতম কারণ ছিল পশ্চিমাঘেশা ও দুর্বল দুর্নীতিপরায়ন প্রশাসন। বাংলাদেশের আগামী ভবিষ্যৎ কী হতে পারে কিছু আলামত বিশ্লেষণ করব তবে এর আগে দক্ষিণ এশিয়ায় কী হচ্ছে- তা বোঝা খুবই জরুরি।

২০২৫ সালের সেপ্টেম্বরে নেপাল হঠাৎ করেই অস্থির হয়ে পড়ে। নেপালের রাজধানী কাঠমান্ডুর রাস্তায় হাজার হাজার তরুণ যখন প্রতিবাদে নামেন, তখন প্রর্যন্ত কেউ বুঝে ওঠতে পারেনি কী ঘটতে যাচ্ছে। কিন্তু ক্ষোভের আগুন যখন হিল টাউন প্রর্যন্ত বিলাসীতে গিয়ে আঁছড়ে পড়ল তখন আমরা অনুমাণ করলাম একটি প্রজন্মের দীর্ঘদিনের হতাশা, ক্ষোভ ও ক্রোধের বিস্ফোরণ। এই তরুণ প্রজন্ম, যারা 'জেন-জি' বলে পরিচিত, রাজনীতির প্রথাগত কাঠামোর বাইরে থেকে এক নতুন সামাজিক-রাজনৈতিক বাস্তবতা গড়ে তুলতে চাচ্ছে। দেশটির রাজনীতিবিদদের সন্তানদের বিলাসী জীবন আর সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন সংগ্রামের বৈষম্যই তাদের ক্ষোভকে আরও বিস্ফোরণমুখী করেছিল। তবে সবকিছু ছাপিয়ে 'নেপো কিডস' নামক শব্দটি আমাকে বেশি আকৃষ্ট করেছে। যেখানে তাঁরা অভিনব পন্তায় স্পষ্টভাবে তুলে ধরে রাজনৈতিক ও সরকারি এলিট সন্তানদের যারা শুধু উচ্চপদস্থ পরিবারের সন্তান হওয়ায় বিলাসী জীবন যাপন করছে। অন্যদিকে দেশের তরুণ প্রজন্ম বেকারত্ব ও আর্থিক কষ্টের সঙ্গে প্রতিদিন সংগ্রাম করছে। কিন্তু এত বিপ্লব ও পরিবর্তনের আমার প্রশ্ন নেপালের ভবিষ্যৎ কি? তাঁদের ভাগ্য কি আদৌ পরিবর্তন ঘটবে? না; আমি এক কথায় বলব না, নেপালের কোনো পরিবর্তন হবে না। যেমনটা আমরা দেখছি শ্রিলংকায়। শ্রিলংকায় কি কোনো পরিবর্তন এসেছে? নেপালে গত ১৭ বছরে ১৫টি সরকার পরিবর্তন হয়েছে তারপরও কি দেশটি কি স্থিতিশীল? না!

একইভাবে, শ্রীলঙ্কার গণ-অভ্যুত্থানে দেশটির বর্তমান প্রেসিডেন্ট এবং তাঁর দল ও জোটের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। গণ-অভ্যুত্থানপরবর্তী নির্বাচনে জনগণ তাদের ভোট দিয়ে জয়ী করে। কিন্তু যে আকাঙ্ক্ষা নিয়ে তারা পরিবর্তনের পক্ষে সরকার গঠন করে তার কিছুই লক্ষ্য করা যাচ্ছে না। গণ-অভ্যুত্থান ও নির্বাচনের মাঝখানের দুই বছরে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার দেশটির অর্থনৈতিক পুনর্গঠনে মূলত আইএমএফের প্রেসক্রিপশন ফলো করেছে। তাছাড়া, দেশটির প্রেসিডেন্ট শপথের সময় তিনি বলছিলেন, 'আমাকে ভোট দেওয়া হয়েছে, কিন্তু আমি জাদুকর নই। অনেক কিছু আমি জানি; কিন্তু বহু কিছু জানি না। দেশকে পুনর্গঠন করতে যৌথ উদ্যোগ লাগবে।' যেমনটা আমরা বাংলাদেশে লক্ষ্য করছি। ঠিক একই যুক্তি খুঁজে পাই বাংলাদেশের অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের উপদেষ্টাদের কাছ থেকেই। আমার মনে হয় না তাঁরা আর কোনো জাদুকরী পরিবর্তন ঘটাতে পারবেন। বাংলাদেশ, শ্রীলঙ্কা কিংবা নেপাল-সব ক্ষেত্রেই অভ্যুত্থান-পরবর্তী সময় খুব গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, অভ্যুত্থান যে শুধু ইতিবাচক রাজনৈতিক পরিবর্তন নিয়ে আসে, ব্যাপারটা সব সময় এমন নয়; বরং উল্টোটাও হতে পারে।

এবার আসা যাক বাংলাদেশে। বাংলাদেশে আগামীর ভবিষ্যৎ কি হতে যাচ্ছে তাঁর স্পষ্ট নমুনা আমি বলে দিতে পারি জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) আহ্বায়ক নাহিদ ইসলাম এর সম্প্রতি একটি টেলিভিশন চ্যানেলকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারের 'বিস্ফোরক' মন্তব্য থেকে। অন্তর্বর্তী সরকারের উপদেষ্টাদের নিয়ে তাঁর ওই মন্তব্য শুধু উত্তেজনা ছড়ায়নি ব্যাপক আলোচনার জন্ম দিয়েছে, বেড়েছে উদ্বেগ ও ওঠেছে প্রশ্ন। যেমন সাক্ষাৎকারের একটি প্রর্যায়ে নাহিদ ইসলাম বলেন, '...অনেক উপদেষ্টা নিজেদের আখের গুছিয়েছে অথবা গণ-অভ্যুত্থানের সঙ্গে বিট্রে (প্রতারণা) করেছে। যখন সময় আসবে, তখন আমরা এদের নামও উন্মুক্ত করব।' সাক্ষাৎকারে নাহিদ ইসলাম আরও বলেছেন, 'উপদেষ্টাদের অনেকেই বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সাথে লিয়াজোঁ করে ফেলেছে। তারা নিজেদের সেফ এক্সিটের কথা ভাবতেছে।' (প্রথম আলো অনলাইন, ৫ অক্টোবর ২০২৫)। নাহিদ ইসলামের এই সাক্ষাৎকার থেকে আমি মোটাদাগে দুটি বিষয় ক্লিয়ার হয়েছি যে অনেক উপদেষ্টা সরকারে থাকার সুবাদে নিজেদের আখের গুছিয়ে নিয়েছেন এবং উপদেষ্টারা রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে সমঝোতা করে নির্বাচনের পর নিজেদের সেফ এক্সিটের কথা ভাবছেন। তাঁর মানে বাংলাদেশের মানুষ যে গণ-আকাঙ্ক্ষা নিয়ে পরিবর্তন ঘটিয়েছিল তাঁর কোনো আউটকাম আসছে না। তাছাড়া, আমরা দেখছি সরকার রাষ্ট্রীয় সংস্কারে অনেকগুলো কমিশন ও কমিটি করেছে, যার সব কটির সঙ্গে নির্বাচন ও সংবিধান সরাসরি সম্পর্কিত নয়। গত এক বছরে পুলিশ বিভাগ, জনপ্রশাসন বিভাগ, দুর্নীতি দমন কমিশন নিয়ে যেসব সুপারিশ এসেছে, তার বাস্তবায়নের কোনো লক্ষণ এখন চোখে পড়েনি। জুলাই সনদ নিয়ে প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। মোটকথা আমরা কয়েকটি বিচারকার্য ছাড়া আর কিছুই পাইনি এখন প্রর্যান্ত। কাজেই আগামীতে বাংলাদেশ কেমন হবে তার কোনো বাস্তবিক নমুনা এখনও ধুয়াসা। গত এক বছরে আমরা কি পেলাম? শ্রমজীবী মানুষের কাজের সুযোগ বেড়েছে? না। বরং অনেক কারখানা বন্ধ হয়ে যাওয়ায় হাজার হাজার শ্রমিক বেকার হয়েছেন। অথচ চব্বিশের গণ-অভ্যুত্থানে খেটে খাওয়া গরিব মানুষের অংশগ্রহণ ছিল সবচেয়ে বেশি। জুলাই গণ-অভ্যুত্থানে যাঁরা জীবন দিয়েছেন, তাঁদের মধ্যে শীর্ষে রয়েছেন শ্রমজীবী মানুষেরা প্রায় ২৮৪ জন। কাজেই বাংলাদেশের কোনো পরিবর্তন আদৌ কী ঘটবে তা সময়ই বলে দিবে।

মোঃ হাফিজুর রাহমান
রাজনৈতিক বিশ্লেষক ও অনলাইন এক্টিভিস্ট

BANGLA POST
www.banglapost.co.uk
Email: news@banglapost.co.uk

Lords committee criticises Home Office over refugee family reunion

Post Desk: In a report released Monday the House of Lords Secondary Legislation Scrutiny Committee has drawn Parliament's special attention to September's statement of changes to the Immigration Rules (HC 1298) and the Government's suspension of the refugee family reunion (RFR) visa route. The Committee expressed concern over the policy's evidence base, transparency, and clarity about whether the suspension is temporary or permanent.

September's statement of changes halted new visa applications under the RFR route with immediate effect. The route had allowed refugees in the UK to bring their partners and dependant children to join them without fees or financial conditions. Refugees wishing to bring family members to the UK now need to apply under Appendix FM of the Immigration Rules and meet its requirements, such as financial and English language, and either pay the required fee or secure a fee waiver.

According to the Home Office, the suspension aims to reduce pressure on public services, particularly housing, amid rising numbers of arrivals under the RFR route. In the year to June 2025, 20,817 visas were granted, a 30% increase on the previous year. The Government cited a "record" volume of applications and escalating costs for local authorities, which spent over £1 billion on temporary accommodation in 2023–24.

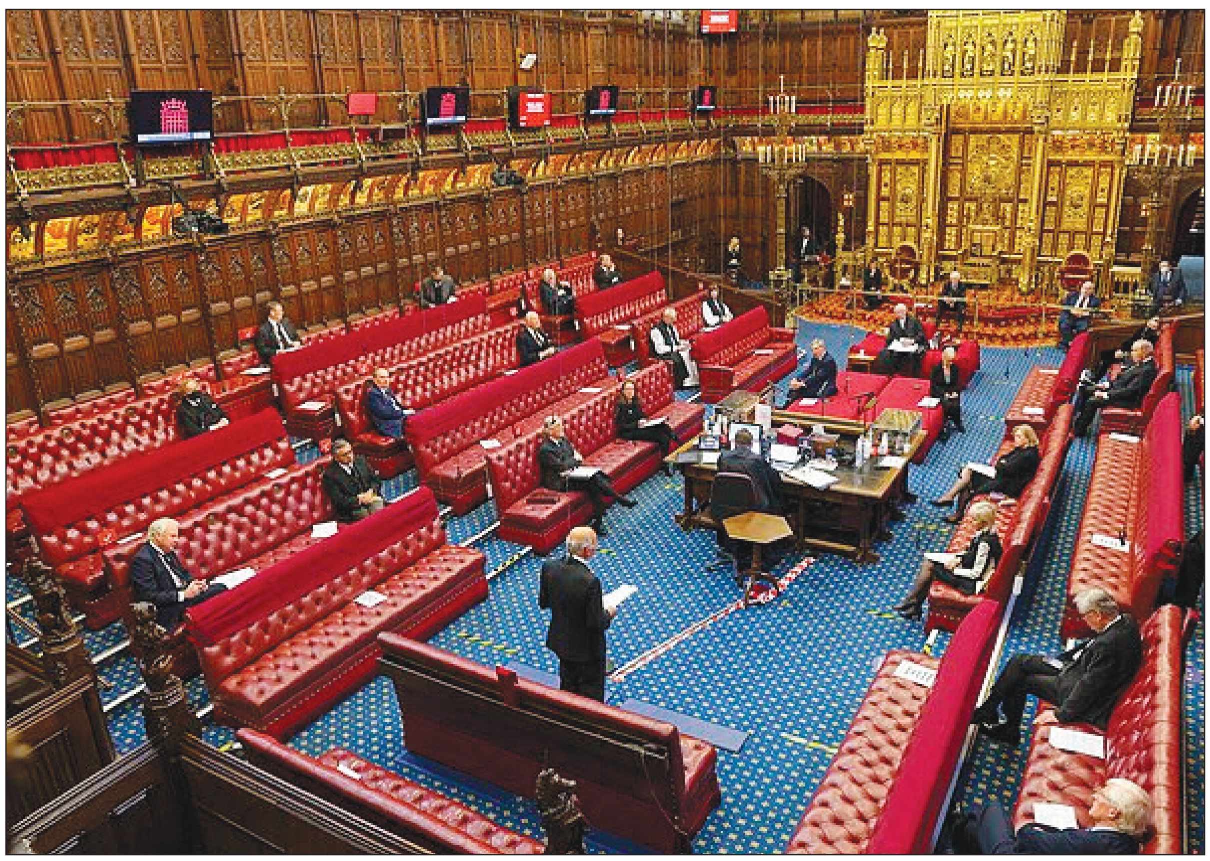

In its report, the Secondary Legislation Scrutiny Committee criticised the lack of supporting data and analysis accompanying the suspension. It noted that the Home Office had provided no estimates of how the suspension might affect migration flows or public service demand, calling this "surprising" and indicative of a wider problem with policymaking that "reacts to events, rather than proceeding from rigorous analysis and supported by evidence."

A submission to the Committee from the Immigration Law Practitioners' Association raised concerns that the suspension could lead to more people attempting to reach the UK by irregular routes. The Committee said that the Home Office's response to this point – that it would "not engage in speculation" – was not "wholly convincing" and urged the department to monitor and report on the impacts during the suspension period.

Noting that an internal Home Office equality impact assessment found the suspension would disproportionately affect women and children, the Committee urged the department to publish the full assessment, which the Home Office had declined to do when asked.

The Committee also highlighted inconsistencies between Government statements about the duration of the suspension. The Home Office had initially described the measure as temporary and said the RFR route would reopen in spring 2026, but a later press release from the Prime Minister on 2 October stated that automatic family reunion rights for refugees "will" end. While the Home Office argued that the two statements were consistent, the Committee disagreed.

The Secondary Legislation Scrutiny Committee stated: "We struggle to accept this argument. Our reading of the first statement is that the RFR route will reopen—both because that is what the wording, taken at face value, appears to say, and because otherwise it would make no sense for applicants to defer their applications. However, the second statement clearly says that automatic family reunion rights will end. It thus appears to us that there has been a change in the policy stance since the Statement was laid before Parliament. The House may wish to press the Minister on the contradiction between, on the one hand, the [Explanatory Memorandum] and the Home Office's responses to us, and, on the other, the Prime Minister's press release of 2 October: is the withdrawal of the fee-free and unconditional route for refugee family reunion temporary or permanent?"

Further concern was expressed at the lack of consultation with affected groups before the policy was introduced, though the Committee acknowledged the Home Office's explanation that public engagement could have led to a surge in applications. The Committee said future consultation should now take place as part of the wider review, the results of which are due by the end of 2025. It added, however: "[W]e are concerned that the 2 October announcement of the intention to end automatic family reunion rights may mean that the outcome of the review in this area has already been decided without the appropriate policymaking processes taking place."

Smart Edge Real Estate
Where location meets opportunity

YOUR GATEWAY
TO SMARTER PROPERTY INVESTMENTS IN DUBAI

Dubai is not just a city, it's an opportunity. At Smart Edge Real Estate LLC, we connect local and international buyers with high-potential residential and commercial properties across Dubai's most promising locations. Whether you're looking for your dream home, a high-yield rental property, or a solid investment with capital appreciation, we provide expert guidance every step of the way. Our bespoke approach is built on deep market insight, strong developer relationships, and a commitment to trust and transparency.

www.smartedgerealestate.ae | www.smartedgerealestate.co.uk

MOBILE: +44 7960 000 929 (UK)
MOBILE: +971 506 123 929 (UAE)
LANDLINE: +44 203 633 2545 (UK)

UK OFFICE
S7, 2ND FLOOR, THE WHITECHAPEL CENTRE
85 MYRDLE STREET, LONDON E1 1HL

DUBAI OFFICE
12E, THE PLAZA BUILDING, DEIRA CREEK HOLDINGS
AL KHOR, PO BOX 333888, DUBAI, UAE

"With over 30 years of experience in the media industry, advising clients, managing campaigns, and understanding consumer trends, I've brought that same insight and strategic thinking into Dubai's property market. At Smart Edge Real Estate, we don't just sell property, we guide you to make the right investment, at the right time, in the right location. Whether you're new to real estate or building a portfolio, I personally offer advisory support to help you make informed, profitable decisions."
TAZ CHOUDHURY, CO-FOUNDER & CEO

King lands in Rome for historic visit to meet Pope

King Charles and Queen Camilla have arrived in Rome at the start of a historic state visit to the Vatican, where they will meet Pope Leo in a symbolic display of unity between the Church of England and the Catholic Church.

A stronger relationship between the two Christian denominations is a "bulwark against those promoting conflict, division and tyranny," said a statement from the King's spokesman.

The King, who landed at Ciampino airport on Wednesday evening, will become the first British monarch to pray with a pope since the Reformation in the 16th Century.

But the visit comes against the backdrop of the scandal surrounding Prince Andrew.

When it was announced last Friday that Prince Andrew would lose his titles, and would no longer be called the Duke of York, an important reason was the Palace's desire to prevent questions about Andrew drowning out other royal events.

The Vatican trip in particular had been of concern to the Palace, which wanted to end the constant drip-drip of negative headlines about Prince Andrew that threatened to overshadow the work of the King and other working royals.

But instead there has been a barrage of further revelations about Andrew and his relationship with sex offender Jeffrey Epstein.

Pressure further intensified on Andrew with the publication of Virginia Giuffre's posthumous memoir, in which she alleges she was forced to have sex with the royal at Ghislaine Maxwell's house when she was 17. Andrew has always denied any wrongdoing.

The Palace will want to shift the focus to this visit which it hails as a "landmark" moment, and the King's spokesman's statement makes no reference to any family difficulties, but instead addresses these "times of such global challenge".

"It has seldom been more important for Christian communities around the world to unite in faith and in fellowship with our partners.

"This provides a bulwark against those promoting conflict, division and tyranny, and supports our work together in harmony to protect nature, God's creation," said the King's spokesman.

As supreme governor of the Church of England, and a longstanding campaigner for building bridges between faiths, this is a visit that's of great personal importance to the King.

Cardinal Vincent Nichols, Archbishop of Westminster, who will be at the Vatican for the state visit, said the King and the Pope had different approaches but would "find common ground".

He said Pope Leo was "very attentive, he absorbs exactly what people are saying and he can be very direct in expressing his own mind. King Charles is probably a little more subtle in the way he talks", the Cardinal told the BBC.

And he offered a spiritual thought when asked about current problems facing the Royal Family.

"I have no doubts at all that family difficulties will be in the heart of both the Pope and the King as they place themselves before God and ask for grace and strength to live through all the difficulties that we all have in life," said Cardinal Nichols.

SHAH JALAL MADRASA AND EATIM KHANA TRUST

Sulemanpur, Sunamganj

www.shahjalalmadrasa.com

(UK Charity Reg: 1126912)

শাহজালাল মাদরাসা ও এতিম খানার প্রয়োজন মেটাতে আপনি যেভাবে সাহায্য করতে পারেন:

আসসালামু আলাইকুম, সম্মানীত দানশীল ভাই ও বোনেরা আপনাদের দান সাদাকাতেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সুনামগঞ্জ এর ভাটি এলাকা সুলেমান পুরে বিশাল শাহজালাল (রহ:) মাদ্রাসা ও এতিম খানা। বর্তমানে অসংখ্য দরিদ্র এতিম ছাত্রদের থাকা ও লিখাপড়ার জায়গা সংকুলান না হওয়ায় নতুন একটি ছয়তলা ভবন নির্মাণের কাজ শুরু হয়েছে। আল্লাহর ওয়াস্তে আপনার অথবা আপনার মা বাবার নামে একটি রুম দান করে এতিম ছেলে মেয়েদের কোরআনে হাফিজ ও আলিম হওয়ার জন্য আপনার সাহায্য কামনা করা হচ্ছে। আপনার দানের জন্য আল্লাহ দুনিয়া ও আখেরাতে এর ছোয়াব দান করবেন ইনশাআল্লাহ।

The ways in which you can fulfil the needs of Shah Jalal Madrasa and Eatim Khana:

Assalamu Alaikum

Respectable Brothers and Sisters – Shah Jalal Madrasa and Eatim Khana Trust, is an established UK based charitable organisation which provides and supports poor/ orphan student's education, free living accommodation, food and clothes through your kind donations.

Alhamdulillah, we have started construction of a new 6 story building for the students of Shah Jalal Madrasa and Eatim Khana, Sulemanpur, Sunamganj - we are appealing to all our well-wishers and donors to give Sadaqah Jariyah to complete this building.

May Allah (SWT) reward you in this life and hereafter. Ameen.

The ways in which you can fulfil the needs of Shahjalal Madrasa and Eatim Khana:

- £2500 - Towards a room in the Madrasa in your name or in the name of your parents
- £1000 - Life member
- £500 - Sponsor 1 poor/orphan student
- £250 - One Kear Land
- £150 - Bukhari Sharif, Muslim Sharif, Tafsir set (full title jamat set)
- £100 - 20 Bags of cement
- £90 - 1000 Bricks
- £25 - 5 Zil Quran
- £20 - 1 Bag rice

শাহজালাল মাদরাসা ও এতিম খানার প্রয়োজন মেটাতে আপনি যেভাবে সাহায্য করতে পারেন:

- ২৫০০ পাউন্ড একটি রুম
- ১০০০ পাউন্ড লাইফ মেম্বার
- ৫০০ পাউন্ড হাফিজ স্পন্সর
- ২৫০ পাউন্ড দিয়ে এক কেয়ার জমিন
- ১৫০ পাউন্ড দিয়ে ফুল টাইটেল জামাতের এক সেট কিতাব
- ১০০ পাউন্ড দিয়ে বিশ বস্তা সিমেন্ট
- ৯০ পাউন্ড দিয়ে এক হাজার ইট
- ২৫ পাউন্ড দিয়ে পাঁচ জিলদ কোরআন
- ২০ পাউন্ড দিয়ে এক বস্তা চাউল

You can also become a life sponsor of poor/orphan student by donating £5, £10, £20 or any amount by setting up monthly direct debit

Bank Details : HSBC
Shah Jalal Madrasha and Eatim Khana Trust
Account No: 81419366, Sort Code: 40-11-43

www.justgiving.com/campaign/SMETRUST
Email: smszaman@hotmail.co.uk
Website: www.shahjalalmadrasa.com

Contact: Founder Chairman, Syed Moulana Shamsuzzaman, Mobile: 07944 267 205

You can make donations by PayPal by logging into our website

Year: 23 ◆ Issue: 1069 ◆ Friday 24 October - Thursday 30 October 2025

BANGLA POST

BRITAIN'S HIGHEST DISTRIBUTED BANGLA NEWSPAPER

সিলেটের ১৯ আসন ধরে রাখতে মরিয়া জামায়াত

সিলেট অফিস : ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ২৯৯ আসনে প্রার্থী দিয়েছে জামায়াতে ইসলামী। ঘোষিত আসনের মধ্যে প্রার্থীদের কর্মতৎপরতার পাশাপাশি চলছে কেন্দ্রের গোপন মাঠ জরিপ; যার ভিত্তিতে কিছু আসনে আসতে পারে পরিবর্তন। দলের শীর্ষ ও কেন্দ্রীয় নেতাদেরসহ ৫০ আসনে বিজয় নিশ্চিত করতে দেওয়া হচ্ছে বিশেষ গুরুত্ব। যেসব আসনে জামায়াতের অবস্থান ভালো, আগে জয়ী হয়েছে এবং নতুন যেসব আসনে জয়ী হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে সেসব আসনে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। এমন বিশেষ কিছু আসনের মধ্যে ৩৯টি এরই মধ্যে বাছাই সম্পন্ন করেছে দলটি। প্রক্রিয়াধীন আছে আরও ১১ আসন। বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া আসনগুলোর মধ্যে সিলেট বিভাগের ৯টি রয়েছে।

জামায়াতের নির্বাচনপ্রক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত সূত্রে জানা যায়, ঢাকা-১৫ আসনে লড়বেন দলটির আমির, সিলেটের কৃতিসন্তান ডা. শফিকুর রহমান। ইতোমধ্যে এ আসনে ব্যাপক

জনসংযোগ শুরু করেছেন তিনি।

দলীয় সূত্র জানায়, সিলেট বিভাগের ১৯ আসনের মধ্যে ৯টিকে গুরুত্ব দিচ্ছে জামায়াত। আসনগুলোর মধ্যে সিলেট-১ আসনে মাওলানা হাবিবুর রহমান, সিলেট-৩ আসনে মাওলানা লোকমান আহমদ, সিলেট-৪ আসনে জয়নাল আবেদীন, সিলেট-৫ আসনে আনোয়ার হোসেন খান, সিলেট-৬ আসনে মোহাম্মদ সেলিম উদ্দিন, সুনামগঞ্জ-২ আসনে শিশির মনির, সুনামগঞ্জ-৫ আসনে আবদুস সালাম আল মাদানী, মৌলভীবাজার-১ আসনে আমিনুল ইসলাম ও হবিগঞ্জ-১ আসনে মো. শাহজাহান আলী শক্ত অবস্থানে রয়েছেন বলে মনে করছে জামায়াত।

এদিকে, জামায়াতের কেন্দ্রীয় নেতাদের মধ্যে নায়েবে আমির অধ্যাপক মুজিবুর রহমান রাজশাহী-১ (গোদাগাড়ী-তানোর) আসনে প্রার্থী। দলের অন্যতম শীর্ষ নেতা, দ্বিতীয় নায়েবে আমির ডা. সৈয়দ আবদুল্লাহ মোহাম্মদ তাহের কুমিল্লা-১১ (চৌদ্দগ্রাম) আসনে হেভিওয়েট প্রার্থী। এ আসন থেকে ২০০১ সালের নির্বাচনে তিনি বিজয়ী হয়ে প্রথমবারের মতো সংসদে এসেছিলেন। খুলনার (ফুলতলা-ডুমুরিয়া) উপজেলা নিয়ে গঠিত খুলনা-৫ আসনে শক্তিশালী প্রার্থী হিসেবে প্রচারে আছেন দলের সেক্রেটারি জেনারেল অধ্যাপক মিয়া গোলাম পরওয়ার। দলটির সহকারী --১৭ পৃষ্ঠায়

জেন জি বিক্ষোভে উত্তাল পেরু

পোস্ট ডেস্ক : জেন জি বিক্ষোভে উত্তাল হয়ে উঠেছে দক্ষিণ আমেরিকার দেশ পেরু। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাজধানী লিমায় ৩০ দিনের জন্য জরুরি অবস্থা ঘোষণা করেছেন দেশটির অন্তর্বর্তী প্রেসিডেন্ট হোসে জেরি। মঙ্গলবার টেলিভিশনে দেওয়া এক ভাষণে প্রেসিডেন্ট বলেন, "যুদ্ধ কথায় নয়, কাজে জেতা যায়।"

তিনি জানান, দেশজুড়ে অপরাধ মোকাবিলায় এবার নতুন কৌশল নেওয়া হবে, যা হবে 'প্রতিরক্ষা থেকে আক্রমণে যাওয়ার' উদ্যোগ।

জরুরি অবস্থার অধীনে সরকার সেনাবাহিনীকে রাস্তায় টহল দেওয়ার অনুমতি দেবে এবং নাগরিকদের সমাবেশসহ বিভিন্ন সাংবিধানিক অধিকার সীমিত করবে।

ছয়দিন ধরে অনিশ্চয়তার পর অবশেষে পেরুর অন্তর্বর্তী সরকার এই পদক্ষেপ নিল। তবে সরকারি ঘোষণায় কোথাও উল্লেখ করা হয়নি কীভাবে দেশজুড়ে বেড়ে যাওয়া চাঁদাবাজি ও চোরাচালান দমনে প্রয়োজনীয় --১৭ পৃষ্ঠায়

শাহজালালে চালু হচ্ছে ই-গেইট

বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা : চলতি সপ্তাহেই চালু হতে পারে দীর্ঘদিন অকেজো হয়ে পড়ে থাকা ঢাকার শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের ই-গেইট। সোমবার সচিবালয়ে স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী এ সম্ভাবনার কথা শোনান।

তিনি বলেন, "শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে দ্রুত ই-গেইট চালু করা হবে। এ সপ্তাহের মধ্যে যেন ই-গেইট চালু করা যায়, সে চেষ্টা করা হচ্ছে। যাদের ই-পাসপোর্ট রয়েছে, তারা পাসপোর্ট দেখিয়ে ই-গেইট দিয়ে ঢুকতে পারবেন। "এ বছরের ডিসেম্বরের মধ্যে সব দেশে বাংলাদেশ মিশনে ই-পাসপোর্ট কার্যক্রম চালু করা হবে।"

ই-পাসপোর্ট ও অটোমেটেড বর্ডার কন্ট্রোল (এবিসি) ব্যবস্থাপনা প্রকল্পের আওতায় শাহজালাল বিমানবন্দরসহ দেশের বিভিন্ন স্থলবন্দরে ৫০টি ই-গেইট স্থাপনের পরিকল্পনা নিয়েছিল সরকার। প্রায় ১১ মাস পরীক্ষামূলক --১৭ পৃষ্ঠায়

দেশের রিজার্ভ এখন ৩২ বিলিয়ন ডলার

বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা : দেশের মোট বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ বেড়ে এখন ৩২ দশমিক ১০ বিলিয়ন ডলার। রেমিট্যান্স প্রবাহ বৃদ্ধি ও কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নিলাম পদ্ধতিতে ডলার কেনার প্রেক্ষাপটে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ বৃদ্ধি পেয়েছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের সর্বশেষ তথ্যানুযায়ী, মঙ্গলবার (২১ অক্টোবর) পর্যন্ত দেশের গ্রস রিজার্ভ বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৩২ --১৭ পৃষ্ঠায়

এ বছর হচ্ছে না লঙ্কা প্রিমিয়ার লিগ

পোস্ট ডেস্ক : এক মাস পরেই দামামা বাজার কথা ছিল লঙ্কা প্রিমিয়ার লিগের (এলপিএল)। কিন্তু সেই দামামা আর বাজছে না এ বছর। বুধবার এক বিজ্ঞপ্তি দিয়ে শ্রীলঙ্কান ক্রিকেট বোর্ড (এসএলসি) জানিয়েছে, এ বছর হচ্ছে না এলপিএল। এলপিএল না হওয়ার পেছনে কারণ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ। আগামী বছরের ফেব্রুয়ারি-মার্চে হবে সংক্ষিপ্ত সংস্করণের বিশ্বকাপ। মূল আয়োজক ভারত --১৭ পৃষ্ঠায়

ইসরায়েলের ওপর নিষেধাজ্ঞা চেয়ে ৪৬০ ইহুদির খোলা চিঠি

পোস্ট ডেস্ক : গাজায় ইসরায়েলের 'বিবেকবর্জিত' কর্মকাণ্ডকে গণহত্যার শামিল উল্লেখ করে দেশটির ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপের আহ্বান জানিয়েছেন বিশ্বের বিশিষ্ট ইহুদি ব্যক্তিত্বরা।

বুধবার প্রকাশিত এক খোলা চিঠিতে ইসরায়েলের জবাবদিহিতার দাবি জানিয়ে তারা জাতিসংঘ ও বিশ্বনেতাদেরকে এই আহ্বান জানিয়েছেন।

৪৬০ জন বিশিষ্ট ইহুদি ব্যক্তিত্ব এই খোলা চিঠিতে সই করেছেনড়্যাদের মধ্যে রয়েছেন, --১৭ পৃষ্ঠায়

হবিগঞ্জে কলেজ ছাত্রকে কুপিয়ে হত্যা

সিলেট অফিস : হবিগঞ্জের বানিয়াচং উপজেলায় এক ছাত্রকে কুপিয়ে হত্যা করেছে একদল লোক; যিনি বৃন্দাবন সরকারি কলেজের শিক্ষার্থী ছিলেন। বুধবার সন্ধ্যায় উপজেলার বলাকীপুর সেতু এলাকায় এ ঘটনা ঘটে হবিগঞ্জের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (বানিয়াচং সার্কেল) প্রভাংস কুমার সিংহ জানান।

নিহত সাদেক চৌধুরী (১৯) উপজেলার বলাকীপুর গ্রামের লেবু মিয়ার ছেলে। তিনি বৃন্দাবন সরকারি কলেজের একাদশ শ্রেণির শিক্ষার্থী ছিলেন। পুলিশ ও প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, সন্ধ্যায় সাদেক বাড়িতে যাওয়ার পথে একই গ্রামের একদল যুবক তাকে কুপিয়ে আহত করে। গুরুতর অবস্থায় --১৭ পৃষ্ঠায়

Bangla Post is published by Brit Bangla Services Ltd, Unit S7, The Whitechapel Centre, 85 Myrdle Street, London E1 1HL, Registered at the Post office as a newspaper
Tel: News - 0203 488 7990, Sales - 0203 633 2545 Email : info@banglapost.co.uk, news@banglapost.co.uk Web: www.banglapost.co.uk